প্রতিবেদন

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,
আস্সালামু আলাইকুম ।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং পরিচালকমন্ডলীর ও নিরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদনসহ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন করছি, যেখানে ব্যাংকের সাফল্য, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয়সহ বাংলাদেশের অর্থনীতির সাফল্যের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

বিশ্ব অর্থনীতিঃ

বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির তালিকা নাড়িয়ে দিয়েছে করোনা । করোনার এই সময়ে বড় বড় অর্থনীতিই ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ মন্দা কাটাচ্ছে । যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান ও জার্মানি যদিও তালিকার বড় অর্থনীতির চারটি দেশ হিসেবে নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে পারছে, তবে অন্য দেশগুলোর অবস্থানে বড় ঝাঁকি দিয়েছে করোনা । অসম অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার থেকে ভ্যাকসিনে অসম বণ্টন; আয়ের ক্ষয়ক্ষতি বাড়ানো থেকে শুরু করে শিক্ষায় বহুমুখীকরণ পর্যন্ত, কোভিড-১৯, ২০২১ সালে দরিদ্র এবং দুর্বলদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে । এটি উন্নয়নকে হ্রাস করছে এবং চরম দারিদ্র্যের অবসান এবং বৈষম্য কমানোর প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে ।

অসম ভ্যাক্সিন বণ্টন

মহামারী শেষ করার দ্রুততম উপায় হল বিশ্ববাসীকে টিকা দেওয়া । উচ্চ-আয়ের দেশসমূহের ৭৫ শতাংশের তুলনায় নিম্ন-আয়ের দেশসমূহের মাত্র ৭ শতাংশ জনগণ ভ্যাক্সিনের একক ডোজ গ্রহণ করতে পেরেছে । জীবন বাঁচাতে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ভ্যাক্সিনের সুষম বণ্টন অত্যাবশ্যক ।

বিশ্ব পুনরুদ্ধারে অসমতা

ভ্যাক্সিনের অসম বণ্টনের কারণে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে উচ্চ-আয়ের এবং নিম্ন ও মধ্য আয়ের অর্থনীতির মধ্যে অসম ব্যবধান লক্ষ্যণীয় । গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস-এর জুন সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন বিশ্ব অর্থনীতি ২০২১ সালে ৫.৬ শতাংশ প্রসারিত হতে চলেছে - ৮০ বছরের মধ্যে এটি মন্দা পরবর্তী সবচেয়ে শক্তিশালী গতি নিম্ন আয়ের অর্থনীতি ২০২১ সালে মাত্র ২.৯ শতাংশ প্রসারিত হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা ২০২০ ব্যতীত গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ধীরগতির বৃদ্ধি, আংশিকভাবে টিকা দেওয়ার ধীর গতির কারণে পুনরুদ্ধার অসম হবে ।

আয় হ্রাস
মহামারী চলাকালীন সকল আয়ের লোকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হলেও, সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশের আয় সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে। ২০২১ সালে, তাদের আয় আরও কমেছে যখন সবচেয়ে ধনীরা আরও ধনী হয়েছে। এর কারণ হল সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশ তাদের আয়ের ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। আয় হ্রাস প্রায় ১০০ মিলিয়ন মানুষকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

বাণিজ্য - বিশ্বব্যাপী পুনরুদ্ধারের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার
এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা নয় যে চরম দারিদ্র্য বৃদ্ধি ঘটেছে যখন মহামারী প্রভাবিত বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটেছে। ঐতিহাসিকভাবে, ১৯৯০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির রপ্তানির অংশ প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার সাথে বাণিজ্য এবং দারিদ্র্য হ্রাসের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। বাণিজ্য-অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে প্রমাণিত। মহামারীটি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করার পরে আমরা একটি শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন প্রত্যক্ষ করছি, যা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করছে। বাণিজ্য রপ্তানির জন্য টেকসই বৈদেশিক চাহিদা প্রদান এবং আমদানি করা মধ্যবর্তী পণ্য ও পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে মহামারী থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে ত্বরান্বিত করতে অবদান রাখে। স্বল্পোন্নত দেশগুলি, যাদের আর্থিক উদ্দীপনা প্যাকেজের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করার সীমিত ক্ষমতা রয়েছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎস হিসেবে বাণিজ্য পুনরুদ্ধারের উপর নির্ভরশীল। মহামারীটি সীমানার মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য প্রবাহিত রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, ব্যাংক গ্রুপ মহামারীর প্রভাব সীমিত করতে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য দেশ-নেতৃত্বাধীন সংস্কারগুলিকে সমর্থন করছে।

ক্রমবর্ধমান ঋণের মাত্রা
মহামারী চলাকালীন উঠতি বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ঋণের বোঝা বেড়েছে। স্বল্প আয়ের দেশগুলিতে চ্যালেঞ্জটি তীব্র আকার ধারণ করেছে যার অর্ধেকই কোভিড-১৯ আসার আগে ঋণের যন্ত্রণার উচ্চ ঝুঁকিতে ছিল।

অনিয়ন্ত্রিত জ্বালানী তেলের দাম
যেহেতু জ্বালানি তেল খাদ্য উৎপাদন এবং স্থানান্তরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তাই এর ঊর্ধ্বমুখী দামের প্রভাব সর্বত্রই লক্ষ্যণীয়। উচ্চ বিদ্যুতের দাম ইতোমধ্যে সারের দামকে প্রভাবিত করেছে, ফলস্বরূপ খাদ্য উৎপাদনের খরচ বেড়েছে। ২০২১ সালের শেষার্ধে, অনুকূল বৈশ্বিক সরবরাহের প্রতিক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যের দাম স্থিতিশীল হতে শুরু করেছে, তবে তা এখনও প্রাক-মহামারী স্তরের উপরে রয়েছে। তাছাড়া, অধিকাংশ দেশেই অভ্যন্তরীণ খাদ্যমূল্যের মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যকর খাবারের সামর্থ্য হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বেড়েই চলেছে।

২০২২ সালের বিশ্ব অর্থনীতিঃ
২০২২ সালে বিশ্ব অর্থনীতি প্রথমবারের মতো ১০০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। কোভিড মহামারির দুই বছর পূর্ণ হতে চলেছে, কিন্তু এখনো এই মহামারি থেকে পাকাপাকিভাবে মুক্তির আভাস মিলছে না। এর মধ্যেই আবার শুরু হয়েছে ভাইরাসের নতুন ধরন অমিক্রনের প্রকোপ। চীনসহ বিশ্বের বড় অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের গতিপথই-বা কেমন হবে এবং বিশ্বব্যাপী মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কি আরও নিম্নমুখী হবে, মূল্যস্ফীতি কি আকাশ ছোঁবে আপাতত এসব প্রশ্ন নিয়েই ঘুরপাক খাচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি। বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১ সালে যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল তা ২০২২ সালে ৪ দশমিক ১ ও ২০২৩-এ ৩ দশমিক ২ শতাংশে নেমে আসতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয় হয়, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৬ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৪ দশমিক ৪ শতাংশে নেমে আসতে পারে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো ২০২৩ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনে ফেরার সক্ষমতা অর্জন করবে। তবে উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো উৎপাদনে প্রাক-মহামারী সময়ের তুলনায় ৪ শতাংশ পিছিয়ে থাকবে। দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলো আরো বেশি পরিমাণে পিছিয়ে থাকবে। ভঙ্গুর ও সংঘাত-জর্জরিত অর্থনীতির দেশগুলোর উৎপাদন মহামারী পূর্ব সময়ের চেয়ে ৭ দশমিক ৫ এবং ছোট দ্বীপগুলো ৮ দশমিক ৫ শতাংশ পিছিয়ে থাকবে।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, সামগ্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে আগামী দিনের অর্থনীতির ভালোমন্দ।

অমিক্রন
বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে যে এখনো বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে, তার কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা কোভিডের নতুন ধরন অমিক্রন। এটি কতটা প্রাণঘাতী তার ওপরেই নির্ভর করছে অনেক কিছু।

মূল্যস্ফীতি
কোভিড ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে দুই বছর ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে ভাটার টান, তার ফলেই এই মূল্যস্ফীতির বাড়বাড়ন্ত। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এটা সরবরাহের সংকটজনিত মূল্যস্ফীতি। সরবরাহ সংকট কেটে গেলে পরিস্থিতির উত্তরণ হবে। কিন্তু অনেকেই আবার বলছেন, কাঁচামাল ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিতে বিশ্বজুড়ে দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ মূল্যস্ফীতির যুগে প্রবেশ করছে বিশ্ব। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে ইঙ্গিত দেওয়া

হয়েছিল, বছরের শেষ প্রান্তে আমেরিকার মূল্যস্ফীতির হার থাকবে ২ শতাংশ। কিন্তু বাস্তবে সেই হার গিয়ে ঠেকেছে ৭ শতাংশে। ২০২২ সালেও এমনই কিছু কি অপেক্ষা করছে, তা নিয়েই এখন অর্থনীতিবিদেরা ভাবিত।

সুদ হার

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদহার বেড়ে গেলে বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ডলারেরও দর বাড়বে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কম নয়। সাধারণত, ফেড [ফেডারেল রিজার্ভ (মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক)] মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে মুদ্রা নীতি তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে অস্ত্র হচ্ছে কাঠামোগত সুদ হার নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ, মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকলে সাধারণত সুদ হার কমিয়ে দেয়। কিন্তু নতুন বছরে উল্টো পথে যেতে পারে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর সঙ্গে কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতি সমন্বয় করে চলবে, এ নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা দুশ্চিন্তা।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি

এদিকে আরেকটি বড় ঘটনা হলো জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি। এতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকেরা। কারণ, জ্বালানির দাম বাড়লে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে মানুষের পকেটে। এ ছাড়া নজর রাখার মতো বিষয় হচ্ছে, রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট। এই রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হলে গ্যাসের দামও বাড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

চীন

করোনা মহামারির অভিঘাত এড়াতে পারেনি চীন। স্থবিরতা নেমে এসেছে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলা চীনা অর্থনীতিতে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, নির্মাণশিল্পে মন্দা, উপর্যুপরি করোনা বিধিনিষেধ ও রসদের ঘাটতি এই তিন কারণই ছিল স্থবিরতার নেপথ্য কারণ, যার জেরে চীনের প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ থেকে নেমে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছিল।

ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা

ইউক্রেনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সম্পর্কের ক্রম অবনতি হচ্ছে। এমনকি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ন্যাটো দেশগুলোর অবরোধ ও যুদ্ধের আশঙ্কাও দেখছেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে ইউরোপ নর্ড স্ট্রিম টু গ্যাস পাইপলাইন বন্ধ করে দিলে তা সারা বিশ্বেই জ্বালানি সংকট তৈরি করবে। এতে তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়াতে পারে। সামনের দিনের বিশ্ব বাণিজ্য নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের উপরও।

বাংলাদেশ অর্থনীতিঃ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতি আজ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিগত এক দশকে শতকরা ৬ ভাগের অধিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতির আকারে বর্তমানে বিশ্বে ৪০তম বাংলাদেশ।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রা ও অর্থবাজারের ধস, অভ্যন্তরীণ অপশক্তির চক্রান্ত, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর বিশাল জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি আর অব্যাহত সামাজিক উন্নয়ন সত্যিই বিস্ময়কর ঘটনা। অনেক অর্থনীতিবিদ একে 'উন্নয়নের গোলকধাঁধা' (Development Puzzle) হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। বিশ্বব্যাংকের মানদন্ডে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের সূচক অনুযায়ী ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। তবে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯-এর নেতিবাচক প্রভাব না পড়লে ২০২৪ সালেই এ উত্তরণ ঘটত। কোভিড-১৯-এর কারণে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা মন্থর হলেও বাংলাদেশ এখনো চারটি দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশের মধ্যে রয়েছে। অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কোভিড-১৯ মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে, যা অনেক উন্নত দেশের পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। টরন্টোভিত্তিক আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাংক দি ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর রাইটস এন্ড সিকিউরিটি (আইএফআরএসএস) বাংলাদেশের উপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ, যার অর্থনীতি এ মহামারীতে পৃথিবীর যেকোনো দেশের চেয়ে ভালো করেছে। এতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি গত ৫০ বছরে ২৭১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্লুমবার্গের কোভিড রেজিলিয়েন্স র‌্যাংকিং অনুযায়ী যেসব দেশের জিডিপি ২০০ বিলিয়ন ডলারের উপর, সেসব ৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২০তম। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, করোনা অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

বর্তমান মূল্য বিবেচনায় ২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল্যমান ৩৪ হাজার ৮৪০ বিলিয়ন টাকা। এটি আগের ভিত্তি বছরের হিসাবে পাওয়া ৩০ হাজার ১১১ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি।

এলডিসি থেকে উত্তরণ

গত ৫০ বছরে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধির স্বীকৃতি মিলেছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের সিডিপি স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে চূড়ান্ত সুপারিশ করেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে বের হয়ে যাবে বাংলাদেশ।

সচল প্রবৃদ্ধির চাকা

করোনার কারণে দেশে দেশে প্রবৃদ্ধি কমেছে। কোনো কোনো দেশে জিডিপি সংকুচিত হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সেই তুলনায় ভালো করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চূড়ান্ত হিসাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

প্রবাসী আয় বাড়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও নতুন নতুন রেকর্ড হয়। আগস্টে তা ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। প্রবাসী আয় কমায় ও আমদানি বাড়ায় বছর শেষে রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬ বিলিয়ন ডলার।

রপ্তানি আয়ে স্বস্তি

মহামারির মধ্যেও পণ্য রপ্তানি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গত জুনে শেষ হওয়া অর্থবছরে ৩ হাজার ৮৭৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। আবার চলতি অর্থবছরেও ভালো হয়েছে রপ্তানি।

চাঙ্গা বন্ড বাজার

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২২টি কোম্পানি বন্ড ছেড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি সংগ্রহ করেছে। সরকারও বন্ড ছেড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি

বাড়তি মজুরি হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যস্ফীতির কারণে। গত ডিসেম্বর শেষে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৬ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। আর ওই মাসে মজুরি বেড়েছে ৬ দশমিক ১১ শতাংশ।

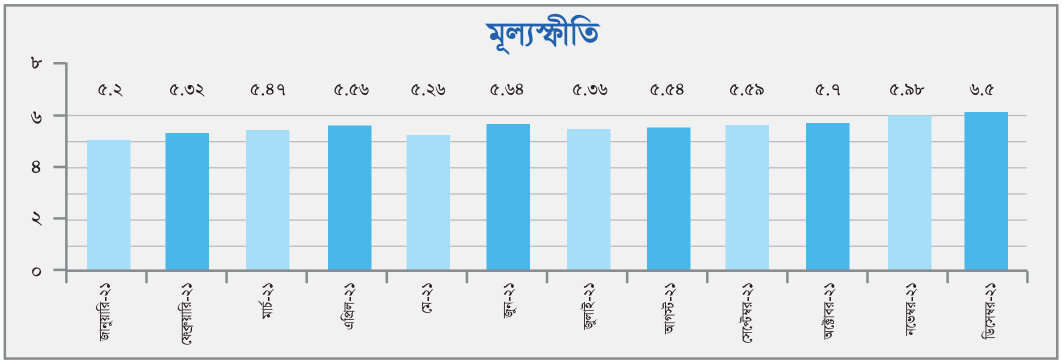

মাথাপিছু আয়

বিশ্ব অর্থনীতির ক্রান্তিলগ্নেও ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৩৩৫ ডলার থেকে বেড়ে ২ হাজার ৫৫৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি

করোনা ভাইরাসের মহামারীর মধ্যেও গত অর্থবছরে (২০২০-২১) বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছিল ৫.৪৭ শতাংশ। স্থিরমূল্যে এই জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৩০ লাখ ১১ হাজার ৬৪ কোটি টাকা।

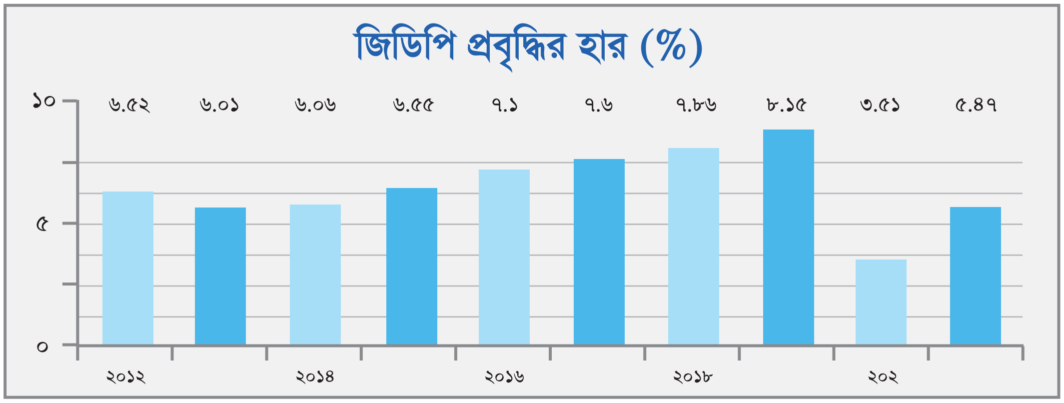

রেমিট্যান্স

করোনার আগে স্বাভাবিক সময়ে প্রবাসীরা বিদেশ থেকে প্রতি মাসে ১৪০ থেকে ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার পাঠাতেন। কিন্তু করোনা শুরু হওয়ার পর রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয়ের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পায়। এক মাসে প্রবাসী আয় বেড়ে প্রায় ২৬০ কোটি ডলারে উঠে যায়। বৈশ্বিক মহামারি করোনভাইরাস সংক্রমণের মধ্যেও বিদায়ী বছরে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। ২০২১ সালে সব মিলিয়ে রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ২০৭ কোটি ডলার। পঞ্জিকাবর্ষের হিসাবে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে ২০২১ সালে। ফলশ্রুতিতে গ্লোবাল নলেজ পার্টনারশিপ অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (নোমাড) অর্ধবার্ষিক ব্রিফিংয়ে জানানো হয়েছে, নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মধ্যে প্রবাসী আয় অর্জনে বাংলাদেশ সপ্তম অবস্থানে উঠে এসেছে। ২০২০ সালে ২ হাজার ১৭৪ কোটি ১৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এর আগে ২০১৯ সালে ১ হাজার ৮৩৩ কোটি মার্কিন ডলার, ২০১৮ সালে ১ হাজার ৫৫৩ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, ২০১৭ সালে ১ হাজার ৩৫৩ কোটি ডলার, ২০১৬ সালে ১ হাজার ৩৬১ কোটি ডলার এবং ২০১৫ সালে ১ হাজার ৫৩১ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আসে দেশে।

প্রণোদনা প্যাকেজ

কোভিড-১৯-এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজটি ঘোষণা করা হয়েছিল ২০২০ সালের এপ্রিলে এবং ১ লাখ ২১ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা হয়েছিল ২০২০ সালের নভেম্বরে। এটি আমাদের জিডিপির ৪.৩ শতাংশ এবং এর ৭০ ভাগই বিতরণ হয়েছে ২০২১ সালের এপ্রিলের মধ্যে। সর্বশেষ ৩২০০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করা হয় ২০২১ সালের জুলাইয়ে। সব মিলিয়ে মোট প্যাকেজের সংখ্যা ২৮ এবং বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা।

এর লক্ষ্য ছিল সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে লোকজনের কাজের সংস্থান, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বল্পসুদে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে শিল্পকারখানাকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি বিচ্ছিন্ন নানা খাতে কর্মরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে নিয়ে আসতে খাদ্য সহায়তা, নগদ অর্থ ও আবাসনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো।

রপ্তানি আয়

করোনার থাবা ছিল, ছিল লকডাউন-ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা। এসব সত্ত্বেও ২০২১ সালে একমাসে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় ৪ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ। বছরের প্রথম পাঁচ মাসে পণ্য রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ হাজার ৭৪৭ কোটি ডলার। অবশ্য শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩ দশমিক ২৭ শতাংশ রপ্তানি বেশি হয়েছে। রপ্তানির এমন রেকর্ড নতুন করে আশা তৈরি করেছে।

আমদানি

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০২১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ৪২১৫ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে। যেখানে আগের বছরের প্রথম ১০ মাসে আমদানিতে ব্যয় ছিল ৩২৯৯ কোটি ৮০ লাখ ডলার, ২০২০ সালে বছরজুড়ে যা ছিল ৪১৭৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার।

নতুন দরিদ্র

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) তথ্যমতে, দেশের বর্তমান মোট জনসংখ্যার মধ্যে এক কোটি ৭০ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র। করোনাভাইরাস পরবর্তীতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মধ্যে ২০২১ সালে দেশে দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে ২৫%।

রাজস্ব আদায়

বিদায়ী অর্থবছরে (২০২০-২১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) শুল্ক-কর আদায়ে প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হয়েছে। শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট এবং আয়কর এই বিভাগে সব মিলিয়ে প্রায় ২ লাখ ৫৯ হাজার ৯০০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। বিদায়ী বছরে এনবিআরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লাখ ১ হাজার কোটি টাকা। আর মূল লক্ষ্য ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। বিদায়ী অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১৯ শতাংশ। বিদায়ী বছরে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে ভ্যাট খাত থেকে। এই খাত থেকে ৯৭ হাজার ৫০৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) সবচেয়ে বেশি ৪৯ হাজার ২৫১ কোটি টাকা ভ্যাট আদায় করেছে। ভ্যাটের পর আয়কর থেকে আদায় হয়েছে প্রায় ৮৫ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। আয়করের এলটিইউ সর্বোচ্চ ২৪ হাজার কোটি টাকার বেশি আদায় করেছে। আদায় হওয়া রাজস্বের বাকি প্রায় ৭৭ হাজার কোটি টাকা শুল্ক খাত থেকে এসেছে।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ

তলানিতে নামার পর বেশ ভালোই গতিতে ফিরেছে দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ; টানা ছয় মাস ধরে বাড়তে বাড়তে দুই বছর পর ২০২১ এর নভেম্বরে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচক দুই অঙ্কের (ডাবল ডিজিট, ১০ শতাংশের উপরে) ঘরে পৌঁছে করোনা মহামারির আগের অবস্থায় ফিরেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে অভ্যন্তরীণ ঋণপ্রবাহের যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, ২০২১ এর নভেম্বর মাসে বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি অক্টোবরের চেয়ে দশমিক ৬৭ শতাংশ পয়েন্ট বেড়ে ১০ দশমিক ১১ শতাংশে উঠেছে। এর অর্থ হলো, গত বছরের নভেম্বরের চেয়ে এই নভেম্বরে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ দশমিক ১১ শতাংশ বেশি ঋণ পেয়েছেন। তবে এখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক নিচে রয়ে গেছে এই সূচক। বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২১-২২ অর্থবছরের যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছিল, তাতে বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয় ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ। এ হিসাবে নভেম্বর শেষে উদ্যোক্তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যের চেয়ে এখনও ৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ পয়েন্ট কম ঋণ নিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে দেশে বিনিয়োগে মন্দা চলছে। এর অন্যতম প্রধান নিয়ামক বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহের চিত্রও ছিল হতাশাজনক। ২০২০ সালের মার্চে দেশে করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর থেকে তা আরও কমতে থাকে। প্রতি মাসেই কমতে কমতে ২০২১ সালের মে মাসে তা ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশে নেমে আসে, যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বনিম্ন।

সরকারের ব্যাংক বিনিয়োগ

ব্যাংক খাতে সরকারের ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ২০ হাজার ৮৯৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছর সঞ্চয়পত্র বিক্রি থেকে ৩২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। গত অর্থবছরের মূল বাজেটে ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪১ হাজার ৯৬০ কোটি টাকা নেয় সরকার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি সঞ্চয়পত্র বিক্রি হওয়ায় সরকারের সুদ ব্যয় বেড়েছে। চলতি অর্থবছর ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নিট ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। গত অর্থবছরের মূল বাজেটে ৮৪ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ঋণ নিয়েছিল ২৬ হাজার ৭৮ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ বাড়লে সাধারণভাবে মূল্যস্ফীতির উপর চাপ তৈরি হয়। যে কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ না দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে সরবরাহ করছে। প্রথম ৬ মাসে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারকে নিট ৩৩ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা দিয়েছে। তবে একই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আগে নেওয়া ১৪ হাজার ৫৯৯ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করেছে সরকার। সব মিলিয়ে ৬ মাসে নিট ঋণ বেড়েছে ১৮ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা। সরকারের মোট ঋণস্থিতির মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রয়েছে ২ লাখ ১০ হাজার ৯৫৩ কোটি টাকা। বাকি ৯ হাজার ৯৪৩ কোটি টাকা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এগিয়ে যাচ্ছে স্টার্টআপ খাত

বাধা বিপত্তি থাকলেও হাঁটি হাঁটি পা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলো। মূলত তরুণ উদ্যোক্তাদের হাত ধরেই শুরু হয় বাংলাদেশে এ খাতের যাত্রা। বর্তমানে দেশে সক্রিয় স্টার্টআপ রয়েছে ১ হাজার ২০০টি। এ খাতে মোট ১৫ লাখের বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। প্রতি বছরই দেশে দুই শতাধিক স্টার্টআপ তাদের পথ চলা শুরু করছে। তবে এই স্টার্টআপগুলোর বেশিরভাগই ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক। বিগত এক দশকে বাংলাদেশে শুরু হওয়া স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলো এ পর্যন্ত মোট ৪৬ কোটি ডলার বা ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ ৪৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার। বাকি আড়াই কোটি ডলার স্থানীয় উৎস থেকে এসেছে। সব মিলিয়ে গত এক দশকে স্টার্টআপে অগ্রগতি হলেও, বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে আছে বিভিন্ন সূচকে। যেমন, ওয়ার্ল্ড স্টার্টআপ র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৩তম। তবে ২০২০ সালের তুলনায় পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন ইনডেক্স বা উদ্ভাবন সূচকে ১৩২ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১১৬তম স্থানে রয়েছে।

বিদেশি বিনিয়োগ সহায়তা

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিনিয়োগ আকর্ষণে সময়োপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে নিট সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২ হাজার ৫০৭ দশমিক ৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এলডিসি থেকে উত্তরণ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের ২০২১ সালে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণে জাতিসংঘের অনুমোদন পাওয়া। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেও এই অর্জন 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে এনে দিয়েছে এক নতুনমাত্রা। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত হবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। বিভিন্ন আলোচনায় ও দরকষাকষিতে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। তবে, এর সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও আসবে। সেগুলো মোকাবেলা করে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার সক্ষমতা অর্জনই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আগামী ২০২৬ সালে বাংলাদেশ বের হয়ে আসবে এলডিসিভুক্ত দেশের তালিকা থেকে; স্বল্পোন্নত দেশ থেকে পুরোপুরিভাবে নাম লেখাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায়। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত হবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। বিভিন্ন আলোচনায় ও দর-কষাকষিতে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। তবে এর সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও আসবে। সেগুলো মোকাবেলা করে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার সক্ষমতা অর্জনই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এলডিসি থেকে বের হওয়ার পর বাংলাদেশ চড়া সুদে মোটা অঙ্কের বৈদেশিক ঋণ নিতে পারবে। সেই টাকা দিয়ে দেশের বড় ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এমনটি হলে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়বে। এ পর্যন্ত বিশ্বের যতগুলো দেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে সবগুলোর ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির নজির রয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নতুন নতুন ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বার উন্মোচিত হবে, বেকারত্ব ঘুচবে লাখ লাখ মানুষের। এছাড়া, দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহও বাড়বে; সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ।

এসব তো গেলো আশার কথা। এবারে চলুন জেনে নেওয়া যাক এই সুবিধাগুলো পেতে হলে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গেই সবচেয়ে বড় যেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে তা হলো, শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়। তবে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর, অর্থাৎ ২০২৬ সালে (যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপির আওতায় ২০২৭ সাল পর্যন্ত এই সুবিধা থাকবে) বাংলাদেশের জন্য এই সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে রপ্তানি খরচ বাড়ার পাশাপাশি প্রতিযোগিতাও বাড়বে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রপ্তানি আয়-ব্যয়ের এই হিসাবের মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে না পারলে দেশের রপ্তানি আয় কমে যেতে পারে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাড়তি শুল্কের কারণে বাংলাদেশ প্রতি বছর ৫৩৭ কোটি ডলার বা সাড়ে ৪৫ হাজার কোটি টাকা রপ্তানি আয় হারাতে পারে।

এছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে সে সকল সুবিধা পায় সেগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে। ঋণ নিতে হবে মোটা অঙ্কের সুদে। ফলে রপ্তানি খরচ বাড়ার পাশাপাশি ঋণের খরচও বেড়ে যাবে। সেইসঙ্গে বাড়বে জাতিসংঘের চাঁদার পরিমাণও। অন্যদিকে, কমে যাবে বিদেশি অনুদান ও সাহায্য।

তবে এতসব চ্যালেঞ্জের মুখেও স্বস্তির কথা হলো, এলডিসি থেকে উত্তরণের ফলে এইসব সুযোগ-সুবিধা কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মানে, বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর হওয়ার পথে এগোচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য গর্বের।

এডিপি বাস্তবায়ন

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) লাইফলাইন হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন যে কোনো দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। আইএমইডি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন হার ছিল ২৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ, যা টাকার অঙ্কে ৫৭ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন হার ছিল ২৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ, যা টাকার অঙ্কে ৪৯ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজারের গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে ২০২১ সাল। দীর্ঘ এক দশক পর ২০২১ সাল পুরোটা জুড়েই দেশের পুঁজিবাজার ছিল গতিশীল। বাজার মূলধন ও লেনদেনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেশের শেয়ারবাজার। প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি পর্যায়ের সব ধরনের বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়ায় প্রধান শেয়ারবাজারের লেনদেন বিগত ১০ বছরে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে। একইভাবে লেনদেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সার্বিক সূচক।

বেড়েছে শেয়ারদর, মূল্য সূচক, বাজার মূলধন এবং লেনদেন। বিদায়ী বছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ১৩ কোম্পানি এবং তিন বন্ড তালিকাভুক্ত হয়ে ৮ হাজার ৩৫২ কোটি টাকার বাজার মূলধন বাড়িয়েছে। বাড়তি এ মূলধনসহ ডিএসইর বাজার মূলধন ৯৩ হাজার ৯৬৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫ লাখ ৪২ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ডিএসইর মূল্য আয় অনুপাত (পিই রেশিও) বেড়ে ১৭ দশমিক ৫৮-এ উন্নীত হয়েছে। ২০২০ শেষে পিই রেশিও ছিল ১৬ দশমিক ৫১। জিডিপির তুলনায় বাজার মূলধন বেড়ে ১৮ দশমিক ০১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মোট ১৪টি কোম্পানি আইপিও প্রক্রিয়ায় ২৯৮ কোটি টাকার প্রিমিয়ামসহ মোট ১ হাজার ২৩৩ কোটি টাকার মূলধন সংগ্রহ করেছে। এ সময়ে পুঁজিবাজারে বড় উদ্যোগ ছিল স্বল্প মূলধনি কোম্পানির জন্য আলাদা এসএমই প্ল্যাটফর্ম বা এসএমই বোর্ড চালু করা।

২০২১ সালের ব্যাংকিং খাতঃ

আমানত এবং তারল্য

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২১ সালের নভেম্বর শেষে দেশের ব্যাংক খাতে মেয়াদি ও তলবি আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩ লাখ ৯৩ হাজার ৬৮৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১২ লাখ ৩৩ হাজার ৫৮২ কোটি টাকা ছিল মেয়াদি আমানত। আর তলবি আমানত ছিল ১ লাখ ৬০ হাজার ১০৪ কোটি টাকা। ২০২০ সালের জুলাই-নভেম্বর মেয়াদে ব্যাংকগুলোর মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৯ শতাংশেরও বেশি। আর ২০২১ সালের একই সময়ে মেয়াদি আমানতের এ প্রবৃদ্ধি ৪১.১৩ শতাংশ কমেছে। গত নভেম্বর পর্যন্ত দেশের ব্যাংকগুলোর হাতে বিনিয়োগযোগ্য অতিরিক্ত তারল্য ছিল ২ লাখ ১৮ হাজার ১১৮ কোটি টাকা।

ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে ঋণ ছিল ১১ লাখ ৫৮ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা। আর ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ঋণ বেড়ে হয়েছে ১৩ লাখ ১ হাজার ৭৯৭ কোটি টাকা। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণের হার ছিল ৭ দশমিক ৬৬, গত ডিসেম্বরে তা বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৯৩।

বেসরকারি ব্যাংকগুলো ৯ লাখ ২৮ হাজার ৪ শত ৯৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এর মধ্যে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে ৫০ হাজার ৭ শত ৪৩ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ। বিদেশি ব্যাংকের খেলাপি হয়েছে দুই হাজার ৬ শত ৯২ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণ করা ঋণের ৪ দশমিক ১২ শতাংশ। বিশেষায়িত তিনটি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৩ হাজার ৬ শত ৯৯ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা ঋণের ১১ দশমিক ৪৪ শতাংশ।

তবে করোনা শুরুর বছর ২০২০ এর ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণ ছিল ৮৮ হাজার ৭ শত ৩৪ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ। হিসাবমতে, চলতি বছরের তিন প্রান্তিকে (প্রথম ৯ মাস) খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১২ হাজার ৪ শত ১৬ কোটি টাকা।

প্রণোদনা ঋণ

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিতরণ করা ঋণ আদায় নিয়ে চিন্তিত ব্যাংকখাত। ব্যাংকগুলো নতুন করে ঋণ দিতে দ্বিধাদ্বন্ধে ভুগছে। ব্যবসা খারাপ হওয়ার কারণে অনেক গ্রাহক অর্থ ফেরত দিতে পারছেন না। ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ব্যাংকের সার্বিক আদায়ে। তাই নতুন করে ঋণ দিতে সাহস পাচ্ছে না অনেক ব্যাংক। কোভিড-১৯ সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্বিতীয় ধাপে প্রণোদনার ঋণ বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে দ্বিতীয় মেয়াদের ঋণ বিতরণ শুরু হলেও কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। তবে প্রথম মেয়াদে সরকারঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ প্রায় ৮০ শতাংশ বাস্তবায়নে সক্ষম হয় ব্যাংকখাত। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তথ্য বলছে, তিন মাস পার হলেও দ্বিতীয় মেয়াদে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের হার ১ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে।

প্রবাসী আয়

সব মিলিয়ে সদ্য সমাপ্ত ২০২১ সালে বৈধ পথে ব্যাংকিং চ্যানেলে ২ হাজার ২০৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১ লাখ ৮৯ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকার বেশি (প্রতি ডলার ৮৫ টাকা ৮০ পয়সা)। দেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো বছর এত বেশি রেমিট্যান্স আসেনি। এর আগে ২০২০ সালে সবোর্চ্চ ২ হাজার ১৭৪ কোটি ডলার সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল।

বেসরকারি ঋণ প্রবৃদ্ধি

করোনার ধাক্কা কাটিয়ে আমদানি-রফতানি বাড়ছে সমানতালে। সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরতে শুরু করায় অর্থনীতির অন্য সূচকগুলোর মতো বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধিও বাড়ছে। গত কয়েক মাস ধীরগতিতে বাড়লেও অক্টোবরে সেপ্টেম্বরের চেয়ে প্রায় ১ শতাংশ পয়েন্ট বেড়ে ৯ দশমিক ৪৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে বেসরকারি ঋণ প্রবৃদ্ধি।

সেপ্টেম্বরে ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২১-২২ অর্থবছরের যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছিল, সেখানে বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ। অক্টোবর শেষে উদ্যোক্তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যের চেয়ে এখনো ৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ পয়েন্ট কম ঋণ নিয়েছেন। মে মাসে তা ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশে নেমে আসে, যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বনিম্ন।

শতভাগ অনলাইন শাখা

দেশে বর্তমানে ব্যাংকগুলোর ১০ হাজার ৮০৫টি শাখা অনলাইনের আওতায় এসেছে। বাকি সাতটি শাখাও আংশিক অনলাইন সেবার আওতায়। ফলে পুরোপুরি অফলাইনে নেই ব্যাংকের কোনো শাখা। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩০৮টি ব্যাংক শাখা আংশিক অনলাইন থেকে বেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ অনলাইন সেবায় আসে।

২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকগুলোর অর্থনৈতিক চিত্রঃ

ইসলামি ব্যাংকিং আল কোরআন, রাসুল (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি এবং যুগে যুগে ইসলামি বিশেষজ্ঞদের বিধিবিধান অনুসরণ করে পরিচালিত একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী নতুন ধরনের ব্যাংকিং। ইসলামি ব্যাংকিং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ক্রমবিকাশমান ও ব্যাপক জনপ্রিয় একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাংক সুদের হিসাব-নিকাশ ছেড়ে আগাগোড়া ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছে। এতে সামগ্রিকভাবে দেশে ইসলামি অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, অর্থনীতিতে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের অবদান বাড়ছে। সরকারও এ অর্থব্যবস্থায় সায় দিচ্ছে। এরই মধ্যে দেশে প্রথমবারের মতো শরিয়াহভিত্তিক সুকুক বন্ড চালু করেছে সরকার। এই বন্ডে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছে ইসলামি ধারার ব্যাংকের পাশাপাশি কনভেনশনাল (প্রচলিত) ব্যাংকগুলোও। এরই মধ্যে এ বন্ড ছেড়ে চার হাজার কোটি টাকা তুলেছে সরকার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৬১টি। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে ১০টি ব্যাংক। এছাড়া ৯টি প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকের ৪১টি শাখা এবং ১৩টি প্রচলিত ব্যাংকের ৩৬৮টি ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো রয়েছে। এর বাইরে দেশের সব ব্যাংক ও শাখা প্রচলিত ধারার।

২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ১ শত ১১ কোটি টাকা যা ব্যাংক খাতের মোট আমানতের ২৭.৮৯ শতাংশ।

একইভাবে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়েছে। ২০২১ সালে শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪ শত ৪৮ কোটি টাকা যা ব্যাংক খাতের মোট বিনিয়োগের ২৭.৮৮ শতাংশ।

রেমিট্যান্স আহরণেও শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকগুলো বড় ভূমিকা রাখছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১ এ এই ধারার ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৪৯.১৮ শতাংশ রেমিট্যান্স এসেছে। কৃষি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ভালো ভূমিকা রাখছে এ খাতের ব্যাংকগুলো।

এজেন্ট ব্যাংকিংঃ

অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল (এ.ডি.সি) বলতে সে চ্যানেলগুলোকে বুঝায়, যেটা প্রচলিত ব্যাংক শাখা চ্যানেলের বাইরে ব্যাংকিং সেবার নাগাল প্রসারিত করে, যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন এবং ভোক্তাদের প্রত্যাশার পরিবর্তনের ফলে আবির্ভূত হয়েছে।

এফ.এস.আই.বি.এল এর অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল বিভাগ নিম্নলিখিত পণ্য এবং পরিষেবাগুলির সাথে জড়িত।

ক. এজেন্ট ব্যাংকিং
খ. মোবাইল ব্যাংকিং / মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (ফার্স্টপে)
গ. আই.বি.এফ.টি -এন.পি.এস.বি ডিসপিউট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থাপনা
ঘ. এফ.এস.আই.বি.এল ইন্টারনেট ব্যাংকিং
ঙ. মোবাইল অ্যাপস (এফ.এস.আই.বি.এল ক্লাউড)
চ. বি.আর.টি.এ ফিস কালেকশন

ক. এজেন্ট ব্যাংকিংঃ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন হল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং নিম্ন আয় শ্রেণির মানুষদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে আর্থিক পরিসেবা সরবরাহ করা। বাংলাদেশের একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের বাইরে বাস করে (প্রায় অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ) এবং এ কারণে প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিসেবা থেকে বঞ্চিত এবং অন্যায্য ঋণের শিকার হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় আনুষ্ঠানিক পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য "এজেন্ট ব্যাংকিং" নামে আরেকটি ব্যাংকিং মডেল প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে।

২০১৬ সালের ২৯শে মে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে তার এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এটি অনলাইনে লেন-দেন সম্পূর্ণ করার অনুমতি দেয়। দ্বি-স্তরের নিরাপত্তা (টিএফএ) স্কিমের মাধ্যমে লেন-দেনের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। লেন-দেন বা লেন-দেনের অনুরোধ যাচাই করতে, এই সিস্টেমে বায়োমেট্রিক ডিভাইসে গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপ প্রয়োজন।

লেন-দেন সম্পূর্ণ হলে গ্রাহককে একটি কাগজের রসিদ এবং তার মোবাইল ফোনে একটি টেক্সট বার্তা/মেসেজ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। প্রচলিত শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং পরিসেবা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। অন্যদিকে, এজেন্ট ব্যাংকিং সিস্টেম এই অবস্থান গুলিতে বসবাসকারী ব্যাংকিং সেবাবিহীন ব্যক্তিদের ব্যাংকিং পরিসেবা দিতে পারে। ফলস্বরূপ, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ স্বল্প শিক্ষিতদের ব্যাংকিং পরিসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তার এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করছে।

এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং মূল পরিসেবা এবং বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ

১) মুদারাবা এবং আল-ওয়াদিয়াহ শরী'য়াহ প্রিন্সিপালের অধীনে অ্যাকাউন্ট খোলা। যেমন-
ক) মুদারাবা এজেন্ট ব্যাংকিং সেভিংস অ্যাকাউন্ট,
খ) আল-ওয়াদিয়াহ এজেন্ট ব্যাংকিং কারেন্ট অ্যাকাউন্ট,
গ) মুদারাবা মাসিক আমানত স্কিম এবং
ঘ) মুদারাবা মেয়াদী আমানত অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি।

২) ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট। (যেমনঃ বিআরইবি)
৩) বি.ই.এফ.টি.এন ও আর.টি.জি.এস এর মাধ্যমে ফান্ড ট্রান্সফার সুবিধাসহ নগদ জমা এবং উত্তোলন।
৪) এফএসআইবিএল বিদেশী রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান। যেমন: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এক্সপ্রেস মানি, রিয়া, ট্রান্সফাস্ট ইত্যাদি।
৫) এফএসআইবিএল ক্লাউড অ্যাপের মাধ্যমে বাড়িতে অবস্থান করে ব্যাঙ্কিং পরিসেবা গ্রহণ।
৬) কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং ভোক্তা বিনিয়োগ প্রদান।
৭) সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে একজন কর্মকর্তাকে সংযুক্ত করা এবং অপারেশনাল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।

এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট

৩১.১২.২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত, এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইলব্যাংকিং ৭১ টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট খুলেছে, যেখানে হিসাব সংখ্যা মোট ৬৪,০০১ টি এবং ডিপোজিট মোট ২৩৭.৪১ কোটি টাকা এবং মোট টার্নওভার ৭৮২.০২ কোটি টাকা যেখানে লেনদেন এর সংখ্যা মোট ১,৩৫,৭৯৪ টি ।

টেবিল ১ঃ জোন অনুসারে এজেন্ট ব্যাংকিং

SL no	Zone Name	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Count
1	Dhaka South	0	1	1	0	1	5	8
2	Dhaka North	0	0	0	1	0	4	5
3	CTG South	1	0	0	2	1	7	11
4	CTG North	0	0	1	1	0	0	2
5	Cumilla	2	2	0	1	2	8	15
6	Khulna	1	4	3	7	1	2	18
7	Rajshahi	2	1	0	0	0	0	3
8	Barishal	0	0	0	2	0	3	5
9	Sylhet	0	0	0	2	0	2	4
	Total	**6**	**8**	**5**	**16**	**5**	**31**	**71**

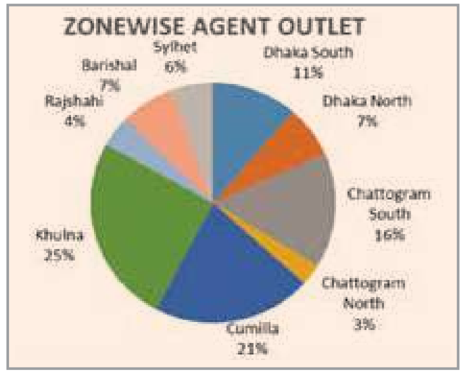

এজেন্ট ব্যাংকিং এর প্রবৃদ্ধি ২০২০ এর পর দ্রুত বাড়ছে। এটা প্রমাণ করে যে, করোনা পেন্ডেমিক এর কারণে ২০২০ সালের পর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বাড়ছে ।

টেবিল ২ঃ এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাব প্রকৃতি

TABLE 2: ACCOUNT STATUS OF AGENT BANKING

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Number
DEMAND	4,534	5,350	12,940	22,987	33,130	46,291	1,25,232
SCHEME	668	878	2,345	5,524	8,501	13,358	31,274
MTDR	16	133	680	1,571	2,558	4,352	9,310
TOTAL	5,218	6,361	15,965	30,082	44,189	64,001	1,65,816

গ্রাহকের হিসাব খোলার প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। ২০২১ সালে, এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ মোট ১৯,৮১২ টি হিসাব খোলা হয়েছে যেটা গত বছরের তুলনায় ৪৪.৮৩% বেশী ।

টেবিল ৩ঃ মোট আমানত প্রকৃতি (বার্ষিক)

Year	Deposit (TK in Core)
2016	5.31
2017	12.39
2018	31.45
2019	84.58
2020	137.20
2021	237.41

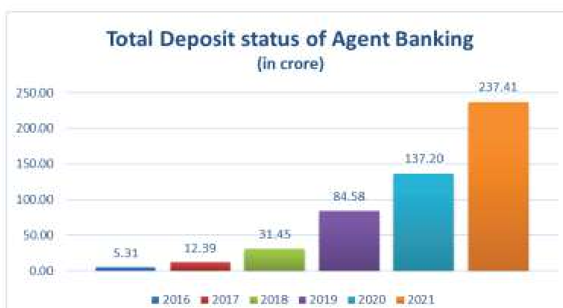

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সংগৃহীত আমানত ব্যাংকের তারল্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং ২০২১ সাল শেষে মোট ২৩৭.৪১ কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করেছে, যা ২০১৯ সালের তুলনায় চমকপ্রদ ভাবে বেড়েছে।

টেবিল ৪ ঃ বিআরইবি বিল সংগ্রহ প্রকৃতি (বার্ষিক)

Year	BREB bill Collection (in Crore)
2018	3.31
2019	9.42
2020	15.95
2021	29.32

২১ জুন, ২০১৭ ইং তারিখ-এ, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এফএসআইবিএল) এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বিআরইবি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা এফএসআইবিএল এর জন্য লাভজনক। আগের বছরের তুলনায় বিল আদায়ের পরিমান ৮১.৮১ শতাংশ বেড়েছে ।

টেবিল ৫ ঃ বৈদেশিক রেমিট্যান্স পেমেন্ট পরিসেবা (বার্ষিক)

Year	Remittance (in Crore)
2016	1.61
2017	1.48
2018	7.03
2019	16.91
2020	30.60
2021	57.98

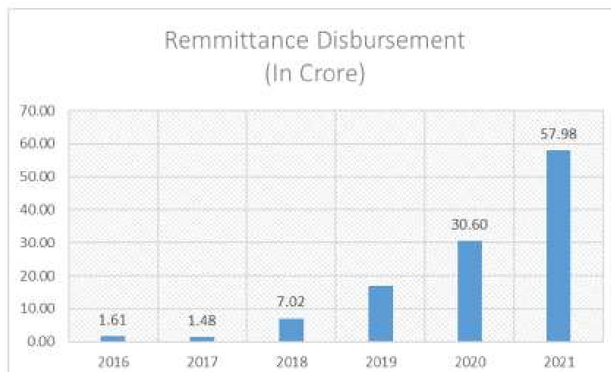

বর্তমানে এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং এর হিসাবধারী ও অ-হিসাবধারী সবাই তাদের বাসস্থানের খুব কাছ থেকে বৈদেশিক রেমিট্যান্স পেমেন্ট পরিসেবা নিতে পারেন যা তাদের দূর ভ্রমণের দুর্ভোগ লাঘব করছে। এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং বর্তমানে নিম্নলিখিত এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর ক্ষেত্রে বৈদেশিক রেমিট্যান্স পরিসেবা প্রদান করছে:

- ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
- মানিগ্রাম
- এক্সপ্রেস মানি
- রিয়া
- ট্রান্সফাস্ট
- প্লাসিড এক্সপ্রেস
- ইতালি এক্সচেঞ্জ হাউস
- আফতাব কারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- ব্র্যাক সাজন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি

৩১.১২.২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত, এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং ৭৫৩৯ টি বৈদেশিক রেমিট্যান্স সেবা প্রদান করেছে যার পরিমাণ মোট ৫৭.৯৮ কোটি টাকা।

টেবিল ৬ ঃ এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায় টার্নওভার (বার্ষিক)

Year	Turnover of Agent Banking Business (TK In Crore)
2018	237.02
2019	391.45
2020	467.74
2021	782.02

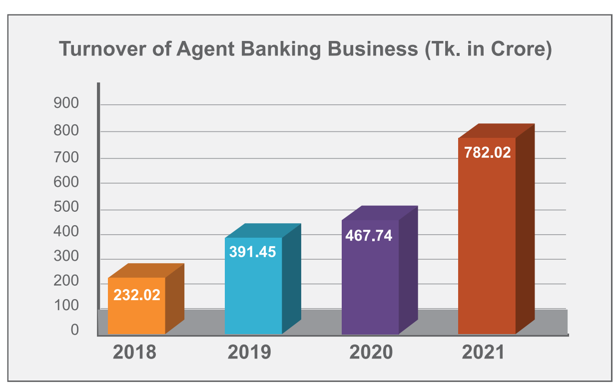

ভালো টার্নওভার একটি কোম্পানির আর্থিক সুস্থতা নির্দেশ করে। ৬৭% বৃদ্ধি দেখায় যে, এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং এফএসআইবিএল এর সমৃদ্ধিতে ভাল অবদান রাখছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং-এর আসন্ন পরিষেবাসমূহঃ

এফএসআইবিএল অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল বিভাগ আইসিটি বিভাগের সহায়তায় সফটওয়্যার মডিউল পরিবর্তন করার জন্য কাজ করছে। এজেন্ট আউটলেট থেকে সরাসরি পরিসেবা প্রদানের জন্য ই-কে.ওয়াই.সি সলিউশন, বি.ই.এফ.টি.এন ও আর.টি.জি.এস এর মতো পরিসেবাগুলি পাইপলাইনে রয়েছে। এফএসআইবিএল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সারা দেশে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিকল্প ডেলিভারি চ্যানেল বিভাগকে উৎসাহিত করছে।

খ. মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসঃ

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ২২ শে নভেম্বর, ২০১১ তারিখে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে, ২৭ শে মার্চ ২০১২ তারিখে ব্র্যান্ড নাম "এফএসআইবিএল ফার্স্টপে শিওরক্যাশ" হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা শুরু করে। পরবর্তীতে পুনঃব্র্যান্ড নাম "ফার্স্টপে শিওরক্যাশ" হিসাবে এফএসআইবিল মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। বর্তমানে নতুন সফ্টওয়্যার ক্রয়ের মাধ্যমে নিজস্ব তত্ত্বাধানে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এফএসআইবিল মোবাইল ব্যাংকিং দেশ জুড়ে ৮৮ টি ডিস্ট্রিবিউটর এবং ৪৫,২৩৪ এমএফএস (MFS-Mobile Financial Services) এজেন্টের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর সহায়তায় ৮,৯৭,৩২৪ জন গ্রাহককে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদান করছে।

এফএসআইবিএল মোবাইল ব্যাংকিং এর নেটওয়ার্ক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট এবং ইউটিলিটি বিল কালেকশন এর মত সংস্থার মধ্যে বিস্তৃত হচ্ছে। এ পর্যন্ত আমরা ৪০৩ টি সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, মোট ২৫৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ঢাকা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ ও বগুড়া জিলা স্কুল ইত্যাদি), মোট ১২৯ টি মার্চেন্ট, মোট ০৬ টি ইউটিলিটি (ঢাকা ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা, ডেসকো ও ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ইত্যাদি) এবং মোট ১৪ টি পৌরসভা এফএসআইবিএল মোবাইল ব্যাংকিং এর অধীনে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে।

এফএসআইবিএল মোবাইল ব্যাংকিং এর মোট লেনদেনের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক নং	সাল	মোট লেনদেন
১.	২০১৬	২৬৯.৯৭ কোটি
২.	২০১৭	৬৪১.৫৩ কোটি
৩.	২০১৮	৯১৩.৮৭ কোটি
৪.	২০১৯	১,০৪৩.৪৪ কোটি
৫.	২০২০	৬৮০.৫১ কোটি
৬.	২০২১	১৩৬.০১ কোটি

এফএসআইবিএল মোবাইল ব্যাংকিং এর মোট কালেকশনের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক নং	সাল	মোট কালেকশন
০১.	২০১৬	৬২.১০ কোটি
০২.	২০১৭	৬৪.৩৬ কোটি
০৩.	২০১৮	১৩০.২৮ কোটি
০৪.	২০১৯	১৪৩.৬৪ কোটি
০৫.	২০২০	৬৩.৪৫ কোটি
০৬.	২০২১	৩৯.৬৩ কোটি

এফএসআইবিল মোবাইল ব্যাংকিং নিম্নের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবাসমূহ প্রদান করছেঃ

- Cash Deposit
- Cash Withdrawal
- Money Transfer
- Mobile Recharge
- Payment
- Balance Check
- Pin Change

বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সাথে চুক্তির অধীনে এফএসআইবিল ক্লাউড এর মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার বিল সরবরাহ করছি। এমএফএস মার্কেট প্লেয়ারদের মধ্যে ইন্টারওপেরিবিলিটি (Interoperability) একীকরণের জন্য কাজ করছি। আমরা E-KYC নিয়েও কাজ করছি।

গ. IBFT NPSB ডিসপিউট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমঃ

ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ইলেক্ট্রনিক রিটেল লেন-দেন প্ল্যাটফর্ম। এনপিএসবি সিস্টেম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত হয়। কার্ড ও অনলাইন ভিত্তিক লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তে এই সিস্টেমটি চালু করে । এনপিএসবি পদ্ধতির আওতায় বর্তমানে আন্তঃব্যাংক অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM), পয়েন্ট অফ সেলস (POS), ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (IBFT) লেনদেন সম্পাদন হচ্ছে। এনপিএসবি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একজন ডেবিট কার্ড হোল্ডারকে নিজ ব্যাংকের এটিএম ব্যাতীত নগদ উত্তোলনের জন্য প্রতি লেনদেনে (ভ্যাটসহ) ১৫ টাকা এবং প্রতিটি মিনি স্টেটমেন্ট বা ব্যালেন্স অনুসন্ধানের জন্য ৫ টাকা (ভ্যাটসহ) চার্জ করা হয়। তবে নিজ ব্যাংকের এটিএম ব্যবহারের জন্য সাধারণত চার্জ আরোপ করা হয়না। উল্লেখ্য যে, ক্রেডিট কার্ডের জন্য কার্ড ইস্যুকারী কর্তৃক নির্ধারিত ক্যাশ এ্যাডভান্স ফি প্রদান করতে হবে।

এনপিএসবি নেটওয়ার্ক এর অধীনে বর্তমানে ২৪ টি ব্যাংকের কার্ডহোল্ডারগণ POS লেনেদেনের জন্য সদস্য ব্যাংকের POS ব্যবহার করে বিভিন্ন মার্চেন্ট আউটলেটে পেমেন্ট বা বিল পরিশোধ করতে পারবেন। এনপিএসবি সদস্য ব্যাংকগুলির POS-এ কার্ডগুলির বৃহত্তর গ্রহণযোগ্যতার কারণে গ্রাহকের নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি খুব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। NPSB-এর অধীনে অন্য ব্যাংকের POS ব্যবহার করে কার্ডধারীদের রিটেল কেনাকাটার জন্য কোনও অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয় না।

ইন্টারনেট ব্যাংকিং বর্তমানে FSIBL-এর অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নীচের পরিষেবাগুলো প্রদান করা হচ্ছেঃ

ক) FSIBL একাউন্ট থেকে FSIBL একাউন্ট
খ) FSIBL একাউন্ট থেকে Q-Cash একাউন্ট বা কার্ড
গ) FSIBL একাউন্ট থেকে NPSB একাউন্ট বা কার্ড
ঘ) Q-Cash একাউন্ট বা কার্ড থেকে FSIBL একাউন্ট
ঙ) NPSB একাউন্ট বা কার্ড থেকে FSIBL একাউন্ট বা কার্ড

ডিসপিউট ম্যানেজমেন্ট এর ক্ষেত্রে ADCD অন্যান্য ব্যাংক এর সাথে মেইল যোগাযোগ শুরু করে এবং কার্ড বিভাগের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিরোধ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (DMS) এর মাধ্যমে ডিসপিউট সমস্যার সমাধান করে।

টেবিল ৮ ঃ IBFT NPSB INCOMING

বছর	২০২০	২০২১	মোট
ইনকামিং	১০.২১	১৯৯.০৫	২০৯.২৬
আউটগোয়িং	০.২৫	১১.২৪	১১.৪৯

ঘ. FSIBL ইন্টারনেট ব্যাংকিং

২০১৪ সালে FSIBL ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিসেবা চালু করে। বর্তমানে এই পরিসেবাটিতে ১১,৫২৩ জন গ্রাহক রয়েছে। FSIBL ইন্টারনেট ব্যাংকিং প্রধান পরিসেবা এবং বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ

১. **লেনদেন পরিসেবাঃ**
   ক. নিজস্ব ব্যাংক (নিজের অ্যাকাউন্ট -অন্য অ্যাকাউন্ট)
   খ. অন্যান্য ব্যাংক (IBFT NPSB/ Qcash, BEFTN)

২. **তথ্যমূলক পরিসেবাঃ**
   ক. অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ভিউ
   খ. ব্যালেন্স অনুসন্ধান
   গ. লাভের বিবরণ
   ঙ. চেক বই বিবরণ
   চ. লেনদেন বিবরণী

ঙ. মোবাইল অ্যাপস (FSIBL- ক্লাউড)

এফএসআইবিএল ক্লাউড হল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর একটি অফিসিয়াল মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। ব্যবহারকারী অর্থস্থানান্তর করতে, বিল পরিশোধ করতে, অনুরোধ পাঠাতে এবং এটির সাথে তথ্য ব্রাউজ করতে পারেন। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই পরিসেবাটিতে ৬৯,৮৬২ জন ব্যবহারকারী রয়েছে।

লেনদেন বৈশিষ্ট্যঃ

ক. FSIBL -এর মধ্যে তহবিল স্থানান্তর
খ. BEFTN
গ. RTGS
ঘ. বিকাশ ফান্ড ট্রান্সফার
ঙ. মার্চেন্ট QR পেমেন্ট
চ. ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট (ডেসকো, এনইএসসি, ডিপিডিসি, ঢাকা ওয়াসা, ক্রেডিট কার্ড বিল)
ছ. মোবাইল এয়ারটাইম রিচার্জ
জ. তাৎক্ষণিক লেনদেনের জন্য আমার QR

অনুরোধঃ

ক. স্টপ চেক
খ. অর্ডার চেক
গ. বিশদ বিবরণ
ঘ. ঠিকানা পরিবর্তন
ঙ. অভিযোগ
চ. প্রোডাক্ট রিকোয়েস্ট

তথ্যগত বৈশিষ্ট্যঃ

ক. গ্রাহক তথ্য
খ. অ্যাকাউন্টের তথ্য, মিনি স্টেটমেন্ট, লেনদেনের সারসংক্ষেপ, চেক বুক
গ. বিনিময় হার
ঘ. যোগাযোগের তথ্য এবং অবস্থান (প্রধান কার্যালয় এবং শাখা)
ঙ. প্রোডাক্ট বিবরণ
চ. নিরাপত্তার জন্য কার্যকলাপ লগ

অন্যান্যঃ

ক. ক্যালকুলেটর
খ. নিউজ এবং ইভেন্টস
গ. প্রিয় মেনু

FSIBL ক্লাউডের ব্যবহারকারীর ভিত্তি এবং বৃদ্ধির চার্ট

FSIBL CLOUD এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালে, ব্যবহারকারী ৬৯,৭০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৬২% বেশি।

টেবিল ৯ ঃ গ্রাহক সংখ্যা

বছর	ক্লাউড ব্যবহারকারী
২০১৯	১৯৬৪৩
২০২০	৪৩০৫১
২০২১	৬৯৭০০

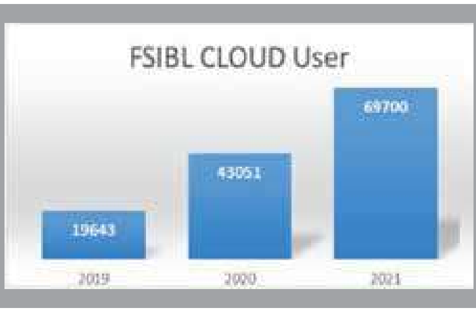

শুরু থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পরিসেবা অনুযায়ী লেনদেনের পরিমাণঃ

ক্রমিক নং	পরিষেবা নাম	টাকা (কোটি)
১.	BEFTN	৮২৮
২.	RTGS	১৪৫
৩.	BFTN PSB	১৯০
৪.	বিকাশ	১২৭
৫.	নগদ	৩১
৬.	ইউটিলিটিস	১০
৭.	মোবাইল রিচার্জ	২.৫৮
	মোট লেনদেন	**১,৩৩৩.৫৮**

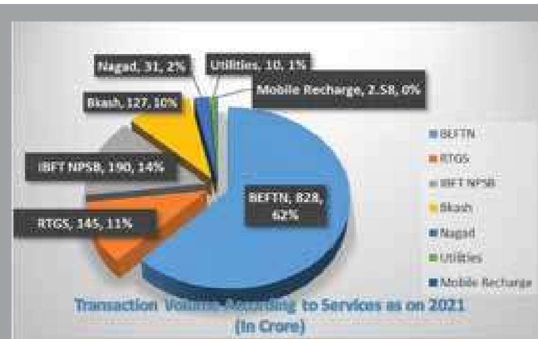

২০২১-এ FSIBL ক্লাউড এবং iBanking-এ অন্তর্ভুক্ত পরিসেবাগুলি থেকে আয়-

ক্রমিক নং	পরিসেবার নাম	রাজস্ব টাকা (লাখ)
০১.	বাৎসারিক সার্ভিস চার্জ	১১.০০
০২.	বিকাশ কমিশন	১১.৩১
০৩.	কমিশন (মোবাইল রির্জচ)	৩.৩৮
	মোট আয়	**২৫.৬৯**

বাংলা কিউআর

জাতীয় কিউআর কোড স্ট্যান্ডার্ডের অভিন্নতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক "বাংলা কিউআর" নামে একটি লোগো তৈরি করেছে। এই লোগোটি পেমেন্টের সুবিধার্থে প্রতিটি মার্চেন্ট পয়েন্টে প্রদর্শিত হবে। সহজে ডিজিটাল পেমেন্ট এর জন্য এই সুবিধা গ্রাহকদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছে। এস এস এল ওয়্যারলেস বিভিন্ন ব্যবসায়িক বিভাগ থেকে মার্চেন্ট অন্তর্ভুক্ত করবে, যা ব্যাংকের গ্রাহকদের সারা দেশে বিভিন্ন শপিং এবং ব্যবসায়িক আউটলেটে নির্বিঘ্ন পেমেন্টের অভিজ্ঞতা উপভোগ করার সুযোগ তৈরি করে দিবে।

SSLCOMMERZঃ

SSLCOMMERZ হল এসএসএল ওয়্যারলেস দ্বারা তৈরি একটি সুরক্ষিত এবং অনুমোদিত অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে প্ল্যাটফর্ম, যা অনলাইন এবং ই-কমার্স ব্যবসায়ীদের গ্রাহকদের কার্ড, মোবাইল ওয়ালেট বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে নিরাপদে লেনদেন করতে সক্ষম করেছে।

চ. বিআরটিএ

বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) নাগরিকদের চালক, মালিক, যানবাহন বিক্রেতা হিসাবে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন এবং ডুপ্লিকেট ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য নিবন্ধন করতে দেয়। ২০১৬ সালে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ মোবাইল ব্যাংকিং নেটওয়ার্কসহ সকল শাখার মাধ্যমে বিআরটিএর ফি সংগ্রহের অনুমতি পেয়েছে। বর্তমানে এফএসআইবিএলের ১০৯টি শাখা সারা দেশে বিআরটিএ ফি সংগ্রহ করছে।

Year	Total Number of Transactions	Total Amount of Transactions (in Crore)	Total Amount of Revenue (in Lac)
২০১৮	২৮০৩	২.৬	০.১৪
২০১৯	৭৬৫১৯	৫২.৬৮	৩.৮২
২০২০	৮৯২১৪	১১৭.৪৪	৪.৪৬
২০২১	৯৬৯৪৮	১৬৮.৮৪	৬.৪৫

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমঃ

ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল আর্থিক সেবামান উন্নয়নের সাথে সাথে সারা বিশ্বে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের মত অপরাধগুলো নিত্য নতুন মাত্রায় আবির্ভূত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী অপরাধীরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ একটি দায়িত্বশীল বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক ও তৎপর ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাৎসরিক ভিত্তিতে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষণা করেন এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ দিকনির্দেশনা ও সার্বক্ষণিক তদারকি করে থাকেন। ব্যাংকে কার্যকর মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একজন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদমর্যাদার একজন নির্বাহী উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (D-CAMLCO) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও উক্ত অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে ব্যাংকের উচ্চপদস্থ নির্বাহীগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী "কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)" ব্যাংকের সার্বিক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম তদারকি করছে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (CAMLCO) সরাসরি তত্ত্বাবধানে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক কাজ করছে যেখানে উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (D-CAMLCO) বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া প্রত্যেক জোনের প্রধানগণ ও জোনাল মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (ZAMLCO) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল নির্দেশনা পরিপালনসহ "মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১৫ সালের সংশোধনীসহ)" এবং "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ ও ২০১৩ সালের সংশোধনীসহ)" এর সকল বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে ব্যাংক সর্বদা সচেষ্ট আছে। বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত সার্কুলারসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে সকলের জ্ঞাতার্থে ও সচেতন করার লক্ষ্যে ব্যাংকের সকল স্তরে জারি করা হয় ও এর নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করার জন্য সকলকে সার্কুলার এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয় এবং কার্যকর তদারকির মাধ্যমে সকল নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিত করা হয়।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নিজস্ব "এন্টি মানিলন্ডারিং এন্ড কমব্যাটিং ফাইন্যান্সিং অফ টেরোরিসম পলিসি", "কাস্টমার এ্যাকসেপটেন্স পলিসি", "গাইডলাইন্স ফর প্রিভেনশন অব ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং অব এফএসআইবিএল", "গাইডলাইন্স অন ই-কেওয়াইসি ফর এফএসআইবিএল ফ্রিডম" এবং "মানিলন্ডারিং এন্ড টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং রিস্ক ম্যানেজমমেন্ট গাইডলাইন্স ফর এফএসআইবিএল" সহ বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক সার্বিক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক প্রতিটি শাখার একজন জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা বা ম্যানেজার অপারেশনকে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়, যিনি শাখা ও শাখা সংযুক্ত উপ-শাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম নিশ্চিত করে থাকেন। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ ব্যাংকের শাখাসমূহে দৈবচয়ন ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক পরিদর্শন করে থাকে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ নিয়মিতভাবে প্রযোজ্য নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR)/লেনদেন মনিটরিং এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR)/সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট (SAR) বিএফআইইউ'তে দাখিল করে থাকে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশনা ও মতামতসম্বলিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্পর্কিত ষান্মাসিক প্রতিবেদন পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন ও বিএফআইইউ'তে প্রেরণ করা হয়।

ব্যাংকের সকল স্তরে বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত Account Opening Form ও KYC Profile Form বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (CDD) এবং অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD) নিশ্চিত করা হচ্ছে। গ্রাহকের পূর্নাঙ্গ ও নির্ভুল গ্রাহক পরিচিতি সম্পাদন নিশ্চিত করে হিসাব খোলা ও পরিচালনা করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তি মোতাবেক তাঁদের ডাটাবেইজ হতে গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যাদি যাচাই করে ব্যাংকের সকল হিসাব খোলা এবং পরিচালনা করা হচ্ছে। বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত "Guidelines on Electronic Know Your Customer (e-KYC)" এর আলোকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকের e-KYC কার্যক্রম "FSIBL FREEDOM" চালু রয়েছে, যা ব্যবহার করে যে কেউ জাতীয় পরিচয় পত্রের মাধ্যমে ব্যাংকে না এসেও হিসাব খুলতে পারছে। ব্যাংকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম জোরদার করণ এবং দ্রুত ও নিরাপদ ভাবে আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা গ্রাহকগণের নিকট পৌছানোর জন্য FSIBL FREEDOM গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ডাটাবেইজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এ্যাকুইটি লিঃ (Accuity Ltd.) হতে সংগৃহীত ডাটা ব্যাংকের নিজস্ব Sanction Screening Software [S3] এ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো গ্রাহক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনের আওতায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ কোন ব্যক্তি বা সত্তা কিনা বা পলিটিক্যালি এক্সপোজড পারসন (PEPs) বা প্রভাবশালী ব্যক্তি (IPs) অথবা কোনো অপরাধের সাথে সম্পৃক্তকিনা তা তাৎক্ষণিক ভাবে নিরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidelines for Prevention of Trade Based Money Laundering বাস্তবায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ২০২১

সালে International Chamber of Commerce (ICC) এর Commercial Crime Services সম্পর্কিত সদস্যপদ সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত সদস্যপদ প্রাপ্তির ফলে ICC প্রদত্ত International Maritime Bureau (IMB) Bill of Lading verification, Company due diligence service, Vessel Tracking System, IMB Vessel Report, IMB Digital Service ইত্যাদি সেবাসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা কালে Trade Based Money Laundering প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরো সুসংহত করা সম্ভবপর হচ্ছে। এছাড়াও, ২০২১ সালে AML & CFTD Query Management System (QMS) নামীয় একটি অত্যাধুনিক অটোমেটেড সিস্টেম পোর্টাল বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার ফলে দ্রুত ও নিরাপদ উপায়ে শাখা ও প্রধান কার্যালয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের চাহিত তথ্যাবলী ও রিপোর্টসমূহ সহজেই আদান-প্রদান করতে পারছে।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর নিজস্ব ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে এবং ব্যাংকের শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের সকলস্তরের কর্মকর্তাগণকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে নিয়মিত, রিফ্রেশার ও টার্গেট অরিয়ান্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। উক্ত প্রশিক্ষণে বিশেষভাবে ট্রেড বেইজড বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়, যাতে অর্থ পাচার তথা মানিলন্ডারিং এর মাধ্যম হিসেবে ব্যাংককে ব্যবহার করতে না পারে। ২০২১ সালে, ব্যাংকের সকল শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাবৃন্দকে (BAMLCO) একসাথে নিয়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে রয়েল টিউলিপ সী পার্ল বীচ রিসোর্ট, কক্সবাজারে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও নির্বাহীগণকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যাপ্ত সংখ্যক লিফলেট শাখায় বিতরণ এবং প্রতিটি শাখার দৃশ্যমান স্থানে এ বিষয়ক পোস্টার স্থাপন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

ব্রাঞ্চেস কন্ট্রোল ডিভিশন (বিসিডি)ঃ

আমাদের ব্যাংকের ব্রাঞ্চেস কন্ট্রোল ডিভিশন (বিসিডি) ২০১৮ সালের শেষের দিকে ব্যাংকের শাখাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন একদল জনশক্তির সমন্বয়ে যাত্রা শুরু করে। অত্র ডিভিশন/ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জেনারেল ব্যাংকিং সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অত্র ব্যাংকের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য শাখাগুলিকে সহায়তা করা এবং শাখা ও উপশাখাগুলোর অর্জন তদারকি করা। শাখা, হেড অফিস এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে অত্র বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ গতিশীল ও শরীয়াহ্ সম্মত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি গ্রাহকদের সন্তুষ্টি নিশ্চিতের লক্ষ্যে ব্রাঞ্চেস কন্ট্রোল ডিভিশন নিম্নলিখিত কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করছে।

বিসিডি এর সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

১	ক্যাশ ব্যবস্থাপনা	# শাখাসমূহের প্রতিদিনের ক্যাশ স্থিতি ফলোআপ করা ➢ ভল্টের ক্যাশ স্থিতি ➢ সোনালী ব্যাংকের ক্যাশ স্থিতি ➢ অন্যান্য ব্যাংকের ক্যাশ স্থিতি # ক্যাশ ইন ট্রানজিট এর ত্রৈমাসিক বিবরণী পর্যবেক্ষণ করা। # ফিডিং শাখা/বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক/অন্যান্য ব্যাংকের সহিত ক্যাশ রেমিটেন্স এর বিষয়টি ট্রেজারি বিভাগের সহিত ফলোআপ করা । # শাখাসমূহের ভল্টের স্থিতি বীমা সীমা এর বেশী কিনা তা তদারকি ও পুনঃমূল্যায়ন করা। # বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী/ অন্যান্য ব্যাংকের সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে অনুমোদন দেয়া। # ময়লাযুক্ত, ছেঁড়া-ফাটা এবং জাল নোটসংক্রান্ত স্থিতি/অবস্থা (যদি থাকে), উপহার চেক ও কয়েন পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রেরণ।
২	শাখাসমূহ ব্যাংকিং নীতি সম্বলিত সার্কুলেশন	# বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশাবলী অনুযায়ী ব্যাংকিং অপারেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশনা/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং নির্দেশনা/বিজ্ঞপ্তিগুলিতে উদ্ধৃত/উল্লেখিত নির্দেশনাবলী বাস্তবায়ন/পরিপালনে তদারকি করা। # ম্যানুয়ালের নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন এবং পুনঃমূল্যায়ন ও সংশোধন । # বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলা এবং নির্দেশিত নিয়মকানুন ও প্রবিধান বাস্তবায়ন এবং চিঠিপত্র আদান প্রদান করা। # জেনারেল ব্যাংকিং ম্যানুয়াল হালনাগাদকরণ। # নতুন শাখাসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক/ প্রধান কার্যালয়ের পূর্বেও সার্কুলার এর কপি প্রেরণ করা। # বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন এবং ম্যানুয়াল গুলো শাখাসমূহকে প্রয়োজনে প্রেরণ করা।
৩	মৃত ব্যক্তির হিসাবএবং লস্ট ইন্স্ট্রুমেন্ট কেইসসমূহ	# মৃত ব্যক্তির হিসাব ব্যবস্থাপনা। # প্রস্তাবনাগুলোর পুনঃমূল্যায়ন এবং ফলোআপ ও ন্যায্যতা বিশ্লেষণ এবং অনুমোদন প্রদান। # লস্ট ইন্স্ট্রুমেন্ট ব্যবস্থাপনা। # লস্ট ইন্স্ট্রুমেন্ট সার্কুলার জারি, অফিস নোট প্রস্তুত এবং এগুলোর সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান।

৪	গ্রাহক সেবা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	# গ্রাহক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করা । # অভিযোগগুলো বিচার বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলোর যথার্থতা যাচাই করা । # গ্রাহক সেবা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়ন । # হেল্প ডেস্কের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা । # বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর এবং অভিযোগ সম্পর্কে প্রতি উত্তর প্রদান ও যোগাযোগ করা । # গ্রাহক সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্হাপনা সেল বাস্তবায়ন (শাখা পর্যায়ে, আঞ্চলিক অফিস এবং কেন্দ্রীয়) # মূল্যবান গ্রাহকদের সার্ভিস চার্জেস মওকুফের অনুমোদন দেয়া । # বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগসমূহ বিবরণী আকারে প্রেরণ করা । # গ্রাহকদের অভিযোগসমূহ ও কাস্টমার সার্ভিস পলিসি সংরক্ষণ করা । # কাস্টমার সার্ভিসের মান স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা । # কাস্টমারদের ফোন কলের উত্তর ও অনিষ্পন্ন অভিযোগের তালিকা লিপিবদ্ধ করা ।
৫	সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা এবং লকার সার্ভিস	# ডিপোজিট পর্যবেক্ষণ ও সহায়তাকরণ । # বাৎসরিক বাজেটের পর্যবেক্ষণ । # শাখার লকার সার্ভিসের পুনঃমূল্যায়ন ও ফলোআপ করা যাতে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এই খাতের আয় বাড়ানো যায় । # শাখা সমূহ হতে মাসিক লকার বিবরণী নিয়ে বীমা নীতি হালনাগাদ করা এবং লকার ভাড়া আদায়ে তদারকি করা । # মৃত হিসাবের মূল্যবান সামগ্রী নমীনিকে বা সাকশেসন সনদ অনুসারে ফেরত দেয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাব অনুমোদন করা । # প্রয়োজনে প্যানেল আইনজীবির নিকট থেকে আইনগত মতামত নেয়া ।
৬	স্কুল ব্যাংকিং এবং অদাবীকৃত আমানত	# শাখাসমূহ থেকে স্কুল ব্যাংকিং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ও স্কুলব্যাংকিং হিসাবধারীর বয়স ১৮ বছরপূর্ণ কিংবা অতিক্রান্ত হয়েছে সে সকল হিসাবসমূহকে সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তর করার জন্য শাখাসমূহকে নির্দেশনা প্রদান এবং তা পর্যবেক্ষণ করা । # বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ১০ বছর বা তার অধিক সময় কাল যাবত অদাবীকৃত আমানত সংগ্রহ করতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা এবং পত্রিকায় তালিকা প্রকাশ করা ।
৭	নিরীক্ষা, ফলোআপ এবং সংশোধন	# কমপ্লায়েন্স ও পর্যবেক্ষণ । # বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগসমূহের বিবরণী প্রেরণ । # সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার ও প্রচারনা । # শাখাসমূহের আয় ব্যয় পর্যালোচনা করা, এফেয়ার্সের ও ডেইলী পজিশনের অমিল, আন রেসপনডেন্ট আইবিটিএ এন্ট্রি, জেনারেল ব্যাংকিং, বিনিয়োগ ও ফরেন এক্সচেঞ্জ সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিবরণী/বিশেষ পরিদর্শন বিবরণী/বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন বিবরণীর পুনঃমূল্যায়ন ।
৮	বিবিধ	# প্রয়োজন অনুসারে সিডিউল অব চার্জেস তৈরী করা এবং সময়ে সময়ে হলনাগাদ করা । # প্রয়োজন অনুসারে NID ডাটাবেজ অ্যাক্সেস সুবিধা প্রদান ও নির্বাচন কমিশনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন । # শাখা ও উপশাখার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন তদারকি করা । # নতুন হিসাব খোলার ফরম ও কেওয়াইসি প্রস্তুত করা । # শাখাসমূহের জিএল হেডের নেগেটিভ ব্যালেন্স পর্যবেক্ষণ করা । # পে-অর্ডার ও গিফট চেক ব্যালেন্সিং পর্যবেক্ষণ করা ।

অত্র বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হলো- গ্রাহক, চলমান গ্রাহক, বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য যে কোন ব্যক্তির/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আমলে নেয়া ও প্রয়োজনীয় সমাধান দেয়া । সেন্ট্রাল কাস্টমার সার্ভিস এন্ড কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সেল (সিসিএসএন্ডসিএমসি) এর মাধ্যমে বিসিডি সমস্যাগুলো নিম্নলিখিত উপায়ে সমাধান করে থাকে-

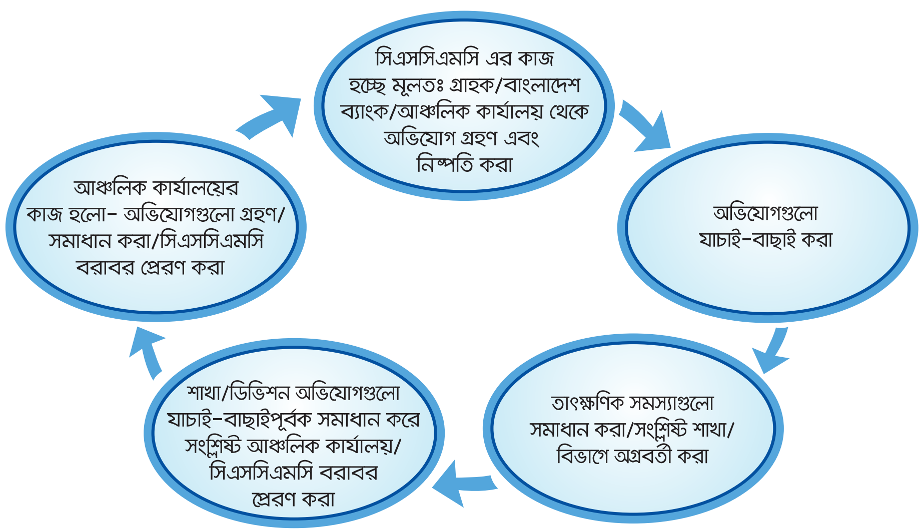

বিসিডি এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা হলো বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থার নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এফএসআইবিএলকে একটি শক্তিশালী ব্যাংকে উন্নীত করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রভৃতির চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হিসাব সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জবাব প্রদান করা এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, বিবরণী সরবরাহ করা ।

কার্ড ডিভিশনের কর্ম পরিধি ও কর্মদক্ষতা ২০২১ঃ

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সারা দেশে ইসলামী শরী'য়াহ নীতির উপর ভিত্তি করে সুনামের সাথে গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকিং পরিসেবা সরবরাহ করছে ।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ আমাদের মুল্যবান গ্রাহকদের কাছে ভাল সেবা এবং নগদ টাকা উত্তোলনের পাশাপাশি প্লাস্টিকের কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এফএসআইবিএল ২০০৮ সালে প্রথম নিজস্ব ডেবিট কার্ড চালু করেছে । ৪ জুলাই ২০১৮ সালে এফএসআইবিএল ইএমভি চিপ ভিত্তিক ভিসা ডেবিট কার্ড চালু করে এবং পূর্বের সমস্ত ইস্যুপ্রাপ্ত নিজস্ব Magnetic stripe কার্ডগুলি ইএমভিতে রূপান্তর করে । ২০২১ সালের শেষে আমাদের কাছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ডেবিট কার্ড রয়েছে ।

নগদ টাকা উত্তোলন এবং আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের সুবিধার জন্য, এফএসআইবিএল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরো অধিক সংখ্যক এটিএম বুথ স্থাপন করার জন্য কারণ আমাদের ব্যাংকের শাখা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে ।

১১ আগস্ট ২০১২ সালে এফএসআইবিএল প্রথম নিজস্ব এটিএম বুথ চালু করেছে । শপিংমলে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক অবস্থানে আরো কম খরচের লেনদেন সুবিধাগুলি সহজতর করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের জন্য ২৪/৭ ঘন্টা সেবা নিশ্চিত করার জন্য আরো এটিএম মেশিন স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ডিসেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত আমাদের এটিএম বুথ সংখ্যা ২০০টি ।

কার্ড ডিভিশনের পোর্টফোলিওঃ

- ২০০ এটিএম
- ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ডেবিট কার্ড
- ২৪ ঘন্টা কল সেন্টার (১৬২৫৭)

কার্ড ডিভিশনের ব্যবসায়িক সংক্ষিপ্ত সারঃ

বছর	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	প্রবৃদ্ধি
ATM ইনস্টল করা হয়েছে	১১	১৫	১২	৪০	
E-Commerce এ লেনদেন এর সংখ্যা	১১.৬ লক্ষ	১৪.১ লক্ষ	১৩.২ লক্ষ	১৬.১ লক্ষ	২২%
E-Commerce এ লেনদেন এর পরিমাণ	১০১৫ কোটি	১২৩০ কোটি	১২২৩ কোটি	১৫৪৯ কোটি	২৬%
কার্ড এবং লেনদেন হতে প্রাপ্ত আয়	৩৭৯৫৩	৭৩৭৮৩	৭৩২৩৯	১১২৮৫৬	৫৪%
Bkash লেনদেন এর সংখ্যা	১০.২ কোটি	২১.২ কোটি	২৪.১ কোটি	৪০.৫ কোটি	৬২%
Bkash লেনদেন এর পরিমাণ	৪৮৪৯	৮৩৯৪	৫৮১৮৪	৮৬৭৬৭	৪৯%
ATM এ লেনদেন এর সংখ্যা	১৫ লক্ষ	৯.৯ কোটি	১৯.১ কোটি	৪০.৪ কোটি	১১০%
ATM এ লেনদেন এর পরিমাণ	৩.৫ কোটি	৩.৯ কোটি	৫.২১ কোটি	৬.৩৪ কোটি	২১.৫০%
POS এ লেনদেন এর সংখ্যা		৩২৫২	২০৩৫৯	৪৬৩৫৮	১২৭%
POS এ লেনদেন এর পরিমাণ		২.৭ কোটি	১৯ কোটি	৪৩.৪ কোটি	১২৮%

এফএসআইবিএল ২০০ তম ATMঃ

ঢাকায় অবস্থিত ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০০তম এটিএম বুথ উদ্বোধন করা হয়েছে । ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ ওয়াসেক মোঃ আলী এটিএম বুথের উদ্বোধন করেন । উক্ত অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় জনাব আব্দুল আজিজ ও জনাব মোঃ মোস্তফা খায়ের এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল জনাব এ কে এম আমজাদ হুসাইন উপস্থিত ছিলেন । এছাড়াও ঢাকা উত্তর জোনের জোনাল হেড, প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।

শুভ উদ্বোধন
FSIBL ATM
২০০ তম
এটিএম
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি:

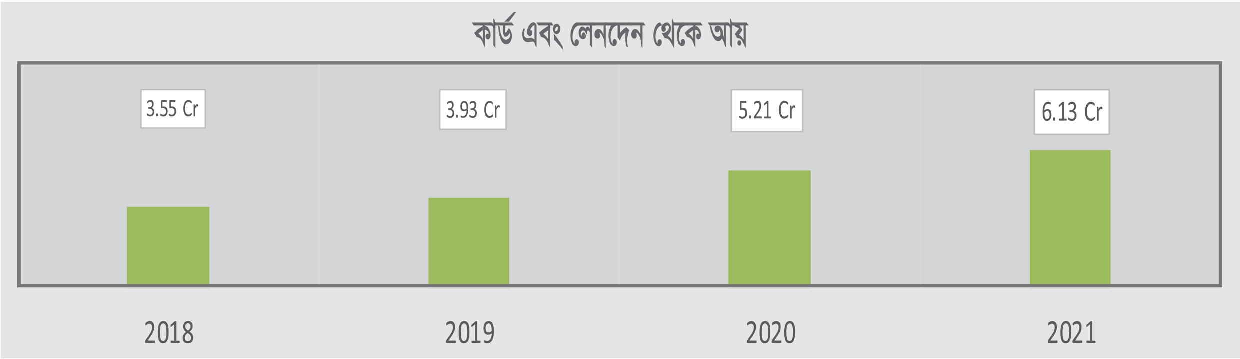
কার্ড এবং লেনদেন থেকে আয়
3.55 Cr
3.93 Cr
5.21 Cr
6.13 Cr
2018
2019
2020
2021

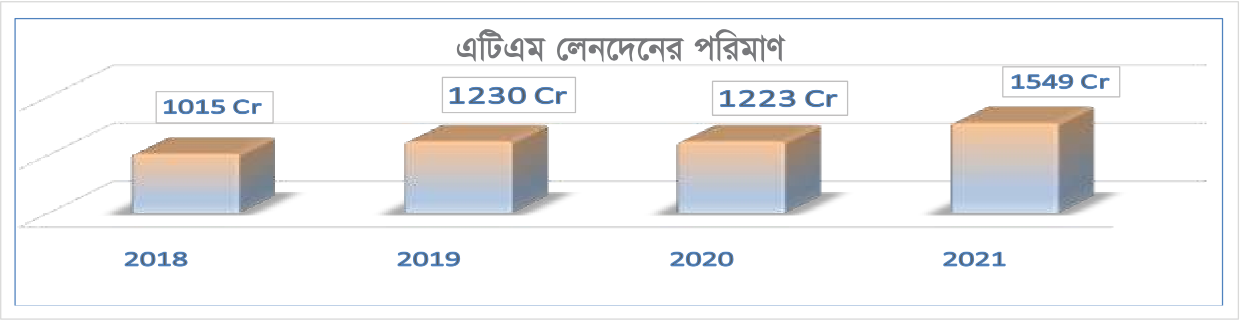
এটিএম লেনদেনের পরিমাণ
1015 Cr
1230 Cr
1223 Cr
1549 Cr
2018
2019
2020
2021

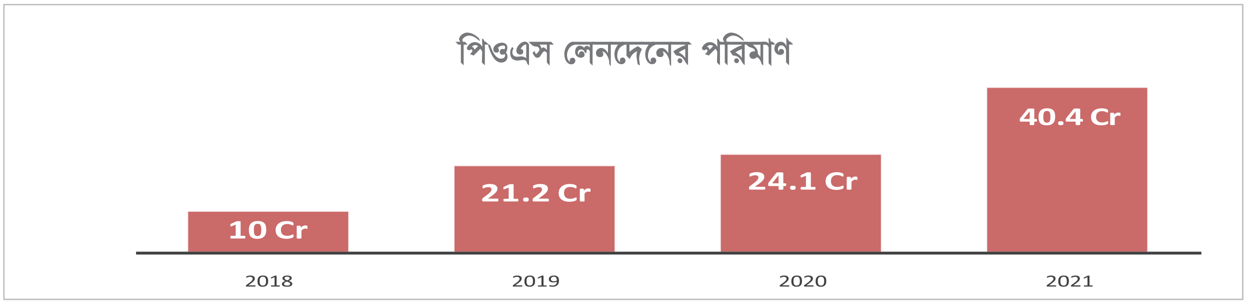
পিওএস লেনদেনের পরিমাণ
10 Cr
21.2 Cr
24.1 Cr
40.4 Cr
2018
2019
2020
2021

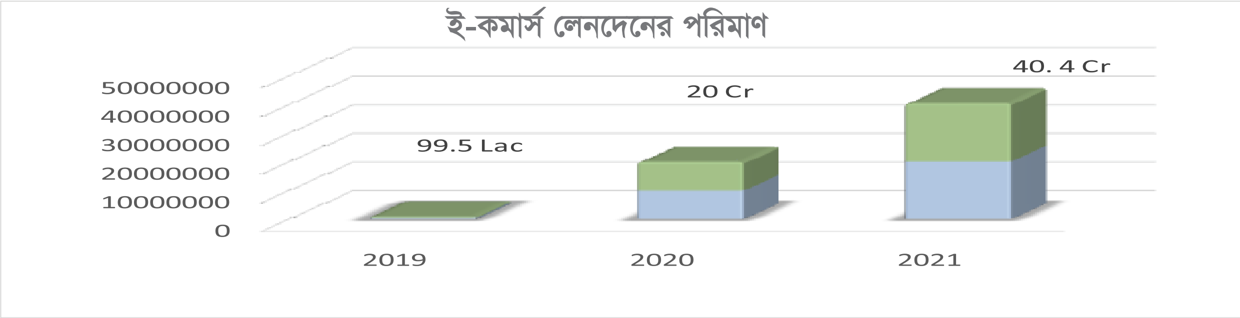
ই-কমার্স লেনদেনের পরিমাণ
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
99.5 Lac
20 Cr
40. 4 Cr
2019
2020
2021

এফএসআইবিএল কল সেন্টারের প্রতিবেদনঃ

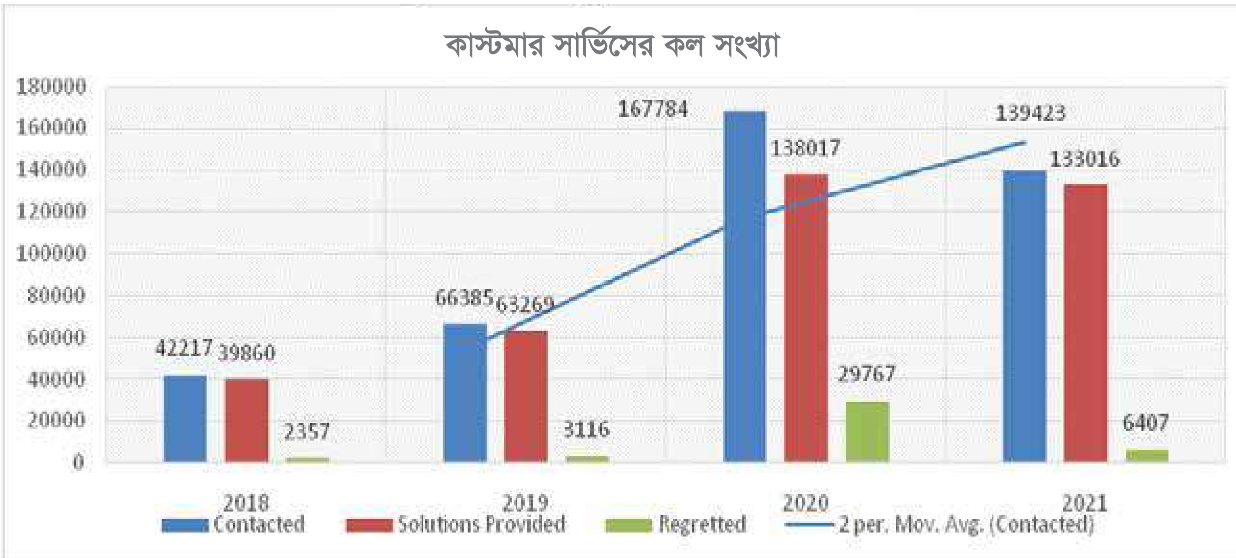

- ২০২১ এর করোনা মহামারী অবস্থায় এফএসআইবিএল কল সেন্টার সকল গুরুত্বপূর্ণ সেবা কোন প্রকার বিঘ্ন ছাড়া প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে যা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল।
- এফএসআইবিএল কল সেন্টার অনলাইন ভিত্তিক থাকার জন্য বাড়ি থেকেও অফিস এর সকল কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।
- এফএসআইবিএল কল সেন্টার ক্রমাগত আরও বেশি পরিসেবা যোগ করে গ্রাহকের সন্তুষ্টি বাড়িয়েছে, শুধুমাত্র ২০২১ সালে ১২টি নতুন পরিসেবা যোগকরা হয়েছে যা মোট ৬৪টি পরিসেবা তৈরি করেছে।
- এফএসআইবিএল কল সেন্টার ২০১৮-২০২১ আনুমানিক ৪ লক্ষ গ্রাহকদের পরিসেবা প্রদান করেছে।
- ২০২১ সালে কল সেন্টার থেকে আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে ক্রমাগত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আমরা ১৬ হাজার জনের কার্ডের অনলাইন ক্রয়সীমা বৃদ্ধি করেছি।
- আমরা আমাদের কলড্রপের পরিমাণ ১৮.১৯% থেকে ৪.১১% এ কমাতে সক্ষম হয়েছি।
- আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে আমরা ২৪ ঘন্টা গ্রাহক পরিসেবা প্রদান করছি।

জেনারেল সার্ভিসেস ডিভিশনঃ

জেনারেল সার্ভিসেস ডিভিশন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ, যা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, জোনাল অফিস, সকল শাখা ও উপশাখার সার্বিক সহায়ক কার্যক্রম নির্বাহ করে। শাখা ও উপশাখা স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান পরিদর্শন, নির্বাচন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাংশের সাজসজ্জার কাজ তদারকি করে পূর্ণাঙ্গরূপে শাখা/উপশাখা চালু করার পাশাপাশি দৃশ্যমান সকল সুবিধাদি নির্বিঘ্নে চলমান আছে কিনা তা তদারকি করার পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যাবলী দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ।

০১. ইঞ্জিনিয়ারিং সেল
০২. পরিবহনপুল সেল
০৩. নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষণাবেক্ষণ সেল
০৪. আসবাবপত্র এবং সরঞ্জাম (কাঠ ও লোহা) সেল
০৫. নিরাপত্তা, প্রিন্টিং স্টেশনারী এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সেল
০৬. নতুন শাখা, উপ-শাখা, কালেকশনবুথ মনিটরিং সেল
০৭. হেড অফিস রক্ষণাবেক্ষণ সেল
০৮. সিসিটিভি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা আইটেম মনিটরিং সেল
০৯. বীমা সেল
১০. কেন্দ্রীয় গোডাউন ইউনিট
১১. সেন্ট্রাল ডিসপ্যাচ সেল
১২. অন্যান্য

বিভিন্ন সেলের কার্যাবলীঃ

জিএসডি কে উল্লিখিত সেলগুলির মাধ্যমে কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্য সম্পাদন করতে হয়। বিবরণ নিচে দেওয়া হলঃ

০১. ইঞ্জিনিয়ারিং সেলঃ

বর্তমানে ০২ জন সিভিল এবং ০২ জন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। এই সেলের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- হেডঅফিস, শাখা, উপ-শাখা, এটিএম বুথ ইত্যাদির সমস্ত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সজ্জা।
- এসি, জেনারেটর, আইপিএস, পিএবিএক্স এবং ফ্যাক্সের সংযোগ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- বিদ্যুৎ সংযোগ এবং পানি ব্যবস্থা, সব ধরনের শাখা (এজেন্ট ব্যাংকিংসহ) এবং প্রধান কার্যালয় সংস্কার কাজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ। নতুন এটিএম বুথ, এটিএম বুথ/শাখা স্থানান্তরের কার্যাবলী।
- নতুন শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের ফ্লোর পরিমাপ ও পরিদর্শন, বিনিয়োগ বিভাগের জন্য HPSM-এর বিপরীতে জমি ও ভবন পরিদর্শন।

০২. পরিবহন পুল সেলঃ

এই সেলের কার্যাবলী নীচে দেওয়া হলঃ

- পরিবহন পুলের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ, গাড়ি ক্রয় ও বিক্রয়, লিজ গাড়ি (স্টাফ) সিএনজির অনুমোদন, নিবন্ধন এবং এনওসি, মোটর-সাইকেলের অনুমোদন (নন-এক্সিকিউটিভ) এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
- গাড়ি বীমা (নবায়ন এবং নতুন), বার্ষিক প্রতিবেদন (গাড়ি), সমস্ত গাড়ির কাগজ নবায়ন, বীমা দাবি, গাড়ির লগবুক রক্ষণাবেক্ষণ পরিবহন পুল গাড়ির জ্বালানি সংগ্রহ এবং শাখা গাড়ির অনুমোদন।
- চালকের দায়িত্ব বণ্টন।
- পার্কিং রক্ষণাবেক্ষণ।

০৩. নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষণাবেক্ষণ সেলঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরাপত্তার সমস্যা এবং ভালো পরিবেশ বজায় রাখা আমাদের ব্যাংকের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ। বর্তমানে প্রায় ২২৩০ জন নিরাপত্তারক্ষী এবং ১৯৬ জন বন্দুকধারীরা আমাদের ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা, উপ-শাখা এবং এটিএমবুথ ইত্যাদিতে কঠোর নিরাপত্তা ও যথাযথ নজরদারি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বরত এবং বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ জন ক্লিনার আমাদের ব্যাংকের বিভিন্ন স্থানে ভাল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কাজ করছে। এই সেলের কার্যাবলী নীচে দেওয়া হলঃ

- নিরাপত্তা প্রহরী, বন্দুকধারী এবং ক্লিনার রক্ষণাবেক্ষণ।
- সিকিউরিটি গার্ড, বন্দুকধারী ও ক্লিনারদের (HO) এবং মাসিক বিল ও বোনাস প্রদান।

০৪. আসবাবপত্র এবং সরঞ্জাম (কাঠ ও লোহা) সেলঃ

আমাদের ব্যাংকের আয়তন দিনদিন প্রসারিত হচ্ছে তাই বিভিন্ন আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। বাজার দর, মান ইত্যাদি নিশ্চিত হওয়ার পর ব্যাংকের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতির মাধ্যমে সমস্ত ক্রয় এবং মেরামত সংক্রান্ত কাজের অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়।

০৫. নিরাপত্তা, প্রিন্টিং স্টেশনারী এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সেলঃ

এই সেলের কার্যাবলী নীচে দেওয়া হলঃ

- আমাদের হোম পেজে "MICR CHEQUE REQUISITION" software link এর মাধ্যমে চেক বই, MTDR ব্লক, পে-অর্ডার ব্লক, Continuous Paper ইত্যাদি সমস্ত ধরণের নিরাপত্তা আইটেম সরবরাহ করা এবং স্টক বজায় রাখা হয়।
- সমস্ত ধরণের (প্রায় ১৪০ টি আইটেম) Printing Stationery যেমন হিসাব খোলার ফর্ম, অটো ডিপোজিট বই, MMDS ডিপোজিট বই, ক্যাশ ডেবিট ভাউচার, বিভিন্ন রেজিস্টার, বিনিয়োগ সম্পর্কিত চার্জ ডকুমেন্ট, এলসি ফর্ম, বিদেশী রেমিট্যান্স নগদ রসিদ বই ইত্যাদি আমাদের হোমপেজে "GSD INVENTORY SYSTEM" software link এর মাধ্যমে সরবরাহ করা এবং স্টক বজায় রাখা হয়।
- পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ইস্যু, বাতিল করার কার্যাবলী রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়

০৬. নতুন শাখা, উপ-শাখা, কালেকশন বুথ সেলঃ

প্রতি বছর নতুন শাখা, উপ-শাখা, কালেকশন বুথের উদ্বোধন অব্যাহত রয়েছে। এই বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে বর্তমানে আমাদের ১৯৬ টি শাখা, ১৩৬টি উপ-শাখা এবং ২৭টি কালেকশন বুথ রয়েছে। এই সেক্টরের কার্যাবলী নীচে দেওয়া হলঃ

- নতুন শাখা, উপ-শাখা এবং কালেকশন বুথ, শাখা স্থানান্তর এবং ইজারা চুক্তি কার্যাবলী
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে উপরোক্ত বিষয়ে চিঠিপত্র আদান প্রদান।
- স্থান পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা দেওয়া।

০৭. হেড অফিস রক্ষণাবেক্ষণ সেলঃ

এই সেলের দায়িত্বপ্রাপ্তরা হেড অফিস বিল্ডিং প্রাঙ্গণ সম্পর্কিত যে কোনো সুবিধা এবং অসুবিধা পর্যবেক্ষণ করতে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কার্যকরী উপায়ে সমাধান করতে নিবেদিত।

০৮. সিসিটিভি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা আইটেম মনিটরিং সেলঃ

আমাদের ব্যাংকের বিভিন্ন অফিস যথাযথ নজরদারি বজায় রাখার জন্য, CCTV-এর ব্যবহার ও গুরুত্ব অপরিসীম। নজরদারি ব্যবস্থা কঠোর করার জন্য আমাদের ব্যাংকের সমস্ত অফিস পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত। এই সেক্টরের কার্যাবলী নীচে দেওয়া হল:

- সিসিটিভি রক্ষণাবেক্ষণ।
- সিসিটিভি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সময়ে সময়ে সার্কুলার জারি করা; এবং
- CCTV সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা মেনে চলা।

০৯. সেন্ট্রাল ডিসপ্যাস সেলঃ

ব্যাংকের বিভিন্ন অফিস এবং অন্যান্য স্থান থেকে হেড অফিসে আসা চিঠি এবং নথিপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য আমাদের সেন্ট্রাল ডিসপ্যাস নিবেদিত রয়েছে।

১০. কেন্দ্রীয় গোডাউন:

যেহেতু আমাদের ব্যাংকের লেনদেনের পরিমাণ অনেক বেশি বেড়েছে তাই পুরনো ও সঞ্চিত নথির পরিমাণও বেড়েছে। তাই বিভিন্ন পুরাতন ফাইল ও নথিপত্র নিরাপদ উপায়ে সংরক্ষণের জন্য কলাবাগান-ধানমন্ডি এবং তেজগাঁও-গুলশান লিংক রোডে ০২(দুই) টি গোডাউন স্থাপন করা হয়েছে।

১১. বীমা খাতঃ

বীমা হল একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা ভল্টে নগদ, কাউন্টারে নগদ, এটিএম, ট্রানজিট, কালেকশন বুথ এবং এজেন্ট আউটলেটের নগদ টাকার বার্ষিক বীমার কাজ তদারকি করে। এছাড়াও বিভাগটি উপরে বর্ণিত আইটেমগুলির বীমা সীমার অতিরিক্ত টাকার বীমার কাজ সম্পাদন করে।

১২. অন্যান্যঃ

উল্লিখিত কার্যাবলী ছাড়াও, জেনারেল সার্ভিসেস ডিভিশনকে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করতে হয়ঃ

ফটোকপি মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ, বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্টিং (মাসিক এবং ত্রৈমাসিক অভিযোগ সেল), অডিট রিপোর্টের পরিপালন, ডিবিআই রিপোর্ট এবং আরএমডি রিপোর্ট জমা দেওয়া, তালিকাভুক্তি, পিয়নের পোশাক এবং জুতো রক্ষণাবেক্ষণ, আইডি কার্ডের রক্ষণাবেক্ষণ, সীল ও রাবার স্ট্যাম্প, নতুন মোবাইল এবং মোবাইল সিলিং, পেটি স্টেশনারী রক্ষণাবেক্ষণ, অগ্নিনির্বাপক এবং ফায়ার অ্যালার্ম (শাখা এবং প্রধান কার্যালয় উভয়ই), নোট গণনা মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, নোট বাঁধাই এবং নোট বাছাই মেশিন, জাল নোট সনাক্তকারী মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, টিভি এবং ক্যাবল সংযোগ (প্রধান কার্যালয়), পট প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ (প্রধান কার্যালয় এবং শাখা), পানীয় জলের মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের জন্য ভিজিটিং কার্ডের ব্যবস্থা, হেড অফিসের এর স্থায়ী সম্পদ/অফিস সরঞ্জামের অবমূল্যায়ন গণনা, বেলুন সজ্জার ব্যবস্থা, টিস্যু বক্স বিতরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি (প্রধান কার্যালয় এবং শাখা), ইউটিলিটি বিল এবং হেড অফিসের টেলিফোন বিল ইত্যাদি।

২০২১ সালের GSD-এর কিছু উল্লেখযোগ্য লক্ষণীয় কাজঃ

কাজের ধরণ নির্বিশেষে জিএসডিকে অনেক সাধারণ কাজ থেকে শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। গত বছরে বিভাগটি নিম্নলিখিত কার্যক্রম সফল ভাবে সম্পন্ন করেছেঃ

উদ্বোধন	সংখ্যা
শাখা	০৬
উপ-শাখা	৮৬
কালেকশনবুথ	১০
এটিএম বুথ (অভ্যন্তরীণএবং বাহ্যিক কাজ)	৩৭

অবশেষে, জিএসডি একটি বিভাগ যাকে সম্ভাব্য সব ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়। এই বিভাগের সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা/স্টাফ ইসলামী শরী'য়াহর ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সকল বিধি-বিধানের নির্দেশনা অনুসরণ করে আন্তরিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। এই বিভাগটি যে কোন ব্যয়ের উৎস থেকে মান ঠিক রেখে ব্যয় কমানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই ভাবে আমাদের ব্যাংককে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ

সেবা ভিত্তিক শিল্প হিসেবে ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানব সম্পদ ও ঝুঁকির সঠিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সাফল্য। সঠিক জায়গায় সঠিক লোক পদায়ন মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ তৃতীয় প্রজন্মের দ্রুত অগ্র গতিশীল ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ২০২০ সালে শুরু হওয়া করোনা মহামারীর ঢেউ ২০২১ সাল জুড়ে চলমান ছিল। করোনা মহামারীর কারণে বছরের এপ্রিল মাসে শুরু হওয়া লকডাউন এবং বিধি নিষেধে বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। এর প্রভাব আমাদের দেশেও পড়ে। ২০২১ সালে আমাদের দেশে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত লকডাউন এবং বিধিনিষেধ কার্যকর ছিলো। লকডাউনে দেশের অনেক সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও অত্যাবশ্যকীয় সেবার ন্যায় ব্যাংকিং সেবাও চালু থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ দূর্যোগকালীন রোস্টার ভিত্তিতে নিরবিচ্ছিনভাবে সেবা প্রদান করেছে। প্যানডেমিকের এই বছরেও ব্যাংকটি “সবার জন্য সবসময়” স্লোগান ধারণ করে ৬টি শাখা, ৮৫ টি উপ-শাখা এবং ২৯ টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে স্থাপন করে। বর্তমানে সারাদেশে ১৯৬টি শাখা, ১৩৬টি উপ-শাখা, ৭১টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিটের মাধ্যমে সকল প্রকার আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে চলেছে। গ্রাহককে সর্বোত্তম ও যুগোপযোগী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে সর্বদাই গুরুত্ব দিয়ে আসছে এই প্রতিষ্ঠান। এফএসআইবিএল বিশ্বাস করে প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে হলে এবং এর সেবা অন্যান্য ব্যাংকের সেবার মান হতে আলাদা করতে হলে গুনগত সেবা ও গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে হবে যা নির্ভর করে কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর। যেহেতু আমাদের মানব সম্পদ প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে সহায়তা করে, সেহেতু একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যাংক দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ, তাদের উন্নয়ন ও তাদের ধরে রাখার নীতিতে অবিচল থাকে। ব্যাংক নতুন নির্বাহী ও কর্মকর্তা নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে। গ্রাহককে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক তার জনশক্তিকে যোগ্য ও উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে প্রতিনিয়ত দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করছে। ব্যাংক এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ব্যাংকের উন্নতি সাধনে যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির পেশাগত উন্নয়ন এবং তদারকি সংস্থাসমূহের প্রতি আরো বেশী নমনশীল করে তোলার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করছে। মহামারীর শুরু হওয়ার পর থেকে অন-ক্যাম্পাস ট্রেইনিং এর পরিবর্তে অনলাইন ট্রেইনিং আয়োজন করা হয়েছে।

যোগ্য ও উপযুক্ত মানবসম্পদ নির্বাচন, নিয়োগ, পদায়ন ও ধরে রাখতে আমাদের কর্মপন্থাঃ

- সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ।
- নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের বাস্তব ভিত্তিক ব্যাংকিং জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কর্মীদের অধিক যোগ্য ও আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।
- প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, কর্মীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যথোপযুক্ত স্থানে পদায়ন ও বদলি করা।
- মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান।
- কর্মীবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- প্রতিষ্ঠানের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে অবদান রাখার সক্ষমতা তৈরী করা।
- ভবিষ্যত নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য কর্মীদের আত্ম-উন্নয়ন ও আত্ম-বিকাশের সুযোগ প্রদান করা।
- যোগ্য কর্মীদের ধরে রাখা ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- বিদ্যমান আইন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পরিপত্র ও নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতন ও নমনশীল করে তোলা।
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন-লাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা।

আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ একটি কাজের পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে পারস্পারিক প্রতিযোগিতায়, ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স অথবা অন্য কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন বিভাজন থাকবে না। হুমকি হিসাবে বিবেচিত হবে এমন কোন আচরণ কে আমরা মেনে নেব না। সহযোগিতামূলক, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শ্রদ্ধাশীল কাজের পরিবেশে আমরা বিশ্বাস করি যা কর্মীদের কাজে সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করবে। ব্যাংক যথাযথ প্রশিক্ষণ, পুরস্কৃতকরণ এবং কাজের স্বীকৃতির মাধ্যমে এর সদস্য ও কর্মীদের কর্ম দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। ব্যাংক এর দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের ধরে রাখতে এবং সার্বিক উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি কল্যাণমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে যেমন- কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিভোলেন্ট ফান্ড, কর্মকর্তাদের জন্য হাউজ বিল্ডিং বিনিয়োগ প্রকল্প, গাড়ী বিনিয়োগ প্রকল্প, এইচপিএসএম কনজুমার ডিউরেবলস, মৃত্য ও অক্ষমতা ঝুকি আবৃতকরণ স্কীম এবং যৌথ জীবন বীমা ইত্যাদি।

কর্মকর্তাদের প্রয়োজন অনুয়ায়ী প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংকের ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং পাঠদান প্রক্রিয়া হালনাগাদ করছে। ব্যাংকের ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট, ঢাকা ও রিজিওনাল ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম এর পাশাপাশি আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নতুন কর্মীদের আরো বেশী যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমের নিয়মিত মানোন্নয়ন করে আসছে। সারা বছর কোন কোন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতি বছর তার একটি বর্ষপঞ্জি প্রস্তুত করে। কার্যকর ও কঠোর প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে ট্রেইনিং ইন্সটিটিউটকে আবাসিক করা হয়েছে এবং নতুন প্রশিক্ষণ নীতিমালা ও হোস্টেল নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মকান্ড ২০২১ঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগঃ

বর্তমান যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সক্রিয় ব্যবহার ছাড়া ব্যাংকিং ব্যবস্থা অচিন্তনীয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, নতুনত্ব ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহার একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি সময় বা দূরত্বের বাধাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এটির প্রয়োগ ব্যাংকিং সেবাকে আরো সহজতর করে দিয়েছে এবং দেশের মানুষের মাঝে ব্যাংকিংয়ের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য এফএসআইবিএল এর আইসিটি বিভাগ স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলেছে। আইসিটি বিভাগ ইতোমধ্যে ব্যাংকের সকল শাখাতে দ্রুতগতির ফাইবার, বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ডেটা কানেক্টিভিটি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

আইসিটি বিভাগের বিস্তারিত কর্মকান্ডঃ

১. **তিনস্তর বিশিষ্ট ডেটা সেন্টার স্থাপনঃ**
ইতোমধ্যে আইসিটি বিভাগ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নিজস্ব ভবনে তিনস্তর বিশিষ্ট ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, তথ্য সংযুক্ততা, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ডেটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা, এক্টিভ এপ্লিকেশন, ডেটাবেস, এটিএম, এসএমএস, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর সার্ভার রয়েছে। বর্তমানে যেকোন ধরনের দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডেটা সেন্টার থেকে ডিজাস্টার রিকভারী সাইটে ২৪/৭ ভিত্তিতে রিয়েল টাইম ডেটা অনুলিপি করা হচ্ছে। আইসিটি বিভাগ তার ডেটা সেন্টারটিতে DDoS Protector, Web Access Firewall, Log Analyzer, Network Behavior Analyzer, Content Filtering, Email Security Gateway, Anti-virus with EDR এর মতো নতুন সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সিস্টেম ব্যবহার করে চলেছে। স্ট্রাকচার্ড ক্যাবলিং ও ডেটা সেন্টারের পাওয়ার সিস্টেমের ন্যূনতম ডাউনটাইম, সমস্ত শাখার মিডিয়া ও টেলকোর ডেটা লিংক রিডানডেন্সি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২. **কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থাঃ**
২০২১ সালে, কোর ব্যাংকিং সিস্টেমের সাথে CTPC, NECSO পোস্টপেইড ইউটিলিটি বিল পরিশোধ পরিসেবা, টিউশন ফি সংগ্রহের মডিউল যুক্ত করা হয়েছে। EOD প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কন্ট্রোল সেন্টার ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থাটি নতুন সংরক্ষণ SPARK এ উন্নিত করা হয়েছে, যেখানে উপশাখা ও রিমোট ব্যাংকিং মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। BankUltimus এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক যেকোন ব্যাংকিং সেবা এই কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সংযোজন করা যায়। BankUltimus এ এখন পে-অর্ডার এবং এমটিডিআর ব্লক প্রিন্টিং, বাখরাবাদ গ্যাস ইউটিলিটি বিল পরিষেবা, কর্ণফুলী গ্যাস বিল এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ স্কুল টিউশন ফি সংগ্রহ মডিউল সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩. **আইএসও ২৭০০১ সার্টিফিকেশনঃ**
৩রা ডিসেম্বর ২০২১ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ তার ডেটা সেন্টার এবং দূর্যোগ পুনরুদ্ধার সাইটের জন্য আইএসও ২৭০০১ সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। আইএসও (ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন) ২৭০০১ এমন একটি আন্তর্জাতিক মানদন্ড যা বিশদ সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য বিস্তারিত গাইডলাইন প্রদান করে। আইএসও ২৭০০১ (আনুষ্ঠানিকভাবে আইএসও/আইসি ২৭০০১:২০০৫ হিসেবে পরিচিত) তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন (আইএসএসএমএস)।

আইএসএমএস হল নীতি ও পদ্ধতিগুলির একটি কাঠামো যা কোনো সংস্থার সাথে ঝুকি ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সমস্ত আইনী, ভৌত এবং প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যাংকের জন্য আইএসও ২৭০০১ সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যমে ব্যাংকটি নিম্ন লিখিত মাইল ফলক অর্জন করেছেঃ

ক. কোন তথ্য অননুমোদিত হাতে যাওয়া থেকে সুরক্ষিত;
খ. কোন তথ্যের সত্যতা নিশ্চিতকরণ এবং উক্ত তথ্য সংশোধন শুধু মাত্র অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের দ্বারা সংশোধন করা,
গ. ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি হওয়ার প্রভাব প্রশমিত করা; এবং
ঘ. একটি আন্তর্জাতিক মানদন্ডে ডেটা সেন্টার এবং দূর্যোগ পুনরুদ্ধার সাইটের জন্য এসেসমেন্ট সাধন করা।

৪. **ইমেইল সমাধান MS Exchange:**

তথ্য প্রযুক্তি আজকের ব্যাংকিং এ ব্যাপক গতিশীলতার সূচনা করেছে, যেখানে ই-মেইল যোগাযোগ একটি ব্যবস্থা। ই-মেইল এর বৈশিষ্ট্যের দৃঢ়তা, নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ পদ্ধতির এবং দ্রুত ডেলিভারি প্রক্রিয়ার জন্য যোগাযোগের চ্যানেল হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। যেহেতু এফএসআইবিএল এর কর্পোরেট ই-মেইল সমাধানটি একটি ওপেন সোর্স ভিত্তিক সলিউশনে কনফিগার করা হয়েছিল, সেহেতু এতে বৃহত্তর রুল প্রয়োগ করা এবং কোন ধরনের দূর্বলতা থাকলে তা থেকে সিস্টেমকে রক্ষা করা ও তা দূর করার মত বৈশিষ্টের অভাব ছিল।

MS Exchange হল বিশ্বের সেরা ই-মেইল সিস্টেম, যা বৈশিষ্ট সমৃদ্ধ এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত। এটি একটি অত্যন্ত পরিমাপযোগ্য সমাধান, যা বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারীকে সমর্থন করতে পারে এবং যাকে সার্ভার ও ব্যবহারকারী ক্লায়েন্টদের মধ্যে ই-মেইলকে সিঙ্কে রাখার জন্য গ্রাউন্ড আপ থেকে ডিজাইন করা হয়েছে। MS Exchange শুধু ই-মেইল সমাধানই না, একে পরিচিতি, ক্যালেন্ডারিং, মিটিং শিডিউল এবং টাস্ক ম্যানেজন্টের একটি বিশ্বব্যাপী ঠিকানা বই হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এই ই-মেইল সমাধানটি যেকোনো ধরনের হুমকির বিরুদ্ধে ব্যাংকের ই-মেইল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে এন্টারপ্রাইজ-স্তরের নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে।

৫. **SWIFT CSP প্রত্যয়ন:**

বর্তমানে ব্যাংকে যাওয়া এবং বিশ্বের যেকোনো জায়গায় অর্থ স্থানান্তর করা সহজ। বেশিরভাগ অন্তর্জাতিক অর্থ নিরাপত্তার সাথে স্থানান্তরের জন্য সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফিনান্সিয়াল টেলি-কমিউনিকেশন (SWIFT) সিস্টেম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। SWIFT হল ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্রুততার সহিত, নির্ভুলভাবে ও নিরাপদে তথ্য পাঠানো এবং গ্রহণ করার যেমন অর্থ স্থানান্তরের নির্দেশাবলী প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত সুবিশাল মেসেজিং নেটওয়ার্ক। SWIFT এর সদস্যদের জন্য নিরাপদ এবং সুরক্ষার সহিত আর্থিক লেনদেন এর ক্ষেত্র প্রদান করে। এক্ষেত্রে গ্রাহক বা বিক্রেতা প্রাপকের চাইতে ভিন্ন ব্যাংক ব্যবহার করলেও, এই ব্যবস্থা অর্থ প্রদানের নেটওয়ার্ক হিসেবে ব্যক্তি এবং ব্যবসাগুলিকে ইলেকট্রনিক বা কার্ড পেমেন্ট নিতে দেয়। এফএসআইবিএল হল SWIFT সদস্যভুক্ত একটি ব্যাংক। ব্যাংকের SWIFT আইটি অবকাঠামো সুরক্ষিত করার জন্য, SWIFT কর্তৃপক্ষ ব্যাংকটিকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা মূল্যায়নক্রমে প্রত্যয়ন অর্জন করে তা SWIFT CSP কর্তৃপক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করার জন্য অবহিত করে। উক্ত আদেশানুক্রমে ব্যাংকটি প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে প্রত্যয়ন অর্জন করে এবং কর্তৃপক্ষকে তা প্রদান করেছে। এছাড়া, ব্যাংকটি উক্ত SWIFT CSP প্রত্যয়ন বাস্তবায়নের জন্য 2FA প্রমাণীকরণ মডিউল SWIFT authentication এ প্রয়োগ করেছে।

৬. **ACS (Automated Challan System):**

স্বয়ংক্রিয় চালান সিস্টেম ব্যবহারের এর মাধ্যমে ব্যাংক ভ্যাট, ট্যাক্স, সরকারের আমানত, ফি ইত্যাদি দ্রুত এবং নিরাপদে সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। এই নতুন ব্যবস্থায় সময় ক্ষ্যাপন এবং জালিয়াতির সম্ভাবনা কম। ACS এর অধীনে, ট্রেজারি চালান নগদ বা চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের যেকোন শাখায় বা অনলাইন জমা পদ্ধতির মাধ্যমে জমা করা যাবে। ব্যাংকটির প্রতিটি শাখা এবং উপ-শাখায় ACS বাস্তবায়িত করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে ৬০০ জন ডেস্ক অফিসারকে উক্ত সার্ভিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকটি ইতোমধ্যে ACS এর মাধ্যমে ১৬৬.০০ কোটি টাকার বেশী ACS এর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে।

৭. **ওয়ার্ক ফ্রম হোম (ডাব্লিউএফএইচ):**

এই COVID-19 পরিস্থিতিতে উক্ত ব্যাংক ওয়ার্ক ফ্রম হোম (ডাব্লিউএফএইচ) কৌশল সফল এবং সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংক CISCO Webex, Zoom এবং অন্যান্য যোগাযোগ পরিসেবার মাধ্যমে বার্ষিক পরিচালনা পর্ষদের সম্মেলন ও বোর্ড সভা সফলতার সাথে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছে।

৮. **ডিজাস্টার রিকভারী সাইট:**

প্রতিটি ব্যাংকের জন্য ডিজাস্টার রিকভারী সাইট ডেটা সেন্টারের ডেটার পরিপূর্ণ ব্যাকআপ। যদি কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত দূর্ঘটনা

ঘটে, তবে ডিজাস্টার রিকভারী সাইটের মাধ্যমে গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে। কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত দূর্ঘটনাও যদি হয়, আইসিটি বিভাগ ডিজাস্টার রিকভারী সাইট এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে পারবে। এফএসআইবিএল ৪ঠা জুন, ২০১৫ তারিখে ব্যাংকের জন্য ডিজাস্টার রিকভারী সাইট এর উদ্বোধন করে। উদ্বোধনের পরপরই আইসিটি বিভাগ ডিজাস্টার রিকভারী সাইট থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০২১ সালে দূর্যোগ পুনরুদ্ধার সাইটের জন্য পাওয়ার সিস্টেমের পূনঃনির্মাণ করেছে। আইসিটি বিভাগ পর্যায়ক্রমিকভাবে ডিআর সাইট থেকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

৯. অভ্যন্তরীণ সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্টঃ

আইসিটি বিভাগ ২০২১ সালে, এর অভ্যন্তরীণ ডেভেলপমেন্ট টিম দ্বারা অটোমেটেড এক্সচেঞ্জ পজিশন, অরবিট সিস্টেম, এফএসআইবিএল এর জন্য এসএসএল পেমেন্ট গেটওয়ে, ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মতো অভ্যন্তরীণ সফ্টওয়্যার তৈরী করেছে। এছাড়াও এফএসআইবিএল আইএসএস রিপোর্টিং, PA Management, Bond Management, Online CIB Report, FOREX Management, ICT inventory system ইত্যাদি ইন-হাউজ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে আসছে। টিমটি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন রিপোর্টিং এর অটোমেশনের উপর কাজ করে। ডেটা ইন্টিগ্রিটি রক্ষণাবেক্ষণ করে সুচারুভাবে লেনদেন বজায় রাখার মাধ্যমে ব্যাংকের খরচ কমানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ইন-হাউজ ডেভেলপমেন্ট টিমটি কাজ করছে। বর্তমানে টিমটি ম্যানুয়াল হতে অটোমেশন পদ্ধতির পরিবেশ তৈরীতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১০. প্রশিক্ষণ এবং অর্জনসমূহঃ

এফএসআইবিএল আইসিটি বিভাগ অভ্যন্তরীণ ও শাখা কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে। ২০২১ সালে করোনা পরিস্থিতির কারণে, ব্যাংকটি CISCO WebX এবং লাইসেন্স ZOOM এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। ব্যাংকটি প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সঠিকতা বিবেচনা করে শারীরিক উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে। এই প্রশিক্ষণ গুলো সাধারণত ICT (Information and Communication Technology), CARD and ADC, IT Security and Fraud Prevention, DC and DR Site Management, Protection against Cyber Attacks ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালে প্রায় ৪২৫ জন কর্মকর্তা এবং নির্বাহীগণকে বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১১. শাখা বর্ধিতকরণঃ

ব্যাংকটি ২০২১ সালে দেশের বিভিন্ন বানিজ্যিক স্থানে ৬টি নতুন শাখা ও ৪৭টি উপশাখা উন্মুক্ত করেছে। এর ফলে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট শাখা ও উপশাখার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৬ ও ১৩৬ টিতে। সকল শাখা স্বয়ংক্রিয় ডুয়েল চ্যানেলের মাধ্যমে রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের জন্য ডেটা সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঃ

যেকোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন এবং শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরীক্ষা বিভাগ স্বাধীন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এর উদ্দেশ্যঃ

কার্য ভিত্তিক উদ্দেশ্য ঃ উন্নত আর্থিক কর্মক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা, সামাজিক লক্ষ্য, সম্পদের সুরক্ষা এবং স্টেকহোল্ডারদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যাংকের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা।

রিপোর্টিং উদ্দেশ্য ঃ সময়মত, সঠিক এবং বিশদ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।

পরিপালন উদ্দেশ্য ঃ প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এর আওতাঃ

সঠিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের অভাবের কারণে ত্রুটি এবং জালিয়াতি থেকে কার্যভিত্তিক ঝুঁকি দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পেশাদারিত্ব, আইনি বাধ্যবাধকতা পরিপালন, সঠিকভাবে রিপোর্টিং ব্যবস্থার উন্নয়ন- এবং ঝুঁকি ও অনিয়ম প্রতিরোধ নিশ্চিত করে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা শুধু নিয়মিত কর্ম সম্পাদনকেই নির্দেশ করেনা বরং তা সম্পাদিত কর্মের যৌক্তিকতা ও সঠিকতা ও সময়োপযোগীতাকে নিরূপণ করে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানের মূল কাজ হলো ব্যাংকিং এ ঝুঁকির বিষয়সমূহ নিরূপন করা। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ সম্ভাব্য সব ধরনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বলিষ্ঠ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির অংশ হিসেবে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর রয়েছে একটি পৃথক বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ। অপারেশনাল ঝুঁকি, মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি কমাতে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির লঙ্ঘন বা বিভ্রান্তি রোধে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা বিভাগ প্রধান কার্যালয়ের শাখা এবং বিভাগগুলিতে নিয়মিত এবং আকস্মিক পরিদর্শন করছে। এই অডিট এবং পরিদর্শন দ্বারা সনাক্ত করা ঘাটতি/দুর্বলতা/অনিয়মসমূহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ন্ত্রণ/সংশোধন/নিয়মিতকরণ করা হয় এবং প্রধান কার্যালয়ে পরিপালন প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়।

নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ ঃ

- বিনিয়োগ ডকুমেন্টেশন চেকলিস্ট (আইডিসিএল)।
- ঝুঁকি মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু।
- বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ ফাংশন চেক তালিকা (ডিসিএফসিএল)।
- ত্রৈমাসিক অপারেশন রিপোর্ট (কিউওআর)।
- জালিয়াতি প্রতিরোধে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ চেক তালিকার স্ব-মূল্যায়ন ।

তাছাড়া ডিপার্টমেন্টাল কন্ট্রোল ফাংশান চেকলিস্ট, ত্রৈমাসিক অপারেশন রিপোর্ট, বিনিয়োগ ডকুমেন্টেশন চেকলিস্ট প্রভৃতিকে ব্যাংকের সম্ভাব্য সকল কার্যক্রমে উদ্ভুত ঝুঁকি মোকাবেলায় সুনিপুণভাবে প্রস্তুত করা হয়। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে চালানোর জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ম্যানুয়েল রয়েছে যা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ম্যানুয়েল নিয়মিত সংশোধন ও হালনাগাদ করা হয়।

আমাদের আইসিসি ডিভিশনে একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভের নেতৃত্বে মধ্যস্তরের কিছু এক্সিকিউটিভ এবং কর্মকর্তা আছেন। এ বিভাগেরই নিয়ন্ত্রণাধীনে চট্টগ্রামে একটি আঞ্চলিক আইসিসি ইউনিট রয়েছে যার দায়িত্বে রয়েছেন একজন সুদক্ষ উচ্চ পর্যায়ের এক্সিকিউটিভ যিনি চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ; সিলেট ও কুমিল্লা জোনের অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলোর নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের কাজে নিয়োজিত আছেন।

২০২১ সালে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগ সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

ক্রমিক	পরিদর্শনের ধরন	সংখ্যা (শাখা/ইউনিট)	ফ্রিকোয়েন্সি
১	বিশদ পরিদর্শন	১৯০	২০১
২	আইসিটি পরিদর্শন	৯৪	৯৪
৩	বিশেষ পরিদর্শন	০৫	০৫
৪	প্রধান কার্যালয়ের ডিভিশন	২০	২২
৫	এটিএম বুথ	১০২	১০২
৬	এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট	৪৮	৪৮
৭	জোনাল অফিস	০৯	০৯
৮	ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০২	০২

নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলী ছাড়াও বিভাগীয়-প্রধানকে নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যাবলীর দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিভাগটি ৩টি সুনির্দিষ্ট ইউনিটে বিভক্ত করা আছে। যথা- নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট, পরিপালন ইউনিট এবং মনিটরিং ইউনিট। বিশদ নিরীক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও রিস্ক -বেইজড ইন্সপেকশন, সারপ্রাইজ ইন্সপেকশন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা বিষয়ক ইন্সপেকশন, অন-লাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজ্যাকশন মনিটরিং নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট দ্বারা সম্পাদিত হয়। উপরিউক্ত কার্যক্রম ব্যতীত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ, ইনক্রিমেন্ট, চিকিৎসা সেবা বিল, বিশেষ বোনাস, ভ্রমণ ভাতা বিল ইত্যাদি পরিদর্শন করা হয়।

এ বিভাগ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/পরিদর্শন প্রতিবেদন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের পরিপালন প্রতিবেদন নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে থাকে। এ বিভাগ ব্যাংকিং কর্মকান্ড, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ও বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং হিসাব তথা-অর্থ সংশ্লিষ্ট স্পর্শকাতর/সংবেদনশীল বিষয়গুলোও মনিটরিং করে থাকে।

আন্তর্জাতিক বিভাগঃ

আমদানি বাণিজ্য

২০২১ সালে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫,৩৮৪.৫৭ কোটি টাকা। আমদানি বাণিজ্যের প্রধান খাতগুলি ছিল চিনি, ভোজ্য তেল, মূলধনী যন্ত্রপাতি, তুলা, ফেব্রিক্স ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি।

রপ্তানি বাণিজ্য

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ২০২১ সালে রপ্তানি বাণিজ্যে সর্বমোট ২,৩৯৬.৫৬ কোটি টাকার রপ্তানি দলিল সফলতার সাথে নিষ্পত্তি করে। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান খাতগুলি ছিল তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পণ্য সামগ্রী, কৃষিপণ্য, ইত্যাদি।

ফরেন রেমিটেন্স

২০২১ সালে ব্যাংক ফরেন রেমিটেন্স আহরণ করে ১,৫১১.০০ কোটি টাকা। ফরেন রেমিটেন্স আহরণে আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক্সচেঞ্জ হাউস যেমন : মানিগ্রাম, এক্সপ্রেস মানি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, প্লাসিড এনকে কর্পোরেশন, ট্রান্সফাস্ট, আফতাব কারেন্সী এক্সচেঞ্জ ইউ,কে, ব্র্যাক সজন এক্সচেঞ্জ লিঃ, ইউ,কে, আল-মুজাইনী এক্সচেঞ্জ কোং কেএসসিসি, কুয়েত, চেঞ্জ এক্সচেঞ্জ, ডবলিউ এলএল, বাহরাইন, রিয়া (কন্টিনেন্টাল এক্সচেঞ্জ সল্যুসান আইএনসি.), আইএমই রেমিট, ওয়াল্ষ্ট্রীট ফাইন্যান্স এলএলসি, এনওয়াইও, প্রভু মানিট্রান্সফার -এর সাথে রেমিটেন্স ব্যবসা পরিচালনা করে অত্র ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এছাড়াও ইতালিতে অবস্থিত অত্র ব্যাংকের নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিটেন্স দেশে এসেছে।

করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং

করেসপনডেন্ট ব্যাংকসমূহ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সহযোগী। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্যে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন ২২০টি ব্যাংকের ২,৬০০ এর অধিক শাখার সাথে অত্র ব্যাংক প্রতিসঙ্গী/করেসপনডেন্ট সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

বিনিয়োগ প্রশাসন বিভাগঃ

বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে চলমান বিনিয়োগ পোর্টফোলিও এর যথাযথ পরিচালনা করা। ব্যাংকের বিনিয়োগ দানের কার্যকলাপ এর জন্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের দ্বায়বদ্ধতা এবং চলমান বিনিয়োগের উপর প্রতিদিন নজরদারি করা বিনিয়োগ প্রশাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত। বিনিয়োগ প্রশাসন বিভাগ মূলত ব্যাক অফিস হিসেবে কাজ করে, যা বিনিয়োগের সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণকে সমর্থন এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

বিনিয়োগ প্রশাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলো হলো বিনিয়োগ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, গ্রাহকদের দেওয়া অনুমোদনপত্র অনুমোদিত বিনিয়োগের শর্তাবলীর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া, বিনিয়োগের সকল ডকুমেন্টেশন যাচাই করা, আইনীভাবে প্রয়োগ যোগ্য এবং নিরাপদে নিবন্ধিত হবার জন্য যাচাই করা, বিনিয়োগের অনুমোদনের শর্তাবলী অনুসারে বিনিয়োগের সুবিধাগুলি মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কার্যকর নজরদারি বজায় রাখা এবং সমন্বয় সাধন করা।

বিনিয়োগ প্রশাসন বিভাগের প্রধান দ্বায়িত্বগুলো হলো বিনিয়োগের ডকুমেন্টেশন যাচাইকরণ, বিতরণ, সিআইবি সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদারকিকরণ, বিনিয়োগের পূর্বস্বত্ব নিশ্চিতকরণ, ব্যাংক গ্যারান্টি নিশ্চিতকরণ, জামানত খালাসের অনুমতি প্রদান, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং ফরম্যাট অনুযায়ী সকল ধরণের (মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক, বার্ষিক) প্রতিবেদন জমা দান।

বিনিয়োগ প্রশাসন বিভাগের কাজের বিবরণ নিচে বিশদ আকারে বর্ণনা করা হলোঃ

১. বিতরণের অনুমতি পত্র প্রদান করার পূর্বে বিনিয়োগের ডকুমেন্টেশন এবং সিকিউরিটিগুলো নিয়মমাফিক সম্পন্ন হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া।
২. প্রধান কার্যালয়, জোনাল অফিস এবং প্রধান কার্যালয় এর অধীন শাখাগুলি দ্বারা সদ্য অনুমোদিত বিনিয়োগের সিকিউরিটিগুলো যাচাই করা।
৩. চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর সাথে বিনিয়োগ গ্রহীতার সম্মতি নিরীক্ষণ করা এবং গ্রাহকের হিসাবের কার্যক্ষমতা পর্যালোচনা করা।
৪. বিনিয়োগ সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার/বিধি এবং ব্যাংকের নিজস্ব সার্কুলার/বিধি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।
৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ফরম্যাট অনুসারে শাখাগুলি থেকে বিনিয়োগের রিটার্ন সংগ্রহ করা এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুসারে একত্রীকরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাদান করা।
৬. সুনির্দিষ্ট সময়সীমা অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত টেম্পলেট যথাযথভাবে পূরণ নিশ্চিত করা।
৭. ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এর প্রয়োজন অনুসারে বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা।
৮. বিনিয়োগ হিসাবগুলো পর্যালোচনা এবং অনুসরণ করে অনিয়মিত বিনিয়োগ হিসাবগুলোর তালিকা তৈরী এবং প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তাদের নিয়মিতকরণ/সমন্বয় এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং পরামর্শ প্রদান।
৯. ব্যাংক গ্যারান্টি, লিয়েন মার্কিং, বন্ধকীকৃত সম্পত্তির জামানত অবমুক্ত করণ এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী অবহিতকরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১০. নির্ধারিত সময়ে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন, ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস ডিভিশন, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলিতে বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।
১১. বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত সিআইবি ফর্ম অনুসন্ধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনলাইন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করে তা শাখায় প্রেরণ করা।

১২. সকল শাখা হতে সিআইবি অনলাইন মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর সুনির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুযায়ী সিআইবি অনলাইন মাসিক প্রতিবেদন তৈরী করা।

১৩. ফান্ডেড ও ননফান্ডেড বিনিয়োগসীমা Authenticate করা।

১৪. এই বিভাগ সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত কাজ।

১৫. ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন কাজ।

বিনিয়োগ বিভাগঃ

এফএসআইবিএল একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেটি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে এর লক্ষ্য, নীতি, অনুশীলন ও পরিচালনা সম্পর্কিত শরী'য়াহ্র চেতনায় নিজেকে উপস্থাপন করে। ইসলামী ব্যাংকিংকে ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যাংকিং হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং প্রচলিত সুশাসন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিধিছাড়াও ইসলামী শরী'য়াহ্র নীতিমালার আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুদ মুক্ত ব্যাংকিং একটি সীমাবদ্ধ ধারনা যার দ্বারা সুদ পরিহার মূলক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে বুঝায়। সাধারনভাবে ইসলামী ব্যাংকিং শরীয়তে নিষিদ্ধ সুদ মুক্ত লেনদেনকেই পরিহার করেনা বরং ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সকল প্রকার অনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ ও এরচর্চা পরিহার করে।

এফএসআইবিএল-এর বিনিয়োগের প্রকার গুলো নিম্নরূপঃ

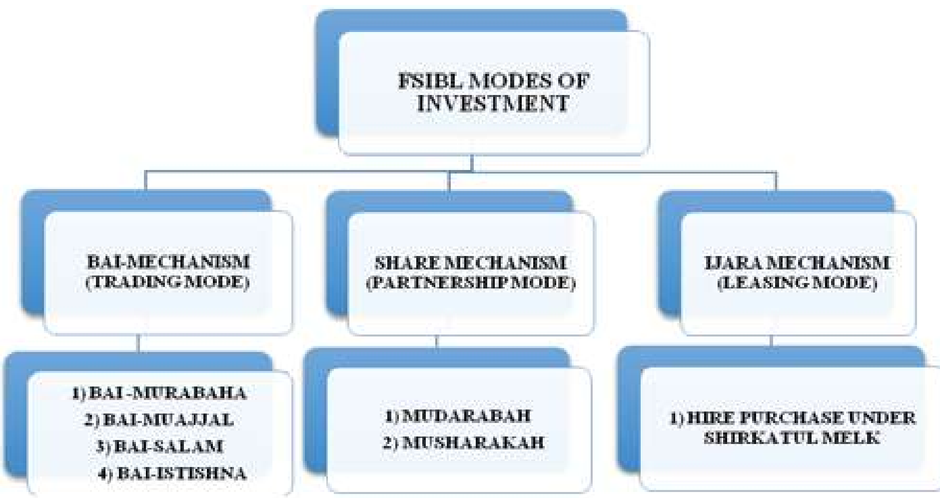

বাই-মেকানিজম (ট্রেডিং মোড)

বাই-মুরাবাবা (লাভে বিক্রয়)ঃ

আক্ষরিক অর্থে বাই-মুরাবাহা অর্থ পারস্পারিক সম্মতিতে লাভের উপর বিক্রয়। সুতরাং এটি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এমন একটি চুক্তি যেখানে ইসলামী শরীয়াহ্ এবং দেশের আইনে অনুমোদিত কোন পণ্য বিক্রেতা লাভসহ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। এখানে ক্রেতা ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট কোন তারিখে বিক্রয় মূল্যের কিছু অংশ বা কিস্তি প্রদান করে থাকে।

বাই-মুয়াজ্জাল (বাকীতে বিক্রয়)ঃ

আক্ষরিক অর্থে বাই-মুয়াজ্জাল অর্থ বাকীতে বিক্রয়। এটি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি যার অধীনে বিক্রেতা নির্দিষ্ট কিছু পণ্য (ইসলামী শরীয়াহ্ এবং দেশের আইনে অনুমোদিত) ক্রেতার নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট কিস্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকিতে বিক্রয় করে। বিক্রেতা ক্রেতার অর্ডার ও চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করেও বিক্রয় করতে পারে। এখানে বিলম্বে বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধই মূখ্য বিবেচ্য বিষয়।

বাই-সালাম (অগ্রিম ক্রয়)ঃ

বাই-সালাম এমন একটি চুক্তি যেখানে অগ্রীম পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং পরবর্তীতে পণ্য সরবরাহ করা হয়। এটা রপ্তানী অর্থায়ন। বাই-সালাম টার্ম দ্বারা এমন একটি বিক্রয় পদ্ধতিকে বুঝায় যেখানে ক্রেতা পূর্বেই পণ্যের মূল্য পরিশোধ করেন কিন্তু পণ্য বিলম্বে সরবরাহ করা হয়। অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বাই-সালাম বলে। বাই-সালামের পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রাহক বিক্রেতা এবং ব্যাংক ক্রেতা।

বাই-ইসতিশ্না (নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি)ঃ

বাই-ইস্তিশ্না পণ্য উৎপাদনের এমন একটি চুক্তি যেখানে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হয় এবং ভবিষ্যতের উক্তপণ্য সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হয়। গৃহ, প্ল্যান্ট, প্রজেক্ট, সেতু, রাস্তা ও হাইওয়ে নির্মাণের জন্য ইস্তিশ্না পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা হয়।

শেয়ার মেকানিজম (পার্টনারশিপ মোড)

মুদারাবাহ্ঃ

মুদারাবাহ একটি আরবি শব্দ যার অর্থ ভ্রমন। মুদারাবাহ্ শব্দটি দ্বারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করাকে বুঝায়। এটি অংশীদারিত্বের এমন একটি রূপ যেখানে একটি পক্ষ তহবিল/মূলধন প্রদান/সরবরাহ করে থাকে এবং অন্য পক্ষ অভিজ্ঞতা/মেধা ও শ্রমের জোগান দিয়ে থাকে। এখানে তহবিল/মূলধন যোগানদাতাকে বলা হয় "সাহিব-আল-মাল" এবং অভিজ্ঞতা/মেধা ও শ্রমের যোগানদাতাকে বলা হয় "মুদারিব"। পূর্ব-নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী দুই পক্ষ মুনাফা ভাগ করে নেয় আর লোকসান কেবল মাত্র তহবিল/মূলধন প্রদানকারীকে তা বহন করতে হয়।

মুশারাকা ঃ

মুশারাকা শব্দটি আরবী শিরকাত বা শরিকাত বা শির্ক শব্দটি থেকে এসেছে। আরবিতে শিরকাত বা শরিকাত বা শির্ক শব্দের অর্থ অংশীদারিত্ব। যৌথ অংশীদারি ব্যবসায় পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে লাভ এবং লোকসান ভাগাভাগি করে নেওয়ার চুক্তি হল মুশারাকা চুক্তি। যৌথ অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারকেই কম বেশি তহবিল/মূলধন যোগান দিতে হয়। ব্যাংক এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়ই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। তবে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহীতাকেই ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে থাকে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিনিয়োগ গ্রাহকই ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক মুনাফা ভাগাভাগি করে নেয়। লোকসান হলে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক তহবিল/মূলধন অনুপাতে ভাগ করে নেয়।

ইজারা মেকানিজম (লিজিং মোড)

ইজারাঃ

ইজারা শব্দের অর্থ বিবেচনা, প্রত্যাবর্তন, মজুরি, ভাড়া। মূলত ইজারা হল কোন সম্পদের পরিসেবার ভাড়া, মজুরি, প্রত্যাবর্তন, বিবেচনার বিনিময়। যে পদ্ধতিতে ব্যাংকের মালিকানাধীন কোন সম্পদ সৃষ্টি, অধিগ্রহণ বা বিল্ডিং আপের মাধ্যমে ভাড়া নেওয়া হয় তাকে ইজারা বলে। এই পদ্ধতিতে গ্রাহক সম্পদ/সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হারে ব্যাংককে ভাড়া প্রদান করে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে ব্যাংককে তা ফেরত দেয়। এক্ষেত্রে সম্পদের উপর ব্যাংকের একচ্ছত্র মালিকানা থাকে। তবে ইজারার মেয়াদ শেষে দামের বিষয়ে একমত হয়ে ব্যাংক সম্পদটি গ্রাহকের নিকট বিক্রি করতে পারে।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মেল্ক (অংশগ্রহণ মূলক মালিকানা) ঃ

শিরকাত অর্থ অংশীদারিত্ব। শিরকাতুল মেল্ক অর্থ মালিকানা ভাগাভাগি করা। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে মূলধন/তহবিল সরবরাহ করে সম্পদ ক্রয় করে ও চুক্তি অনুসারে সুবিধা ভোগ করে এবং স্ব স্ব মূলধন/তহবিলের অনুপাতে লোকসান বহন করে এধরনের চুক্তিকে শিরকাতুল মেল্ক বলা হয়। হায়ার পারচেজ (অংশগ্রহণ মূলক মালিকানা) পদ্ধতিতে জমি, ভবন, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ইত্যাদির মতো সম্পদ ক্রয় করার জন্য ব্যাংক এবং গ্রাহক সমপরিমাণে অথবা অনুপাতিক হারে অর্থ প্রদান করে। এরূপ সম্পদ ক্রয় করার পূর্বে মোট মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশ, পরিশোধের সময়সীমা, কিস্তির পরিমাণ, জামানতের ধরন প্রভৃতি নির্ধারণ পূর্বক চুক্তি সম্পাদিত হয়। যৌথভাবে প্রদানকৃত অর্থ দিয়ে যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদ ক্রয় করে চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা/লভ্যাংশ ভোগ করে এবং স্ব স্ব মূলধন/তহবিলের অনুপাতে লোকসান বহন করে। ব্যাংক যৌথ মালিকানাধীন এ সম্পদে তার নিজের অংশটি গ্রাহকের নিকট শর্ত অনুযায়ী ভাড়া দিয়ে থাকে। সম্পদের ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইউনিট প্রতি নির্দিষ্ট হারে ভাড়া প্রদান করা হয়। গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়ার প্রতিটি কিস্তি পরিশোধ করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের অংশ ক্রয় করে নেয়। শেষ অবধি চুক্তির মেয়াদ শেষে গ্রাহক সম্পদের পূর্ণ মালিক হয়ে থাকে।

কর্দ ঃ

কর্দ শব্দের অর্থ মুনাফা ছাড়া বিনিয়োগ প্রদান। এটি কোন প্রকার মুনাফা প্রদান ছাড়া শুধু মাত্র মূল টাকা ফেরত প্রদানের একটি আর্থিক সহযোগিতা চুক্তি। বিনিময়ে ব্যাংক কেবল সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে।

কর্দ-এ-হাসানা (ভাল বিনিয়োগ)ঃ

এই বিনিয়োগটি সুনামের ভিত্তিতে প্রদানকৃত এবং বিনিয়োগ গ্রহীতাকে কেবল মাত্র বিনিয়োগের মূল টাকা ফেরত প্রদান করতে হয়। যদিও বিনিয়োগ গ্রহীতা নিজ বিবেচনায় কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে পারে। তবে বিনিয়োগ গ্রহীতা সাধারণত বিনিয়োগ দাতাকে কোন অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেনা, এ ধরনের লেনদেন একেবারেই মুনাফা মুক্ত।

মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন

বাংলাদেশে শরীয়াহ পরিপালনে সচেষ্ট ব্যাংকগুলোর মধ্যে অন্যতম এমনকি দেশের প্রথম সারির ব্যাংকগুলোর মধ্যে নিজের অবস্থান সমুন্নত রেখে এগিয়ে চলছে আমাদের ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ কে দেশের এক নম্বর অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের এক ঝাঁক উদ্যমী তরুণ।

চলমান বাজার বিবেচনায় শরীয়াহ সম্মত নিত্য নতুন পণ্য ও সেবা জনগণের দোড়-গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন।

বিশ্বায়নের এ যুগে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও জনগণের চাহিদা বিবেচনাপূর্বক নিত্য নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন এর মাধ্যমে আমাদের ব্যাংকিং খাতে যুক্ত হয়েছে।

প্রোডাক্টঃ

মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন কর্পোরেট গ্রাহকদের চাহিদার কথা চিন্তা করে খুব শীঘ্রই বাজারে এফএসআইবিএল মার্চেন্ট নামে একটি প্রোডাক্ট চালু করতে যাচ্ছে। এছাড়াও গ্রাহকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় কলকারখানা শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করে Mudaraba Workers Saving Account "Majdoor" নামে শ্রমিকদের জন্য Salary হিসাব বাজারে নিয়ে আসছে।

হজ সেলঃ

মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন এর অধীনে হজ সেল কাজ করে যাচ্ছে ২০১৮ সাল হতে। সম্মানিত হজ যাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনকার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করার নিমিত্তে শাখা এবং উপশাখাসমূহের অফিসারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে হজ সেল। কোভিড -১৯ এর কারণে পরপর দুইবার আমাদের দেশ হতে কোন হজ যাত্রী হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গমন করতে পারেনি। তথাপিও সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০২১ সালে আমাদের ব্যাংকের ৩৮টি শাখায় ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার প্রাক-নিবন্ধন সম্পাদিত হয়েছে।

বিল ও ফি কালেকশনঃ

বর্তমানে আমরা ডেসকো, ডিপিডিসি, পিডিবি, নেসকো, পল্লীবিদ্যুৎ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, জালালাবাদ গ্যাস, বাখরাবাদ গ্যাস, কর্ণফুলী গ্যাসসহ আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইউটিলিটি বিল কালেকশন করে যাচ্ছি। ঢাকা ওয়াসার বিল কালেকশনে আমাদের ব্যাংক পরপর তিনবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর অধীনস্থ বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির সম্মানিত গ্রাহকগণের প্রি-পেইড মিটার কার্ড রিচার্জ সুবিধা চালু হয়েছে। ডেসকো লিমিটেড এর সঙ্গে প্রি-পেইড মিটার কার্ড রিচার্জ এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শাখা, উপশাখা, এজেন্ট আউটলেটগুলোর বিল গ্রহণের দরুন ব্যাংকের লো কস্ট ডিপোজিট বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালে বিভিন্ন প্রকার ইউটিলিটি বিল গ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ২,২১৪ কোটি টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। অটোমেটেড চালান সিস্টেম এর মাধ্যমে আমাদের ব্যাংক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব/কর ও বিভিন্ন সেবার ফি (পাসপোর্ট ফি) বাবদ ট্রেজারি চালানের অর্থ গ্রহণের জন্য এবং উল্লেখিত সকল প্রকার ইউটিলিটি বিল কালেকশনে মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন সকল শাখা, উপশাখা ও Agent Outlet কে সার্বক্ষণিক সহযোগিতাসহ প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে।

সকল প্রকার ইউটিলিটি বিল ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিশোধের লক্ষ্যে কাজ চলছে। শীঘ্রই নেসকো লিমিটেড এর প্রি-পেইড বিল আমাদের ব্যাংকের সকল শাখায় অনলাইন পদ্ধতিতে পরিশোধ করা যাবে। আমাদের ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপস এফএসআইবিএল ক্লাউড এর সঙ্গে সকল প্রকার ইউটিলিটি বিল কালেকশন যুক্ত করার লক্ষ্যে মার্কেটিং ডিভিশন প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

চুক্তি সম্পাদনঃ

দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার লক্ষ্যে মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ বিদ্যুতায়ন বোর্ড হতে অনুমোদন গ্রহণের মাধ্যমে খাতুনগঞ্জ শাখার অধীনে ফিশারী ঘাট উপশাখায় উক্ত অঞ্চলের গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিল গ্রহণের জন্য কালেকশন হিসাব খোলা হয়েছে। সম্প্রতি ম্যাটাডোর (Matador), ক্রাউন সিমেন্ট (Crown Cement), প্রাণ আরএফএল গ্রুপ এর Consumer, এগ্রো এবং ACI গ্রুপ এর সুপার শপ স্বপ্ন এর সঙ্গে তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কালেকশন হিসাব খোলার ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়েছে।

ব্যাংকের গ্রাহক, কর্মরত নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উন্নত চিকিৎসা সেবা সুলভ মূল্যে নিশ্চিত এবং হোটেল রেস্টুরেন্টে সেবা উপভোগের ক্ষেত্রে ছাড় সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য মেডিকেল, ডায়াগনিস্টিক সেন্টার, হোটেল রেস্টুরেন্ট এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে এবং চুক্তি সম্পাদন অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ইন্সুরেন্স এর জীবন বীমা দাবি আদায়ের কাজ করে যাচ্ছে মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন।

ক্যাম্পেইন ঃ

মার্কেটিং ডিভিশন সময়ের সঙ্গে তালমিলিয়ে বিভিন্ন ধরণের ক্যাম্পেইন আয়োজন করে থাকে। ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে গ্রাহক বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করণেরলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন ।

প্রোডাক্টসমূহঃ	সেবাসমূহঃ
আলওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব	মোবাইল অ্যাপস (এফএসআইবিএল ক্লাউড)
আলওয়াদিয়াহ কারেন্টপ্লাস একাউন্ট (মর্যাদা)	এটিএম সার্ভিস
আল-ওয়াদিয়াহ প্রিমিয়াম একাউন্ট (সম্মান)	এসএমএস সার্ভিস
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (স্টাফ)	মোবাইল ব্যাংকিং
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	অনলাইন ব্যাংকিং
মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব	সন্ধ্যাকালীন ব্যাংকিং
মুদারাবা শ্রমজীবী সঞ্চয়ী হিসাব (মেহনতি)	ইন্টারনেট ব্যাংকিং
মুদারাবা শিক্ষার্থী সঞ্চয়ী হিসাব (অংকুর)	অফশোর ব্যাংকিং
মুদারাবা বেতন সঞ্চয়ী হিসাব (প্রাপ্তি)	স্কুল ব্যাংকিং
মুদারাবা সিনিয়র সিটিজেন সঞ্চয়ী হিসাব (প্রবীণ)	এজেন্ট ব্যাংকিং
মুদারাবা নিউ জেনারেশন সঞ্চয়ী হিসাব (প্রজন্ম)	রেমিটেন্স সেবা
মুদারাবা এজেন্ট সঞ্চয়ী হিসাব (ফার্স্ট পে সিউর ক্যাশ)	লকার সেবা
মুদারাবা ওয়ার্কাস সঞ্চয়ী হিসাব (মজদুর)	কিউআর মার্চেন্ট সেবা
মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট হিসাব (এসএনডি)	কালেকশন বুথ
নন রেসিড্যানশিয়াল ফরেন কারেন্সি হিসাব	ইউটিলিটি বিল কালেকশন
মুদারাবা মেয়াদি আমানত হিসাব	হজ সেল
মুদারাবা মাসিক মুনাফা প্রকল্প	কমপ্লেইন সেল
মুদারাবা মাসিক মুনাফা প্রকল্প (মুরুব্বি)	ই-কে ওয়াই সি সলিউশন (ফ্রিডম)
মুদারাবা মাসিক মুনাফা প্রকল্প (মহিয়সী)	যাকাত ফান্ড
মুদারাবা সঞ্চয় প্রকল্প (সঞ্চয়)	ইজিপি সেবা
মুদারাবা আমানত দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রকল্প	কল সেন্টার- ১৬২৫৭।
মুদারাবা মানি প্ল্যান্ট আমানত প্রকল্প (প্রয়াস)	ই-চালান।
মুদারাবা গৃহিণী আমানত প্রকল্প (ঘরণী)	
মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ ডিপোজিট স্কীম	
মুদারাবা হজ সঞ্চয়ী হিসাব	
মুদারাবা বিবাহ আমানত প্রকল্প (বন্ধন)	
মুদারাবা চিকিৎসা আমানত প্রকল্প (নিরাময়)	
মুদারাবা শিক্ষা আমানত প্রকল্প (আলো)	
মুদারাবা পেনশন আমানত প্রকল্প (অবসর)	
মুদারাবা মিলিয়নিয়ার আমানত প্রকল্প (অগ্রসর)	
মুদারাবা ক্রোড়পতি আমানত প্রকল্প (উন্নতি)	
মুদারাবা প্রবাসী আমানত প্রকল্প (স্বদেশ)	
মুদারাবা মাসিক জমা প্রকল্প	
মুদারাবা মুসাফির ডিপোজিট স্কীম (মুসাফির)	
মুদারাবা নিউ জেনারেশন ডিপোজিট স্কীম (উদ্দীপন)	
মুদারাবা গিফট চেক (শুভেচ্ছা)	

পরিশেষে বলা যায় যে ব্যাংকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমানতের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আনীত আমানতের সামগ্রিক রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ এবং বিদেশগামীদের জন্য ইউকে সলভেন্সী সার্টিফিকেট আমাদের মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন হতে ইস্যু করা হয়।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (Management Information System) সংক্ষেপে এমআইএস (MIS) হল একটি তথ্য পদ্ধতি বা ব্যবস্থা, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমন্বয়, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, বিশ্লেষণের পাশাপাশি যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্যের দর্পণার্থে ব্যবহৃত হয়। সেই সাথে সামঞ্জস্য রেখে, অত্র ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন তথ্য প্রযুক্তি, ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করে যাতে ডাটা রেকর্ড, সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যায় আর এভাবে তথ্য সম্মুখে প্রতিবিম্বনের মাধ্যমে ব্যাংকের ভিতরে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা সিদ্ধান্ত নিতে, বিভিন্ন উৎস থেকে ডাটা আহরণ করতে পারে এবং এতে সম্যকদর্শন ও সূক্ষ্মদৃষ্টির বিকাশ ঘটে যা ব্যাংকের ব্যবসার প্রসার ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ব্যবসার মূল্য ও লাভ বাড়ানোর নিমিত্তে ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে ব্যাংকের মানদন্ড ও অবস্থান নির্ণয় ও পরিমাপ করতে সাহায্য করা এবং তা করা হয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সময়মত ও যথাযথ তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশনের উদ্দেশ্যঃ

এফএসআইবিএল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশনের বাস্তবসম্মত উদ্দেশ্য রয়েছে যার মাধ্যমে ব্যাংকের বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে পারে, সমস্যাগুলি খুঁজে বের করতে পারে, ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা তুলনা করতে পারে এবং সর্বোপরি, ব্যাংকের আর্থিক মানদন্ড নিরূপণের মাধ্যমে ব্যাংকের উন্নয়নে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ন্যায় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলোর পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে কৌশল গ্রহণ করতে পারে।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশনের তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়ার চিত্র-

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশনের কার্যক্রমসমূহঃ

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন সাধারণত অত্র ব্যাংকের শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে যাতে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে যথাসময়ে নির্ভুলভাবে ও ধারাবাহিকভাবে তথ্য প্রদান করতে পারে এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং দ্রুতসিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের কার্যকারিতার মান বাড়াতে ও পরিসেবার গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়োজনানুযায়ী শুধু দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করে না বরং আইএসএস (ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম) প্রস্তুত করার মাধ্যমে শাখার সমস্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। বাংলাদেশ ব্যাংককে রিপোর্ট করা ছাড়াও, সময়ে সময়ে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে রিপোর্ট করে। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন প্রধানত বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, অফ-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, গবেষণা বিভাগ এবং পরিসংখ্যান বিভাগগুলোর সাথে যোগাযোগসহ উল্লেখিত বিভাগগুলোকে অত্র ব্যাংকের প্রতিবেদন সরবরাহ করে। এছাড়াও, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন নিম্নোক্ত রিপোর্টগুলো প্রস্তুত করেঃ

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন এর রিপোর্টিং কার্যক্রমসমূহ-

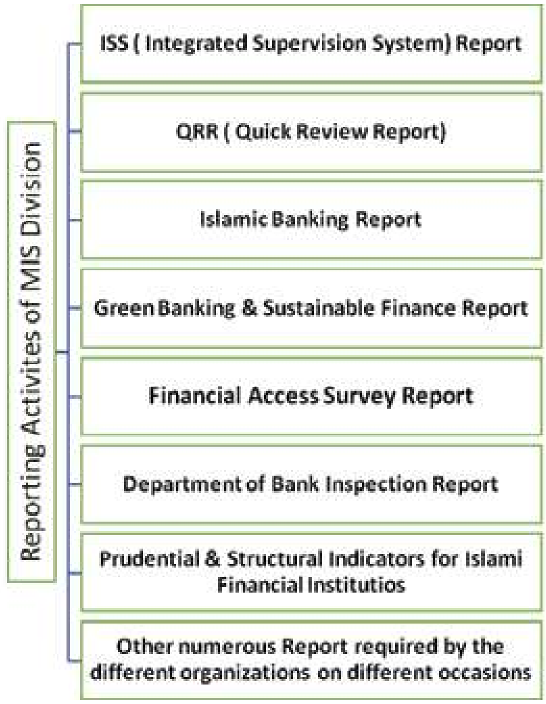

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন প্রতি মাসে আইএসএস রিপোর্ট প্রস্তুত এবং নির্ভুল আইএসএস রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টালে দাখিলের নিমিত্তে ১৯৬ শাখার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করে। আইএসএস শিটে ১৯৬ শাখার সামগ্রিক কার্যক্রমের তথ্য দাখিলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখার মানদন্ড ও অবস্থান পরিমাপের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী আইএসএস মনিটর শীট প্রতি মাসে সকল শাখায় পাঠায়। এফএসআইবিএল শাখাগুলি ডাটা ক্রস চেক করার জন্য আইএসএস প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে আইএসএস রিপোর্টিং মাসে আইএসএস মনিটর শীটে দাখিল করা একই ডাটা এফএসআইবিএল সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিকট সরবরাহ করে।

পরে, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন ১৯৬ শাখা কর্তৃক প্রেরিত আইএসএস রিপোর্ট সঠিক নিরূপণার্থে চেক করে এবং তারপরে আইএসএস রিপোর্টের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন সংশ্লিষ্ট বিভাগের মান ডাটার সাথে ক্রস চেক করার জন্য কনসোলিডেটেড আইএসএস (Consolidated ISS) সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠায়।

এইভাবে, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে আইএসএস রিপোর্টের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে, ১৯৬ শাখা নিজ নিজ আইএসএস রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার পর, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন সবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টালে কনসোলিডেটেড আইএসএস (Consolidated ISS) রিপোর্ট আপলোড করে।

আইএসএস ছাড়াও, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টালে দৈনিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের RIT (Rationalized Input Template) আপলোডসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের জন্য অত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে QRR (Quick Review Report) প্রস্তুত করে।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত টেমপ্লেট অনুযায়ী বার্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের নিমিত্তে ডিবিআই (Department of Bank Inspection) প্রতিবেদন তৈরি করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টালে Enterprise Data Warehouse (EDW)-এর অধীনে জমা দিতে হবে এমন অন্য যেকোনো টেমপ্লেট সরবরাহ করলেও তা ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও শাখার সাথে যোগাযোগ করে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন দাখিল করে। বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দ্বারা উত্থাপিত বিভিন্ন ধরণের জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধানের জবাবও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশন প্রদান করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং-এ ফিন্যান্সিয়াল তথ্য-উপাত্তের জন্য MIS-এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণে, MIS বিভাগকে মডার্নাইজড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের (MIS) কেন্দ্রে পরিণত করতে, এফএসআইবিএল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর প্রয়োজন অনুসারে এফএসআইবিএল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিভিশনকে সুসজ্জিত করার প্রক্রিয়া চলছে; যা

এফএসআইবিএল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ব্যাংকের ব্যবসায়িক প্রসার ও প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে, এমন ভাল সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা এবং উন্নত তত্ত্বাবধান গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

অফশোর ব্যাংকিংঃ

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ গত ৫ই আগস্ট ২০২০ তারিখে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) চালুর মাধ্যমে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসার কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি পত্র নং- বিআরপিডি(ওবি)/৭৪৪(১২৬)/২০২০-৪৭৩৫ এবং ৪৭৩৭ তাং-০৬ জুলাই ২০২০ অনুযায়ী সকল নিয়ম ও নির্দেশিকা পরিপালন করে অফশোর ব্যাংকিং বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে।

অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) বিদেশ হতে আমদানির বিপরীতে স্বীকৃত ইউজ্যান্স/বিলম্বিত আমদানি বিল এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানির বিপরীতে ইউজ্যান্স/বিলম্বিত রপ্তানি বিল ডিসকাউন্ট/ক্রয় করে থাকে। ২০২১ সালে ইউজ্যান্স/ বিলম্বিত আমদানি এবং রপ্তানি বিলের বিপরীতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট হতে ব্যাংক মাঃ ডলার ১৮১,৯৯৬.১৪ মুনাফা অর্জন করে, বাংলাদেশী টাকায় যাহার পরিমাণ ১,৫৬,১০,৭১৮.৯১ টাকা।

পেমেন্ট সিস্টেম ডিভিশন ও কার্যাবলীঃ

আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যবস্থা বা পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম এর অবস্থান নগদ লেনদেনের পরেই অবস্থিত একটি পদ্ধতি, যা পণ্য ও সেবার বিনিময়ের ফলে উদ্ভূত আর্থিক দায়বদ্ধতা নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন গ্রাহক আরেকজন গ্রাহক/ব্যবসায়ী অথবা অন্য একজন গ্রাহকের সাথে আর্থিক বিনিময় করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে পারে।

দেশের ব্যাংকিং খাতের লেনদেনসমূহ দ্রুত, ঝুঁকিহীন ও সহজতর করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত মুদ্রানীতির যথাযথ বাস্তবায়নে পেমেন্ট সিস্টেমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম এর সহয়তায় আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা হয়, মুদ্রার গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে উন্নয়ন টেকসই হয়। একটি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক উন্নত ও নিরাপদ পেমেন্ট সিস্টেমস, প্রচলিত মুদ্রার উপর জনসাধারণের আস্থার পাশাপাশি প্রচলিত ব্যয়সাপেক্ষ কাগুজে মুদ্রার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে ব্যয় সাশ্রয়ী ইলেক্ট্রনিক মুদ্রার প্রচলন ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেম রেগুলেশনস ২০১৪ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর জন্য একটি আইনী কাঠামোর খসড়া ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ এর ৭ (এ) (ই) ধারা অনুযায়ী এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ২৬ জুলাই ২০১২ পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট গঠিত হয়। পূর্বে এই ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক এর কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এবং পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগের আওতায় ছিল। দেশের ব্যাংকিং খাতের লেনদেনসমূহ দ্রুত, ঝুঁকিবিহীন ও সহজতর করার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নে আধুনিক স্বয়ংক্রীয় পেমেন্ট সিস্টেম এর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সিস্টেম এর উন্নয়ন, আধুনিকায়ন, ঝুঁকি হ্রাস ও নিরাপত্তা বিধানে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক ইলেকট্রনিক ভিত্তিক এ ব্যবস্থা প্রসারের ফলে একদিকে যেমন গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি অপরদিকে ব্যবসা বাণিজ্যও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর পেমেন্ট সিস্টেম ডিভিশন এর শুরুঃ

মানবসম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয় এর ২০১৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী তিনটি পৃথক ইউনিট ব্যাচ, বিইএফটিএন এবং আরটিজিএস নিয়ে পেমেন্ট সিস্টেম ডিভিশন গঠিত হয়। এটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে একটি পৃথক বিভাগ হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এর অবস্থান ২৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমঃ

আমাদের দেশের মানুষ প্রধানত নগদ লেনদেনে অভ্যস্ত। বেশিরভাগ খুচরা লেনদেন নগদে সম্পন্ন হয়। কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি চেক ব্যবহার করেন। জনপ্রিয় ইলেক্ট্রনিক লেনদেনের মাধ্যম হল ব্যাচ, বিইএফটিএন এবং আরটিজিএস। বর্তমানে আমাদের ব্যাংকের ইলেক্ট্রনিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত মাধ্যমগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস)ঃ

দেশের প্রচলিত চেক ক্লিয়ারিং পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) ২০১০ সালে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) একদিনের মধ্যে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে। বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) এর প্রক্রিয়া ২টি ধাপে সম্পন্ন হয়, এগুলো হচ্ছে হাই ভ্যালু (৫,০০,০০০ টাকা বা তদুর্ধ) এবং রেগুলার ভ্যালু ।

শুরুতে কোন চার্জ ছিল না, কিন্তু ২০১২ সাল থেকে এই পরিসেবার জন্য চার্জ ধার্য করা হয়। এটি গ্রাহকের হিসাব থেকে ডেবিট করে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং উপস্থাপনকারী ব্যাংকের মধ্যে নিম্নলিখিত হারে বন্টন করা হয়:

সেশন	তফসিল ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক	ভ্যাট	সর্বমোট টাকা
হাই ভ্যালু	৮.৫০	৫০.০০	১.৫০	৬০.০০
রেগুলার ভ্যালু	১.৭০	৮.০০	০.৩০	১০.০০
রেগুলার ভ্যালু (৫ লাখ এর উপরে)	৪.২৫	২০.০০	০.৭৫	২৫.০০
৫০,০০০ টাকা মূল্যমানের নিচে চেকের ক্ষেত্রে কোন চার্জ লাগে না।				

বিএসিপিএস এর মাধ্যমে -২০২১ মোট লেনদেন।

ইনওয়ার্ড		আউটওয়ার্ড	
চেক নাম্বার	টাকা (কোটি)	চেক নাম্বার	টাকা (কোটি)
৩২০২০৮	১০৩,৬৭৬.০০	৩২৮৭০৪	১১৫,১৫৫.০০

বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) এর প্রক্রিয়াকে গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার জন্য ব্যাচ সিস্টেম এর আপডেট ভার্সন ব্যাচ-২ চলতি বছরে স্থাপিত হয়েছে এবং বর্তমানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯ সালের অক্টোবার মাসের ২৪ তারিখে ব্যাচ-২ লাইভ অপারেশনে গিয়েছে, যার মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার চেকের পাশাপাশি খুব শীঘ্রই বৈদেশিক মুদ্রার চেকও লেনদেন করা যাবে।

বিইএফটিএন (বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক)ঃ

২০১১ সালে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশে প্রথমবারের মত ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেডিট এবং ডেবিট উভয় ধরনের লেনদেনই সম্পাদন করা হয়। বিইএফটিএন ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতি হচ্ছে একটি নির্দেশনাভিত্তিক নিরাপদ আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতি। বিইএফটিএন এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে কোনরূপ চার্জ নেই। এই ব্যবস্থাটি একই সাথে অনেক লেনদেন সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এর মাধ্যমে পরিশোধিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে, সরকার এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ সরাসরি এর সুবিধাভোগীদের হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইএফটিএন ক্রেডিট লেনদেনঃ

ইএফটিএন ক্রেডিট লেনদেনে গ্রাহক তার/কোম্পানী হিসাব ডেবিট করে অন্য ব্যাংকের গ্রাহক/কোম্পানীর হিসাবে টাকা পাঠাতে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ক্রেডিট লেনদেনের মধ্যে বেতন/ভাতা প্রদান, ডিভিডেন্ট/ইন্টারেস্ট/রিফান্ড ওয়ারেন্ট পেমেন্টসহ দেশের অভ্যন্তরে সবধরনের আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর সম্ভবপর হয়।

ইএফটিএন ডেবিট লেনদেনঃ

ইএফটিএন ডেবিট লেনদেনে গ্রাহক অন্য ব্যাংকের গ্রাহক/কোম্পানীর হিসাব ডেবিট করতে/কোম্পানী হিসাবে টাকা আনয়ন করতে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে শুধুমাত্র কোম্পানী হিসাবধারীরাই ডেবিট লেনদেনের নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। ডেবিট লেনদেনের মাধ্যমে ইউটিলিটি বিল, ঋণের কিস্তি, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি আদায় করা সম্ভবপর হয়। বিইএফটিএন প্রচলিত কাগুজে অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতিকে রদ করে দ্রুত ও দক্ষভাবে আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সহজতর করে। বিইএফটিএন টিম কেন্দ্রীয়ভাবে ইনওয়ার্ড ইএফটি লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে। ইনওয়ার্ড ইএফটি লেনদেনের মধ্যে আছে বৈদেশিক এবং আন্তঃব্যাংক রেমিটেন্সসমূহ। বিইএফটিএন টিম বৈদেশিক রেমিটেন্স আমাদের আন্তর্জাতিক বিভাগ হতে গ্রহণ করে এবং বিইএফটিএন প্রক্রিয়া এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের হিসাবধারীর নিকট প্রেরণ করে। বর্তমানে ইএফটি লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২৪ ঘন্টায় ২টি সেশন চালু করেছে।

কোম্পানীসমুহ হতে বিদেশি রেমিটেন্স গ্রহণ করা হয়	ডিভিডেন্ট পরিশোধ করা হয়	অন্যান্য সেবাসমুহ
ইতালি এক্সচেঞ্জ হাউজ আল মুজাইনি ট্রান্সফাস্ট ব্র্যাকসাজন এক্সপ্রেস মানি প্লাসিড	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিঃ (এফএসআইবিএল) নর্দার্ন জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিল মিলস লিমিটেড	শেয়ার বিক্রয়ঃ আলহাজ্ব সিকিউরিটিজ ও রেপিড সিকিউরিটিজ কামরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় এর বেতন ব্যান বেইস (বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্টাটিসটিক্স) এর অবসর সুবিধা এবং শিক্ষকদের জন্য কল্যান ফান্ড সন্ধানি লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড (লভ্যাংশ পরিশোধ)

ইএফটি (২০২১) এর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সংখ্যার লেনদেনসমুহ প্রক্রিয়া করা হয়ঃ

লেনদেন সংখ্যা -২০২১ (ইনওয়ার্ড এবং আউটওয়ার্ড)	টাকা
৯৪৬১৬৬ টি	১২১,২৩৫ কোটি

বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) এর প্রক্রিয়াকে গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার জন্য ব্যাচ সিস্টেম এর আপডেট ভার্সন ব্যাচ-২ চলতি বছরের ২৪ শে অক্টোবর স্থাপিত হয়েছে এবং বর্তমানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাচ-২ এর মাধ্যমে বিইএফটিএন এ বৈদেশিক মুদ্রাও লেনদেন করা যাবে এবং বিইএফটিএন লেনদেনে একের অধিক সেশন চালু হওয়ায়, দিনের মধ্যে লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি এবং ব্যাংকি কার্যক্রম সহজলভ্য করার লক্ষ্য FSIBL-CLOUD নামে একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসে নিজেরা বিইএফটিএন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফান্ড ট্রান্সফার, ঋণের কিস্তি, ক্রেডিট কার্ড বিল ইত্যাদি প্রদান করতে পারে।

বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি- আরটিজিএস)ঃ

বিডি- আরটিজিএস হল একটি আন্ত- ব্যাংক ফান্ড স্থানান্তর নেটওয়ার্ক যেখানে ফান্ডসমূহ রিয়েল টাইমে এবং গ্রস সেটেলমেন্ট হিসাবে এক ব্যাংক হতে অন্য ব্যাংককে স্থানান্তর হয়। রিয়েল টাইম সেটেলমেন্ট অর্থ হল লেনদেন কোন সময়ের উপর নির্ভরশীল নয়, তৎক্ষনাৎ টাকা স্থানান্তর হয়। গ্রস সেটেলমেন্ট অর্থ হল প্রতিটা লেনদেন পৃথকভাবে সম্পন্ন হয়। বিডি- আরটিজিএস পদ্ধতিতে হাই ভ্যালুতে (১,০০,০০০টাকা অথবা তদূর্ধ) টাকা স্থানান্তর করা যায়।

এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন চার্জ গ্রহণ করে না কিন্তু উপস্থাপনকারী ব্যাংক সর্বোচ্চ টাকা ১০০/- গ্রাহকের হিসাব হতে চার্জ হিসেবে গ্রহণ করে।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ২০২১ এ নিম্ন বর্ণিত সংখ্যার লেনদেনসমূহ সম্পন্ন করা হয়ঃ

আরটিজিএস-২০২১			
ইন ওয়ার্ড		আউট ওয়ার্ড	
লেনদেন সংখ্যা	কোটি টাকা	লেনদেন সংখ্যা	কোটি টাকা
৭০৭৭৮	৮,২১৩.০০	৯৮৫২০	১০,৩০৮.০০

এফএসআইবিএল আরটিজিএস কার্যক্রমসমূহঃ

শুরু থেকেই আরটিজিএস কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের ব্যাংকের ১৯৬টি শাখা ও ১৩৬টি উপ-শাখা আরটিজিএস লেনদেনের আওতাভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় আরটিজিএস টীমের সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এই লেনদেন সম্পাদন করা হয়। যে কোন লেনদেন রিটার্ন হলে তা ৩০ মিনিট এর মধ্যে সমাধান হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং গ্রাহক তার ব্যক্তিগত হিসাব থেকে আরটিজিএস এর মাধ্যমে টাকা তার প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানান্তর করতে পারে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কাস্টমস ডিউটি প্রদান করা যায়। সকল তফসিলি ব্যাংক এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সোনালী ব্যাংকের বি ওয়াপদা শাখায় কাস্টমস ডিউটি পাঠাতে পারে। এছাড়া, ব্যাংকিং কার্যক্রম সহজলভ্য করার লক্ষ্যে FSIBL-CLOUD নামে একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসে নিজেরা আরটিজিএস লেনদেন করতে পারবেন।

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগঃ

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ ব্যবসায় ক্রিয়াকলাপকে উন্নত ও বিস্তারের জন্য নতুন পণ্য এবং প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের ব্যবসায় কার্যক্রম হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। আমাদের ব্যাংকের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ ২০১০ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে সম্ভাবনাময় এই বিভাগটি ব্যাংকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট দল নিয়ে গঠিত। দলটি সর্বদা নতুন নতুন উদ্ভাবনের সন্ধান করে এবং আমাদের দেশের অন্যান্য তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে আমাদের ব্যাংকের আলোকময় অবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখছে।

ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে

- বাংকের উদ্দেশ্য, দর্শন, মূল ব্যবসায়িক কৌশল হাল নাগাদকরণে যথাযথ ভূমিকা পালন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকনির্দেশনা অনুসারে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের পালনীয় আচরণবিধি প্রস্তুত করে এবং ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (সংশোধিত ২০১৩ এবং ২০১৮) অনুসারে ব্যাংকের কর্পোরেট গভর্নেন্স বিধিমালা প্রস্তুতকরণে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে।
- বিআইবিএম, বিআইডিএসসহ অন্যান্য বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে ব্যাংকের পক্ষ থেকে চাহিদাকৃত তথ্য সরবরাহ করে আসছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসারে ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য পরিচালনা পরিষদের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আসছে।

সহায়ক কার্যক্রম

- ব্যবসায়িক সম্মেলনে শীর্ষ কর্মকর্তাদের জন্য বক্তব্য এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা প্রস্তুত করণ।
- ইউটিলিটি বিল সংগ্রহে উৎসাহ প্রদানের জন্য শাখাগুলোকে লাভ ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য "প্রেষণা ভাতা" প্রস্তাব করেছে।
- নতুন নতুন শরিয়াহ ভিত্তিক সেবাপণ্য সৃষ্টি এবং বিক্রয় কৌশল নির্ধারণের পরামর্শ প্রদান করে আসছে।
- মুদ্রানীতি ও সরকারের অর্থায়ন নীতি বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্তসার উচ্চ ব্যবস্থাপনা পরিষদবৃন্দের নিকট উপস্থাপন।
- অনুষদবৃন্দের জন্য শ্রেণীকক্ষের প্রশিক্ষণ উপাদান প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদান করছে।
- ব্যাংকিং ব্যবসার প্রধান প্রধান সূচক সমূহ সময় ভিত্তিক উপস্থাপন করছে।
- সমসাময়িক ব্যাংক গুলোর সেবা মূল্য তুলনা করে ব্যাংকের জন্য লাভজনক সেবামূল্য তালিকা প্রস্তুত করণে সহায়তা প্রদান করেছে।
- বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বার্তা প্রস্তুত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- বিভিন্ন পাবলিক পলিসি যেমন মুদ্রা নীতি ও আর্থিক নীতির পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন নির্দেশিকা বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে শীর্ষ ব্যবস্থাপনাকে পূর্বাভাস প্রদান করে।

প্রকাশনা

- বিভাগটি ব্যাংকিং পরিভাষায় ***'ব্যবহারিক ব্যাংকিং শব্দকোষ'*** নামে একটি বাংলা অভিধান তৈরি ও প্রকাশ করেছে। বইটি পাঠকমহলে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।
- ***"মাসিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা"*** শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত জার্নাল প্রকাশ করে আসছে।
- প্রতিবছর এই বিভাগ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোর নিরীক্ষিত বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন সূচক নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আসছে যা বাংলাদেশে যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গবেষণার জন্য কার্যকরী।
- মুনাফা-লোকসান, আমানত-বিনিয়োগ, রফতানি-আমদানি, বিভিন্ন অনুপাত বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস, SWOT বিশ্লেষণ এবং PESTLE বিশ্লেষণসহ নানা মাত্রিক গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আসছে।
- সহকর্মীদের দক্ষতা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সময়ে "জমি সংক্রান্ত দলিলাদি চিহ্নিতকরণ, ইনকোটার্ম এবং বিদেশী বাণিজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সম্পর্কে জানা" এর মতো বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করে আসছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ

বিশ্বব্যাপী সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহকদের কাছে বিস্তৃত পরিসরে সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যক্রমে জড়িত থাকায় ব্যাংকিং খাত বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। প্রধান ঝুঁকিগুলি হল ঃ তারল্য ঝুঁকি, বিনিয়োগের ঝুঁকি, মুনাফা হার সংক্রান্ত ঝুঁকি, অপারেশনাল ঝুঁকি এবং কৌশলগত ঝুঁকি, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি ব্যাংকের টিকে থাকা এবং অর্জিত সাফল্যকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। তাই ব্যাংকসমূহ তাঁর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়নের জন্য কিছু নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ বিগত এক দশক যাবত ব্যাংক পরিচালনায় ক্রমবর্ধমান দক্ষতা দেখিয়ে আসছে। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের যুগে ব্যাংকিং খাতের যেমন উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটছে তেমনি ব্যাংকের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে ঝুঁকির বিষয়টিও ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, যা পরিহার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমানে, ব্যাংকসমূহ শাখা, উপ-শাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং বুথ, এটিএম বুথ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের নেটওয়ার্কসমূহ সম্প্রসারিত করছে যেখানে ঝুঁকিসমূহ ব্যাপকভাবে যুক্ত রয়েছে। অতএব, ব্যাংকসমূহ টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ঝুঁকিসমূহকে দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, ব্যাংকের ঝুঁকি চিহ্নিত করে দক্ষতার সাথে ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা টীমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ঝুঁকি হলো সম্ভাব্য কোনো অনিশ্চয়তা, ঘটনা, ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তা যা কোনো কিছুর সাংগঠনিক উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের ক্ষমতাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো সম্পদের সমন্বিত ও মিতব্যয়ী প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ঝুঁকিসমূহ কার্যকরী ও ফলপ্রসূভাবে চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাস করার একটি প্রক্রিয়া।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই মূল বিষয় এবং ঝুঁকি প্রোফাইলকে প্রভাবিত করে এমন সবকিছুই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজটি সব ব্যাংকেই একই রকম হওয়ার প্রয়োজন নেই বিধায় আমাদের ব্যাংক কর্তৃক স্বতন্ত্র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০২১ইং প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ঝুঁকি বিষয়ে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশিকাটি সরবরাহ করা হয়েছে।

আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর ব্যাংকিং খাত সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো ব্যাংকের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিতভাবে ঝুঁকি গ্রহণ করা যাতে দক্ষতার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই মুনাফা করা যায়। ঝুঁকি গ্রহণ করা ব্যাংকিং ব্যবসায়ের একটি অন্তর্নিহিত উপাদান এবং লাভের অংশ হলো এই ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার। নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ভালো তথ্যের সমন্বয় এবং বাজার দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সন্তোষজনক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা সর্বদাই পরিবর্তনশীল।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত 'ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা' অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পেশাদার ও দক্ষ কর্মকর্তা ও নির্বাহীদের নিয়ে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ' গঠন করে। ব্যাংকে দুই ধরনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে ঃ পর্ষদ পর্যায় ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়।

'পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি'-তে চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসেবে আছেন দু'জন পরিচালক। এই কমিটি ব্যাংকের ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা নির্ধারণ করে, ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি পর্যালোচনা ও অনুমোদন করে, পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ রাখা ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়া কার্যকর ও প্রয়োগ করে এবং ব্যাংকের সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিপালন তদারকি করে।

একজন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চেয়ারম্যান করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'নির্বাহী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি' রয়েছে। এই কমিটি মূলধন অনুপাত ও মূলধন মিশ্রণ এর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে, স্থিতিপত্র ও তহবিল কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবসায় ইউনিটসমূহের জন্য ঝুঁকি নীতি প্রণয়ন করে, সার্বিক বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারণ করে এবং ব্যাংকের বর্তমান ও সম্ভাব্য পরিচালন ঝুঁকি নিয়ামকসমূহ চিহ্নিত করে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ALCO (Asset Liability Management Committee) ব্যাংকের বাজার ঝুঁকি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে।

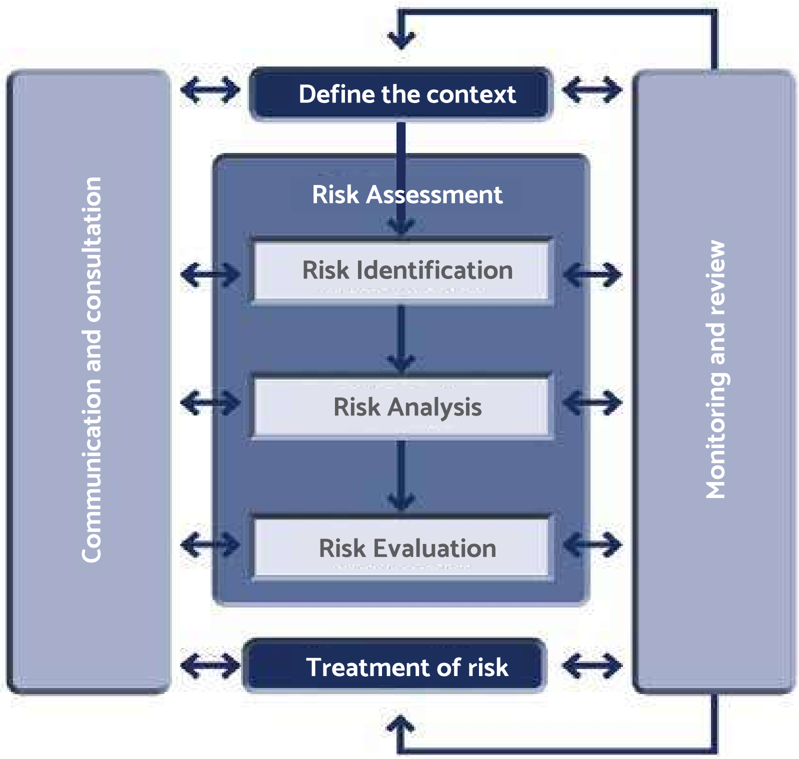

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে আটটি ভিন্ন ডেস্কের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে; যেগুলো ব্যাংকের মূল কার্যক্রমসমূহের আওতাধীন, যেমন ঃ ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (আইআরএম) ডেস্ক, ফরেন এক্সচেঞ্জ (এফএক্স) ডেস্ক, এ্যাসেট-লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট (এএলএম) ডেস্ক, ইন্টারনাল কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লায়েন্স (আইসি এন্ড সি) ডেস্ক, স্ট্রেস টেস্ট ডেস্ক, এএমএল এন্ড সিএফটি ডেস্ক, ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডেস্ক এবং ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ডেস্ক।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ-এর অর্গানোগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অফ-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট-এর সার্কুলার নং-০৪, তারিখ ঃ ০৮/১০/২০১৮ ইং মোতাবেক আমাদের ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্গানোগ্রাম নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে ঃ

Risk Management Organogram:

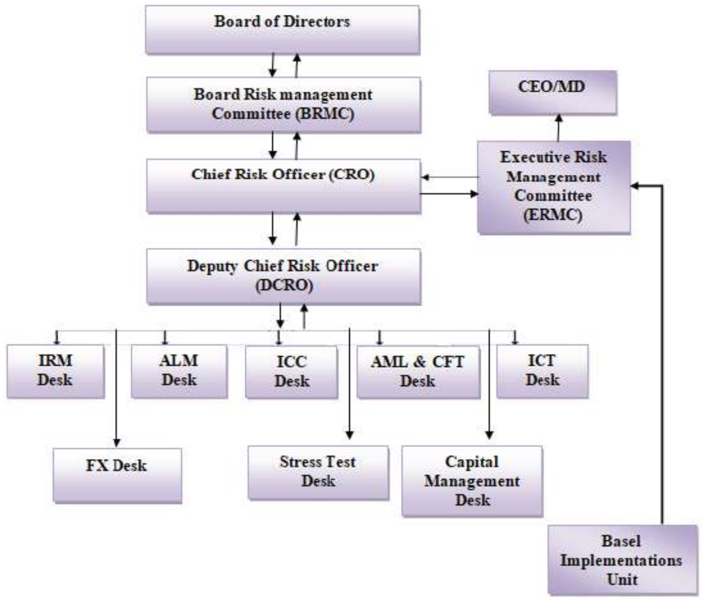

এই বিভাগ মাসিক/ ত্রৈমাসিক এবং ষান্মাসিক 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন' প্রস্তুত করে যা মাসিক/ ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয় এবং সভার কার্যবিবরণীসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হয়। ব্যাংকের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে এমন একটি 'ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক বিবরণী' উক্ত মাসিক/ ত্রৈমাসিক এবং ষান্মাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হয়। এই বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক বার্ষিক Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যা পর্ষদ সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং পর্ষদ কর্তৃক যথাযথ অনুমোদনের পর প্রতি বছর ৩১ মে এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে গঠিত ১২ সদস্য বিশিষ্ট SRP Team বাংলাদেশ ব্যাংকের SREP Team এর সাথে উক্ত ICAAP প্রতিবেদন এবং Supplimentary Documents এর ভিত্তিতে ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন নিরূপণের জন্য সংলাপে অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Stress Testing Report প্রস্তুত করা হয়; যা পর্ষদ সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং পর্ষদ সভা কর্তৃক যথাযথ অনুমোদনের পর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত 'ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা' অনুসরণ করে এই বিভাগ 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৫' প্রস্তুত করেছে। পরবর্তীতে ০৮ অক্টোবর, ২০১৮ সালের DOS সার্কুলার নং ০৪, বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশোধিত "Risk Management Guidelines for Banks" এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত অন্যান্য নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করে এই বিভাগ উক্ত নির্দেশিকাটির হালনাগাদকৃত Comprehensive Risk Management Guidelines of FSIBL, March-2019 প্রণয়ন করেছে। বিগত ৩১/১২/২০২০ইং তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রেটিং-এ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর রেটিং ভাল অবস্থানে ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গাইডলাইন এবং নির্দেশনা অনুসরণ ও পরিপালনের মাধ্যমে ব্যাংকের আসন্ন এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ খুঁজে বের করা এবং তা কাটিয়ে উঠতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ সদা তৎপর রয়েছে। এমতাবস্থায়, ব্যাংকের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে সম্মিলিতভাবে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ব্যাংকের সামগ্রিক ঝুঁকি নিরসন করতে পারলে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে আগামী দিনে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ একটি মডেল ব্যাংক হিসাবে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা করা যায়।

কৃষি বিনিয়োগঃ

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। আমাদের দেশ ঘন বসতিপূর্ণ, এই বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্যশস্যের চাহিদার বেশীর ভাগই দেশীয় অভ্যন্তরীণ খাদ্যশষ্যের উৎপাদন এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বাংলাদেশের কৃষি দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। শস্য উৎপাদনের জন্য প্রথাগত পদ্ধতির পরিবর্তে এ দেশে কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা/শস্যের প্রয়োজনীয়তা এবং সাথে সাথে মাছ চাষ ও পশুপালনের মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি লক্ষ্যমাত্রার কম পক্ষে ৬০% শস্যখাতে এবং ১০% মাছ চাষ ও পশুপালনে এবং লক্ষ্য মাত্রার বাকী ৩০% দারিদ্র বিমোচন এবং অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ বিতরণ করতে হবে যা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

এই প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক কোভিড-১৯ প্রাদূর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ শস্য উৎপাদন খাত এবং খামারীদের মাঝে বিনিয়োগ প্রদান করার জন্য অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। যার মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় কম মুনাফায় বিনিয়োগ প্রদান করার জন্য শস্য ও সব্জী/ মৌসুমী ফুল ও ফল, মাছ চাষ, হর্টিকালচার, দুগ্ধ খামার, পোল্ট্রি এবং পশুপালনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যেই এই প্রণোদনা প্যাকেজ কার্যক্রমের আওতায় সকল তফশীলি ব্যাংককে বিনিয়োগ প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা প্রদান করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় আমাদের ব্যাংক কর্তৃক ০১/০৬/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২১ ইং তারিখ পর্যন্ত ৫১৮জন গ্রাহকের মাঝে মোট ৩৭.৮৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আমাদের ব্যাংক কৃষি বিনিয়োগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৫৯.০৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ বিতরণ করে ছিল, যদিও সে অর্থ-বছরে কোভিড-১৯ এর সময় বেশির ভাগ ব্যাংক শাখা বন্ধ ছিল যেটি বিনিয়োগ বিতরণের গতিকে মন্থর করে দিয়েছিল এবং বাংলদেশ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধাগ্রস্থ করেছিল। তারপরও ব্যাংক ৪% রেয়াতী মুনাফায় নির্দেশিত খাতসমূহে (ডাল, তৈলবীজ, মশলা, ভূট্টা ইত্যাদি) বিনিয়োগ প্রদানের জন্য বদ্ধ পরিকর ছিল এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩.৬৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪.২৬ কোটি বিনিয়োগ বিতরণ করে সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ছিল এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪.৩৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ৬.৫৫ কোটি টাকা (৩১.১২.২০২১ তারিখ ভিত্তিক) বিনিয়োগ বিতরণ করে সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার পথে এগিয়ে রয়েছে।

কৃষিখাতে বিশেষতঃ শস্য চাষ, মৎস্য ও পশুপালন খাতে এবং কৃষি সেচ যন্ত্রপাতি ও গ্রামীন পরিবহনে বিনিয়োগ আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফার্স্ট-সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক "এফএসআইবিএল সোনালী স্বপ্ন" নামে ইতোমধ্যে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় যারা বিনিয়োগ গ্রহণ করবে তাদের বিভিন্ন সুবিধা যেমন- ডেবিট কার্ড ইস্যুর চার্জ, বিনিয়োগ সীমা পর্যন্ত অনলাইন চার্জ এবং এসএমএস চার্জ মওকুফ করে দেওয়া হবে।

আমরা আশাবাদী নতুন এই বিনিয়োগ প্রকল্প "এফএসআইবিএল সোনালী স্বপ্ন" কৃষিখাতে ব্যাংক এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

সিএমএসএমই খাতে বিনিয়োগঃ

বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের শতকরা ৯০ (নব্বই) ভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র অথবা মধ্যম (সিএমএসএমই) খাতের আওতাভূক্ত। অ-কৃষিখাতের শতকরা ৭০ (সত্তর) থেকে ৮০ (আশি) ভাগ শ্রমশক্তি সিএমএসএমই খাতে নিয়োজিত। এছাড়া, মোট দেশজ উৎপাদনশীল পণ্যের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ সরবরাহকৃত হয় সিএমএসএমই খাত থেকে।

এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংক সকল সরকারী/বেসরকারী ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেছে যে, আগামী ২০২৪ সাল নাগাদ ব্যাংক এর নীট বিনিয়োগ এর অন্ততঃ ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ সিএমএসএমই খাতের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক সিএমএসএমই খাতে বিনিয়োগ এর পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আমাদের ব্যাংক অন্যান্য পদক্ষেপ এর সাথে কিছু নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে, যার একটির নাম "এফএসআইবিএল উদ্যমী"। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো সিএমএসএমই তথা কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে-শিল্প, সেবা এবং ব্যবসা উপখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। এ ছাড়া, মহিলা উদ্যোক্তা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য "এফএসআইবিএল স্বাবলম্বী" নামে আরেকটি বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

বিনিয়োগ প্রকল্প "এফএসআইবিএল উদ্যোমী"-এর অধীন কুটির, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র খাতে, উৎপাদন সেবা এবং ব্যবসা খাতে জামানত ব্যতীত ১০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া জামানতসহ ১০.০০ (দশ লক্ষ) টাকার উপর থেকে ১০০.০০(এক শতলক্ষ) টাকা পর্যন্ত স্থায়ী সম্পদ (জমি ও ভবন ব্যতীত) ক্রয় করা, বিদ্যমান/নতুন ব্যবসায় চলতি মূলধন পূরণ এবং মৌসুমী ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ বা উৎসবের প্রাক্কলে বিনিয়োগের চাহিদা মেটাতে, এই স্কিমের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যায়।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ১৯৬টি শাখা, ১৩৬টি উপশাখা, ৭১টি এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সিএমএসএমই খাতে বিনিয়োগের বন্টনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আনায়নের চেষ্টা করছে। ৫টি এসএমই/কৃষি শাখার মাধ্যমে আমাদের ব্যাংক সম্ভাব্য সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নত সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এছাড়াও মহিলা উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদান করছে আমাদের দুটি মহিলা শাখা, যা মহিলা ব্যবস্থাপক ও মহিলাকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

নারী উদ্যোক্তাঃ

এটা বললে অতিরিক্ত হবে না যে, নারী উদ্যোক্তা বিশ্বকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। নারী উদ্যোক্তা বিশ্বে জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উদ্যোক্তাদের লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা হলে, নারী উদ্যোগকে বৃদ্ধি করা হলে, নতুন নতুন ধারণা, সেবা ও পণ্য যুক্ত হবে এবং এগুলো ভবিষ্যতকে পুনর্নিধারণ করতে পারবে।

নারীরা আজ শুধু গৃহিণী নয় তারা উপার্জনক্ষম ও বটে। যতই দিন যাচ্ছে নারীরা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও আধিপত্য বিস্তার করছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, মহিলা মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো পুরুষ মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর তুলনায় বেশি আয় করে। এখানে আরও দেখা যায় যে, মহিলারা নেতৃত্ব প্রদানে বেশী অগ্রগণ্য।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর লক্ষ্য হলো "সবার জন্য সবসময়" নীতির সাথে মিল রেখে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক ও গ্রামীন মহিলাদের আয় উৎসারী কার্যক্রমে জড়িত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা। আমাদের ব্যাংকে সিএমএস খাতের অধীনে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য "এফএসআইবিএল স্বাবলম্বী" নামে একটি বিনিয়োগ প্রডাক্ট চালু করেছে। অন্যান্য বৈশিষ্টের মধ্যে এই বিনিয়োগ প্রকল্পটি নমনীয়, স্বল্প মেয়াদী এবং পরিশোধে সহজ সাধ্য। যে সমস্ত গ্রাহক "এফএসআইবিএল স্বাবলম্বী"র আওতায় বিনিয়োগ গ্রহণ করবেন তাদের বিভিন্ন সুবিধা -যেমন ডেবিট কার্ড ইস্যুর চার্জ এবং বিনিয়োগ সীমা পর্যন্ত অনলাইন চার্জ মওকুফ করে দেওয়া হবে।

নারী উদ্যোক্তাদের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর মোট নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা প্রায় ৩৫০ জন এবং বিতরণকৃত বিনিয়োগ প্রায় ১১০.০০ কোটি টাকা। ২০২০ইং এবং ২০২১ইং সালে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিনিয়োগ প্রদান অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল। তথাপি বাংলদেশ ব্যাংক এর প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে মোট ৮৩.৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়েছে।

আমাদের ব্যাংকের অর্থায়ন কৃত নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবার সাথে পরিচিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলাসহ বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তা সম্পর্কিত সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে আসছি।

ট্রেনিং ইনস্টিটিউটঃ

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সূচনালগ্ন থেকে বার্ষিক ট্রেনিংপ্লান (এটিপি) এবং বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সকলস্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। চলমান মহামারির সময়েও সরকারী নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অফলাইন এবং অনলাইন উভয়ভাবেই ট্রেনিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ট্রেনিং কার্যক্রম পরিকল্পনায় ক্রমাগত সহায়তা করার জন্য সম্মানীত পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২০২১ সালে, মোট ৪৭টি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে ২১টি শ্রেণীকক্ষে এবং ২৬টি অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সকল ফাউন্ডেশন কোর্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৩৫২০। যার মধ্যে ঢাকায় ৩০৯৬ জন, চট্রগ্রামে ২৪৪ জন, রাজশাহীতে ৬০ জন, সিলেটে ৪০ জন, খুলনায় ৫৬ জন এবং বরিশালে ২৪ জন অংশগ্রহণ করেন। মোট ১২৩ কার্য দিবসে ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা পরিচালনার জন্য মোট ২৪,৪৪,৩১১ টাকা খরচ হয়েছে। আশাকরি, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ঢাকা-২০২১

ক্রম নং.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার শিরোনাম	অংশগ্রহণকারীদের লেভেল	কর্মদিবস	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	এজেন্ট ব্যাংকিং এর উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০১)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১	৯
২	ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'য়াহ পরিপালন এর উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা	এসিস্ট্যান্ট অফিসার, সি. প্রিন্সিপাল অফিসার	১	৫০
৩	নগদ ব্যবস্থাপনা, জালনোট সনাক্ত করণ এবং বিকৃতনোটের নিস্পত্তি করনের উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা	ক্যাশ অফিসার	১	৫০
৪	ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক এবং আইনি বাধ্যবাধকাত এর উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা	সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট	১	১০০
৫	জেনারেল ব্যাংকিং বিষয়ে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-০১) কুমিল্লা, রাজশাহী ও সিলেট জোন	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসার, সি.প্রিন্সিপাল অফিসার	৩	৪৯
৬	জেনারেল ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-০২) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসার, প্রিন্সিপাল অফিসার	৩	৩৫
৭	সাইবার নিরাপত্তার উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০১)	এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট	১	৮৫
৮	সাইবার নিরাপত্তার উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০২)	ফার্স্ট এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট	১	৮৫
৯	সাইবার নিরাপত্তার উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০৩)	ফার্স্ট এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট	১	৮৫
১০	সাইবার নিরাপত্তার উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০৪)	সি.প্রিন্সিপাল অফিসার, সি.ভাইস প্রেসিডেন্ট	১	১১১
১১	FSIBL ফ্রিডম এপস এর উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০১)	জুনিয়র অফিসার, সি.প্রিন্সিপাল অফিসার	১	১৩২
১২	FSIBL ফ্রিডম এপস এর উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০২)	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট ক্যাশ অফিসার, জুনিয়র অফিসার	১	১৩২
১৩	জেনারেল ব্যাংকিং অপারেশনের উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০২) (খুলনা ও বরিশাল জোন)	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসার, সিনিয়র অফিসার	৩	৩৯
১৪	ট্রেইনি জুনিয়র অফিসার এবং ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসারদের জন্য বুনীয়াদি প্রশিক্ষন কর্মসূচি (ভার্চুয়াল)	ট্রেইনি জুনিয়র অফিসার এবং ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসার	১১	৪৮
১৫	অটোমেটেড চালান সিস্টেম সফটওয়্যার এর উপর কর্মশালা (ব্যাচ-০১)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১	৪৪
১৬	সাইবার নিরাপত্তার উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০১)	প্রিন্সিপাল অফিসার-সি.প্রিন্সিপাল অফিসার	১	১১৯
১৭	সাইবার নিরাপত্তার উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০২)	প্রিন্সিপাল অফিসার-সি.প্রিন্সিপাল অফিসার	১	১১৯
১৮	সাইবার নিরাপত্তার উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০৩)	প্রিন্সিপাল অফিসার-সি.প্রিন্সিপাল অফিসার	১	১২০
১৯	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসারদের জন্য বুনীয়াদি প্রশিক্ষন কর্মসূচি (ভার্চুয়াল) (ব্যাচ-০১)	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট ক্যাশ অফিসার	৬	৭৪
২০	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসারদের জন্য বুনীয়াদি প্রশিক্ষন কর্মসূচি (ভার্চুয়াল) (ব্যাচ-০২)	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট ক্যাশ অফিসার	৬	৭৪
২১	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসারদের জন্য বুনীয়াদি প্রশিক্ষন কর্মসূচি (ভার্চুয়াল) (ব্যাচ-০৩)	ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট ক্যাশ অফিসার	৪	৭৪
২২	এজেন্ট ব্যাংকিং এর উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা (ব্যাচ-০২)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১	২৩
২৩	অটোমেটেড চালান সিস্টেম সফটওয়্যার এর উপর কর্মশালা (ব্যাচ-০২)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১	২৮
২৪	বিনিয়োগ সিকিউরিটিজ এবং ডকুমেন্টেশনের মূল্যায়নের এবং চার্জকর্তন এর উপর ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৬	১৯০
২৫	ফ্যাক্টরিং এর উপর কর্মশালা	প্রিন্সিপাল অফিসার-এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট	১	৩২
২৬	নন-পারফমিং ইনভেস্টমেন্ট ও রিকভারি স্ট্রাটেজিস উপর ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৬	১৯০
২৭	অটোমেটেড চালান সিস্টেম সফটওয়্যার এর উপর কর্মশালা (ব্যাচ-০৩)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	২	৫২
২৮	নন-ফান্ডেড ব্যবসার সুযোগ সনাক্তকরণ এবং এর পদ্ধতির উপর ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৩	১৯০
২৯	বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৩	২৫
৩০	এসবিএস ১,২,৩ রিপোর্টিং এর উপর কর্মশালা (ব্যাচ-০১)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	২	১২৮
৩১	এসবিএস ১,২,৩ রিপোর্টিং এর উপর কর্মশালা (ব্যাচ-০২)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	২	১২২
৩২	প্রবেশনারি অফিসারদের জন্য ৫৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (প্রবেশনারি অফিসার ৮ম ব্যাচ)	প্রবেশনারি অফিসার	৯	২৮
৩৩	প্রবেশনারি অফিসারদের জন্য ৫৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (প্রবেশনারি অফিসার ৮ম ব্যাচ)	প্রবেশনারি অফিসার	৯	২৮
৩৪	এসবিএস ১,২,৩ রিপোর্টিং এর উপর কর্মশালা (ব্যাচ-০৩)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১	৫৮
৩৫	এসবিএস ১,২,৩ রিপোর্টিং এর উপর কর্মশালা (ব্যাচ-০৪)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১	৮০
৩৬	অটোমেটেড চালান সিস্টেম সফটওয়্যার এর উপর কর্মশালা (ব্যাচ-০৪)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১	২৬০
৩৭	প্রবেশনারি অফিসারদের জন্য ৫৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (প্রবেশনারি অফিসার ৮ম ব্যাচ)	প্রবেশনারি অফিসার	৯	২৮
		মোটঃ	১০৭ দিন	৩০৯৬ জন

এক নজরে ২০২১				
কর্মদিবস সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা		অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	খরচ
১২৩	মোট ৪৭		৩৫২০	২৪,৪৪,৩১১/-
	শ্রেণীকক্ষ প্রশিক্ষন ও কর্মশালা	ভার্চুয়াল প্রশিক্ষন ও কর্মশালা		
	২১	২৬		

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম -২০২১				
ক্রম নং.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার শিরোনাম	অংশগ্রহণকারীদের লেভেল	কর্মদিবস	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	অ্যান্টি মানিলন্ডারিং অ্যান্ডকমবেটিং দ্যফিনান্সিং অফটেরোরিজম ইস্যু বিষয়ক ভার্চুয়াল কর্মশালা	এসিস্ট্যান্ট অফিসার-সিনিয়র অফিসার	১	৪৮
২	"CMSME, মহিলা উদ্যোক্তাদেও অর্থায়ন, কৃষি, গ্রামীণ নীতি" এর উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা	এসিস্ট্যান্ট অফিসার, প্রিন্সিপাল অফিসার	১	৪৮
৩	জেনারেল ব্যাংকিং অপারেশন এর উপর ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ	এসিস্ট্যান্ট অফিসার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	২	৪৮
৪	অটোমেটেড চালান সিস্টেম (ACS) সফটওয়্যার এর উপর কর্মশালা (ব্যাচ-০৪)	প্রিন্সিপাল অফিসার, ফার্স্ট এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট	৩	১০০
		মোটঃ	**৭ দিন**	**২৪৪ জন**

জোনাল অফিস, রাজশাহী -২০২১				
ক্রম নং.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার শিরোনাম	অংশগ্রহণকারীদের লেভেল	কর্মদিবস	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	অটোমেটেড চালান সিস্টেম (ACS) সফটওয়্যার এর উপর কর্মশালা	ট্রেনি এসিস্ট্যান্ট আফিসার	১	৪০
২	নগদ ব্যবস্থাপনার উপর কর্মশালা	ট্রেনি এসিস্ট্যান্ট ক্যাশ অফিসার, সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ)	২	২০
		মোটঃ	**৩ দিন**	**৬০ জন**

জোনাল অফিস, সিলেট -২০২১				
ক্রম নং.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার শিরোনাম	অংশগ্রহণকারীদের লেভেল	কর্মদিবস	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	নগদ ব্যবস্থাপনার উপর কর্মশালা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	২	২০
২	অটোমেটেড চালান সিস্টেম (ACS) সফটওয়্যার এর উপর কর্মশালা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১	২০
		মোটঃ	**৩ দিন**	**৪০ জন**

জোনাল অফিস, বরিশাল -২০২১				
ক্রম নং.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার শিরোনাম	অংশগ্রহণকারীদের লেভেল	কর্মদিবস	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	অটোমেটেড চালান সিস্টেম (ACS) সফটওয়্যার এর উপর কর্মশালা	এসিস্ট্যান্ট অফিসার	২	২৪
		মোটঃ	**২ দিন**	**২৪ জন**

জোনাল অফিস, খুলনা -২০২১				
ক্রম নং.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার শিরোনাম	অংশগ্রহণকারীদের লেভেল	কর্মদিবস	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	অটোমেটেড চালান সিস্টেম (ACS) সফটওয়্যার এর উপর কর্মশালা	জেনারেল ব্যাংকিং	২	৫৬
		মোটঃ	**২ দিন**	**৫৬ জন**

ট্রেজারী অপারেশনঃ

তহবিল ব্যবস্থাপনা

তহবিল ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ট্রেজারী বিভাগের প্রধান কাজ। নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজন মতো সঞ্চিতি যথা- সিআরআর, এসএলআর ইত্যাদি বজায় রাখা ট্রেজারী বিভাগের দায়িত্ব। এই বিভাগ মুদ্রা বাজারে বিশেষত ইসলামী আন্তঃব্যাংক মুদ্রা বাজারের কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে ডিলারের ভূমিকা পালন করে এই বিভাগ। ট্রেজারী কার্যক্রম দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ট্রেজারীকে ফ্রন্ট অফিস, মিড অফিস ও ব্যাক অফিস এ বিভক্ত করে এই বিভাগ পরিচালিত হয়।

সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা

সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা (এএলএম) হচ্ছে ব্যাংক পরিচালনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং স্থিতিপত্র ব্যবস্থাপনার জন্য এটি একটি কাঠামোগত এবং প্রক্রিয়াগত পদ্ধতি। আমাদের ব্যাংকের সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এলকো) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে উর্ধ্বতন নির্বাহীদের সমন্বয়ে গঠিত এবং ট্রেজারী বিভাগের প্রধান এই কমিটির সদস্য সচিব যেখানে বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং পরিচালনার কৌশল নির্ধারণের জন্য প্রতি মাসে অন্তঃত একবার এবং বিশেষ প্রয়োজনে এলকো সভার আয়োজন করা হয়। ট্রেজারী বিভাগ কর্তৃক ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য স্থিতিপত্র বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এলকো সভায় উত্থাপন করা হয়। এলকো নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকের স্থিতিপত্র যেমন তারল্যের প্রয়োজনীয়তা, সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা, আমানত ও বিনিয়োগের কৌশল নির্ধারণ, আপদকালীন তারল্য কৌশল, নিট মুনাফা (এনপিআই), সম্পদ ও বিনিয়োগের আয়, বিনিময় সংক্রান্ত আয়, মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত, আমানত বিনিয়োগ অনুপাত, বিনিয়োগযোগ্য তহবিল, আমানত মিশ্রণ, আমানতের ব্যয়, তহবিল ব্যয়, এলসিআর, এনএসএফআর এবং লিভারেজ অনুপাত পর্যালোচনা করে থাকে। ঝুঁকি ও রিটার্ণ এর দৃষ্টিকোণ থেকে স্থিতিপত্র পরিকল্পনা এবং পরিচালনা ছাড়াও মুনাফার হারের ঝুঁকি ও তারল্যের ঝুঁকির কৌশল নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ইউনিট হিসেবে এলকো কাজ করে।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিরূপ অবস্থা বিরাজমান সত্ত্বেও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ইহার বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ব্যাংকের বিনিয়োগ ছিল ৪১,৫০৯.৩০ কোটি টাকা। সেখান থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫,৩৯৩.৯৬ কোটি টাকা। বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ ৩,৮৮৪.৬৬ কোটি টাকা এবং বৃদ্ধির হার ৯.৩৬%। বিগত ২০২১ইং সালে ব্যাংকের বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৬,৫০০.০০ কোটি টাকা এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৭.৬২%। বিনিয়োগ হল ব্যাংকের মূল সম্পদ। ব্যাংক মানসম্পন্ন সম্পদ অর্জনে জোর দিয়ে থাকে এবং যথাযথ ভাবে বিনিয়োগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে ও গ্রাহকের অনুকূলে সকল ধরনের বিনিয়োগ অনুমোদনের সময় বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল শর্তাদি অনুসরণ করে থাকে।

পর্ষদের সহায়ক কমিটি সমূহঃ

পরিচালনা পর্ষদের নিম্নলিখিত তিনটি সহায়ক কমিটি আছেঃ

নির্বাহী কমিটিঃ

পরিচালনা পর্ষদের ০৫ (পাঁচ) জন পরিচালকের সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত। তারা ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ব্যাংক কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য, কৌশল এবং সার্বিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নির্ধারণের মাধ্যমে কমিটি যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ২০২১ সালে নির্বাহী কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নি।

অডিট কমিটিঃ

পর্ষদের ০৩ (তিন) জন পরিচালকের সমন্বয়ে আডিট কমিটি গঠিত। কমিটি আর্থিক প্রতিবেদন প্রদানের প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদান পদ্ধতি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রক্রিয়া, বিভিন্ন আইন ও বিধি বিধানের পরিপালন এবং ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধান পর্যালোচনা করে থাকে। ২০২১ সালে অডিট কমিটির ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত বি আর পি ডি সার্কুলার নং ১১, তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০১৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী পর্ষদের ০৩ (তিন) জন পরিচালকের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ব্যাংকের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করতে এবং তা দূরীভূত করার পন্থা অবলম্বনের নিমিত্তে প্রতিবছর কমপক্ষে ০৪ (চার) টি সভায় মিলিত হয়। উল্লেখ্য যে, কমিটি ২০২১ সালে ০৪ (চার) টি সভা সম্পন্ন করেছে।

অন্যান্য কমিটিসমূহঃ

ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সহযোগিতা করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপনা সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গড়ে তুলেছে কতিপয় কমিটি। উল্লেখযোগ্য কমিটিগুলো হচ্ছে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম (SMT), অ্যাসেট-লায়াবিলিটি কমিটি (ALCO), বিনিয়োগ কমিটি (Investment), ক্রয় কমিটি (GSD) ও ক্রয় কমিটি (ICT)। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, এসইভিপি, ইভিপি, এসভিপি, ভিপি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দের সমন্বয়ে কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে।

যে কোন বিষয়ের অনুমোদন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনের পূর্বে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম তা সূক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে থাকে। স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী তারল্য ব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত পরিমাণ তারল্যের নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব অ্যাসেট-লায়াবিলিটি কমিটি পালন করে থাকে। বিনিয়োগ কমিটি বিনিয়োগ প্রস্তাবসমূহ পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনের জন্য বিস্তারিত পর্যালোচনা করে থাকে।

লভ্যাংশঃ

পরিচালনা পর্ষদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ সমাপ্ত বছরের জন্য ৫% বোনাস শেয়ার এবং ৫% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে।

পরিচালক নির্বাচনঃ

পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন বিদ্যমান আইন ও কোম্পানীর সংঘবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা এবং বর্তমানে প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বিধি/প্রবিধান/প্রজ্ঞাপন/আদেশ/সার্কুলার/নির্দেশনা মোতাবেক অনুষ্ঠিত হবে।

নিরীক্ষক নিয়োগঃ

ব্যাংকের বর্তমান বহিঃনিরীক্ষক শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ এবং রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ ফার্ম ব্যাংকের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করবেন। ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তারা ২য় মেয়াদ পূর্ণ করবেন। নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের নির্দেশনা মোতাবেক শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ এবং রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ ফার্ম পরবর্তী মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগ পাওয়ার যোগ্য। তারা পরবর্তী মেয়াদের জন্য বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ব্যাংকের অডিট কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশের আলোকে বহিঃনিরীক্ষক ফার্মদ্বয় ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

প্র্যাক্টিশিং প্রফেশনাল নিয়োগঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক জারিকৃত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড তারিখ জুন ০৩, ২০১৮ এর শর্তাবলী পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য উক্ত কোডের ৯নং শর্ত অনুযায়ী প্র্যাক্টিশিং প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্টস সেক্রেটারি নিয়োগ করতে হবে যা বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানীত শেয়ারহোল্ডাগণ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। আহমেদ জাকের এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড এর শর্তাবলী পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য ২০২২ ইং সালের জন্য প্র্যাক্টিশিং প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্টস হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কমিশনের শর্ত মোতাবেক এবং পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশের আলোকে আহমেদ জাকের এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কে ২০২২ ইং সালের জন্য সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনঃ

২০২১ সালে ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রবৃদ্ধির জন্য আমি মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। আমি ব্যাংকের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সারা বছরব্যাপী তাদের সমর্থন এবং মূল্যবান নির্দেশনার জন্যে। ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম এবং উন্নতিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং দক্ষ কর্মীবাহিনীর সকল সদস্যের আনুগত্য, সমর্থন এবং অবিরাম প্রচেষ্টার জন্য তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্খি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধক এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে যারা আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি তাদের মূল্যবান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগামী দিনগুলোতেও আমরা তাদের অব্যাহত সমর্থন, সহযোগিতা এবং দিকনির্দেশনা প্রত্যাশা করি যা আমাদের জন্য সার্বক্ষণিক প্রেরণার উৎস।

আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ দিয়ে ব্যাংকটিকে পরিচালনা করার জন্য মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহস, অনুপ্রেরণা ও সৌভাগ্য দান করুন।

আমীন।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

মোহাম্মদ সাইফুল আলম